Contents

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মার্চ ২০০৯

মাসিক
আত-তাহরীক
১২তম বর্ষ মার্চ ২০০৯ ইং ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

আমরা শোকাহত, স্তম্ভিত, শংকিত

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ৫০ দিনের মাথায় ২৫ ফেব্রুয়ারীর শুভ্র সকালে বিডিআর সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনের আনন্দঘন পরিবেশে শীর্ষস্থানীয় সেনা ও বিডিআর কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে হঠাৎ এ কি ঘটল? কই প্রথমদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন দরবার হলে বিডিআর সপ্তাহের উদ্বোধন করেন, তখন তো তাদের দাবী-দাওয়ার বিষয়ে টুঁ শব্দটি শোনা যায়নি। তাহ'লে পরের দিন কোনরূপ উস্কানী ছাড়াই হঠাৎ কেন গুলীর শব্দ? বক্তৃতা শেষ হ'তে না হ'তেই কেন লুটিয়ে পড়ল বিডিআর মহাপরিচালকের রক্তাক্ত লাশ? নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও গুলী এখানে কিভাবে এল? তা-ও একটা দু'টা নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী, আর পাখির মত পড়তে থাকল একের পর এক নিরস্ত্র সেনা কর্মকর্তাদের লাশ। শুধু মেরেই ক্ষান্ত নয়, লাশ টুকরা টুকরা করা, আগুন দিয়ে পোড়ানো, একাধিক বড় বড় গর্ত খুঁড়ে গণকবর দেওয়া, কর্মকর্তাদের অফিস ও বাড়ীতে গিয়ে লুটপাট ও তছনছ করা, তাদের গাড়ীগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া, মহাপরিচালকের স্ত্রী নাজনীনকে তার কক্ষে হত্যা করে সিঁড়ি দিয়ে তার রক্তাক্ত লাশ নিষ্ঠুরভাবে টেনে এনে গণকবরে পুঁতে দেওয়া ইত্যাকার লোমহর্ষক ও পৈশাচিক কর্মকাণ্ড ৩৩ ঘন্টা ধরে একটানা চলল। অথচ খোদ ঢাকাবাসীই কিছু জানলো না। হাঁ জানলো ঝিকাতলার হাড়-হাড্ডিসার বৃদ্ধ রিকসাওয়ালা, যে প্রচণ্ড হাঁপানীতে প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায় নিজ রিকসা নিয়ে যাচ্ছিল দোকানে ঔষধ আনতে। বিডিআর তাকে হত্যা করে রক্তের নেশা মিটালো। জানলো আজিমপুরের কোমলমতি বালক যে স্কুলে যাচ্ছিল বাপ-মায়ের ভবিষ্যৎ আশার আলো হিসাবে। বিডিআরের গুলী তার আলো নিভিয়ে দিল। জানলো গ্রাম থেকে আসা সেনাকর্মকর্তার অতিথি, বিডিআরের গুলী যার আতিথ্যের স্বাদ চিরতরে মিটিয়ে দিল। বিডিআরের বিভিন্ন দাবীর সমর্থনে কিছু লোক মিছিল করল পিলখানার সামনের রাস্তায়। কিছু পত্রিকা ও মিডিয়া চ্যানেলে তাদের দাবী-দাওয়ার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হ'ল। অথচ ভিতরের নারকীয় ঘটনা জানলো না কেউ। কিন্তু কেন? এখানেই জমেছে আজ একরাশ প্রশ্ন..।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী উভয়েই বলেছেন এর পিছনে রয়েছে বহিঃশক্তির রাষ্ট্রবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্র। সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধান ও বর্তমানে মহাজোট নেতা জেনারেল এরশাদও একই কথা বলেছেন। যদি তাই হয়, তাহলে তারা কেন শুরুতেই হস্তক্ষেপ

করলেন না? চেইন অব কম্যাণ্ড ভেঙ্গে যেখানে একবার গুলী চলেছে, খোদ মহাপরিচালক নিহত হয়েছেন, যেখানে বৃষ্টির মত গুলী চলছে, সেখানে দীর্ঘমেয়াদী আলোচনার কোন সুযোগ থাকে কি? পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল নিহত হওয়ার আগে অবস্থা আঁচ করে প্রথমে ফোন করেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। ফোন করেছিলেন আর্মি হেড কোয়ার্টারে। উদ্ধার পাওয়া সেনা কর্মকর্তা মেজর যায়েদী সেকথার সাক্ষ্য দিয়েছেন। সকলেই তখন বলেছিলেন, আমরা আসছি। কিন্তু কেউ আর আসেননি। সেনাবাহিনী ও বিডিআর বাহিনীর ভিতরকার দীর্ঘ দিনের ক্ষোভ ও গুমোট অবস্থা গোয়েন্দা সংস্থা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী কারোরই অজানা থাকার কথা নয়। অথচ তারা কেউই তাৎক্ষণিক কোন ভূমিকা গ্রহণে তৎপর হননি। অতএব তাদের কারুরই এখানে কৈফিয়ত দেওয়ার সুযোগ নেই। এখন তো এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, প্রশাসনের ত্বরিৎ পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণেই সেনা কম্যাণ্ডের চৌকস ও ফ্রন্ট লাইন বিশেষজ্ঞ এই সেনা কর্মকর্তাদের জীবন দিতে হয়েছে নিতান্ত অসহায় ভাবে। সেনা অ্যাকশনের অনুমতি দিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরের দিন বিকালে। এটা যদি তিনি আগের দিন ঘটনার পর পরই দিতেন এবং কেবল সাঁজোয়া গাড়ীর চলাচল ও সেনা হেলিকপ্টার চক্কর শুরু করে দিত তাহলেই ভয়ে বিডিআর বাহিনী আত্মসমর্পণ করত। সাবেক সেক্টর কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল মীর শওকত আলীর মতে ১৫ মিনিটেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে কারা তখন বাধা দিয়েছিল বন্ধুর বেশে, তাদের চিহ্নিত করা দরকার।

ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনার বলেছেন, 'প্রতিবেশীদের সাথে সহযোগিতা না থাকলে কোন রাষ্ট্রই নিরাপদ নয়'। এ কথার ইঙ্গিত কি ভারতের দিকে নয়? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংকট মুকাবিলায় সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। কে না জানে মার্কিন-ভারত ও ইসরাঈল এখন একই লবীর অন্তর্ভুক্ত। আর আমেরিকা যাদের বন্ধু হয়, তাদের আর কোন শত্রুর প্রয়োজন হয় না। তারা বাংলাদেশকে তাদের স্বার্থের বলি হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। ভারত বাংলাদেশে পিস মিশনের নামে তাদের শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠাতে চাচ্ছে। তারা প্রতিদিন সীমান্তে আমাদের নিরীহ মানুষগুলিকে আগের মতই হত্যা করে চলেছে। আর ইতিমধ্যেই তারা সীমান্তে ভারী অস্ত্রশস্ত্র জমা করেছে, সেনাশক্তি বাড়িয়েছে এবং ব্ল্যাক ক্যাট অর্থাৎ কালো বিড়ালের মুখোশধারী ভয়ংকর কম্যাণ্ডো বাহিনী মোতায়েন করেছে। এক্ষণে যদি কোন দুর্মুখ একথা বলেন যে, বিগত আওয়ামী সরকারের সময় ২০০১ সালের ১৭-১৮ এপ্রিলে কুড়িগ্রামের রৌমারি সীমান্তে এবং সিলেটের পাদুয়া সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বিএসএফ-দের সংঘবদ্ধ চোরা হামলার মোকাবিলায় বিডিআরের দুঃসাহসিক অভিযানে বহু লাশ ফেলে পালিয়ে যাওয়া ভারতীয় সেনাবাহিনী বর্তমান সরকারের আমলে পিলখানা ট্রাজেডীর মাধ্যমে তার প্রতিশোধ নিল, তাহলে সেকথার জওয়াব কি দেওয়া যাবে? যে কথার ইঙ্গিত ইতিমধ্যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বি-রমনের গত ২৭ ফেব্রুয়ারীর লেখায় পাওয়া গেছে।

এদেশের সাথে কাদের স্বার্থ বেশী জড়িত? '৪৭-এর স্বাধীনতার সময় নেহেরু বলেছিলেন, অনধিক ২০ বছরের মধ্যেই পাকিস্তান পুনরায় ভারতভুক্ত হবে। ২৪ বছরের মাথায় পাকিস্তান ভেঙ্গে দু'টুকরা হয়েছে। এখন দুর্বল দুই টুকরাকে গিলে ফেলার পালা। দুর্বলকে দুর্বলতর করার জন্য তারা বাংলাদেশের উজানে সকল নদীতে বাঁধ দিয়েছে। এ দেশকে তারা মরুভূমি বানিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন করেছে। চোরাচালান ও পাহাড় প্রমাণ অসম বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের আর্থিক মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত সফল হতে চলেছে। বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ দক্ষিণ তালপট্টি তারা দখল করে রেখেছে। ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির মাধ্যমে নিজেরা বেরুবাড়ী নিলেও দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা আজও তারা উন্মুক্ত করেনি। সীমান্তে দৈনিক তারা গড়ে একজন করে নিরীহ বাংলাদেশীকে হত্যা করছে। তারা সীমান্তে ফেনসিডিল কারখানা তৈরী করে এদেশে সাপ্লাই দিয়ে এদেশের তরুণ সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আর অতি সাম্প্রতিক তথ্য মতে ভারত ও আমেরিকা একযোগে কাজ করছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে টুকরো টুকরো করে ২০২০ সালের মধ্যে ইউনাইটেড স্টেট্স অব ইন্ডিয়া (USI) গঠন করার জন্য। ইসলামী দলগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করাও তাদের অন্যতম লক্ষ্য। এটা জানা কথা যে, বাংলাদেশের ইসলামী শক্তিগুলিই এদেশের স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী ও জানবায অকুতোভয় শক্তি। তাই বাংলাদেশকে জঙ্গী রাষ্ট্র বানাবার জন্য বহিঃশক্তির মদদে এদেশে সৃষ্টি করা হয়েছে তথাকথিত জঙ্গী দলসমূহ। তাদেরই প্রত্যক্ষ মদদে সৃষ্টি হয়েছিল খুলনা-যশোর অঞ্চলে কথিত 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'স্বাধীন জুমল্যাণ্ড' আন্দোলন। যাদের সশস্ত্র শাখা তথাকথিত 'শান্তিবাহিনী'র হাতে প্রায় ৩০ হাযার মানুষ নিহত হয়েছে। বিচার কিছুই হয়নি। এদেরই সরাসরি প্রশিক্ষণে স্বাধীনতার পর দেশে গড়ে তোলা হয় 'রক্ষীবাহিনী'। যাদের হাতে খুন হয় প্রায়

Contents

৪২ হাযার মানুষ। কোন বিচার হয়নি। সেনাবাহিনী সদস্যগণের অধিকাংশ ধর্মভীরু ও দেশপ্রেমিক। তাই আমাদের সেনাবাহিনীকে তারা কখনোই পসন্দ করেনি। গত ১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতার সুভাষ ইনস্টিটিউটে এদের বশংবদ বাংলাদেশের কথিত হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের একটি অঙ্গ সংস্থার ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে ইসলাম ও সেনাবাহিনীকে উৎখাত করার জন্য ভারত সহ আন্তর্জাতিক শক্তি সমূহের সাহায্য চাওয়া হয়।

বাংলাদেশে বিদেশীদের নগদ স্বার্থ কি? প্রথমে ভারতের স্বার্থ হ'ল বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রেন চালানো ও এদেশকে তাদের ব্যবসায়ের রুট হিসাবে ব্যবহার করা। মার্কিনীদের স্বার্থ হ'ল চট্টগ্রামে সামরিক ঘাঁটি করা ও চীনকে ভয় দেখানো। অথচ দু'টিই বাংলাদেশের স্বার্থের প্রতিকূলে। বাংলাদেশের কোন সরকারই এযাবত ভারত বা মার্কিনের এসব অযৌক্তিক দাবী মেনে নেয়নি। আর তাই বর্তমান সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য ও তাদের দাবীর সামনে মাথা নত করানোর জন্য দেশের প্রধানতম শক্তি সুশৃংখল সেনাবাহিনী ও বিডিআর বাহিনীকে দুর্বল করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। দেশের ভিতরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে মার্কিন-ভারতের চরেরা কাজ করছে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'ল পিলখানা ট্রাজেডীর মাত্র চার ঘন্টার মাথায় দিল্লী টিভির বেলা ২ টার সংবাদে ঢাকায় বিডিআর বিদ্রোহে মেজর জেনারেল শাকিল সহ ১৫ জন সেনা কর্মকর্তার নিহত হবার খবর নিশ্চিত করে বলা হয়। অথচ বাংলাদেশের কোন মিডিয়া এ সম্পর্কে তখন কোন তথ্য দিতে পারেনি।

এযাবত পাওয়া তথ্যমতে মাত্র ৪০ জন সেনা কর্মকর্তা জীবিত ফিরে এসেছেন। নিহত ও নিখোঁজ হয়েছেন বাকীরা। সকল মহল থেকে হত্যাকারী বিডিআর সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী উঠেছে। আমরাও সে দাবী করছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, উপস্থিত জওয়ানদের মাত্র কিছু সংখ্যক বিপথগামীদের হাতে অথবা মুখোশধারী বহিরাগতদের হাতে এই ট্রাজেডী ঘটেছে। অনেক বিডিআর জওয়ান সেনা কর্মকর্তাদের জীবন বাঁচিয়েছেন। অতএব গুটি কয়েক দুস্কৃতিকারীর জন্য ৭০ হাযারের বিশাল বাহিনীকে সেনাবাহিনীর শত্রু বানানো যাবে না। একজন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যে, বিপথগামীদের মধ্যে আগেই কোটি কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছিল। তাছাড়া সেখানে এমন কিছু অস্ত্র ও দূরবীন পাওয়া গেছে, যা বিডিআরের নয়। অতএব ঢালাওভাবে সকল বিডিআর জওয়ানকে দায়ী করা যাবে না। বরং এ বর্বরতার নেপথ্য শক্তি ও মূল ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করতে হবে ও তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

দলবাজি রাজনীতির কারণে বিগত ৬১ বছরের ইতিহাসে বড় কোন ট্রাজেডীতে কোন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি। এবারও যেন তা না হয়, সেটা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। সরকার পাঁচ বছরের জন্য। কিন্তু সেনাবাহিনী স্থায়ী। এবারের এই ট্রাজেডীর কারণে ১৯৭৫-এর ৭ই নভেম্বরের ন্যায় সেনাবাহিনী আবারও অর্জন করেছে জনগণের অকুণ্ঠ ভালোবাসা। সেনা ও জনতার এই অটুট ভালোবাসা কুচক্রীদের সব চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

বিগত দিনে দেশের অন্তত দু'জন জাঁদরেল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতা বলেছিলেন, বাংলাদেশে কোন সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই। কেননা ভারত একটি বিরাট দেশ। তাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই'। এরা এখনও প্রকাশ্যে রাজনীতি করেন ও বড় দেশপ্রেমিক বলে দাবী করেন। এদের চিনতে সরকারের ভুল করা উচিত নয়। আমরা সরকারকে বলব, এদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা হল 'ইসলাম'। অধিকাংশ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হবার কারণেই পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের সাথে যোগ দিয়ে ভারত থেকে স্বাধীন হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রজাদের রক্ত শোষণকারী অত্যাচারী জমিদাররা সেদিন তাদের জমিদারী হারাবার ভয়ে পূর্ববাংলার স্বাধীনতা চাননি। এমনকি তারা বৃটিশের প্রস্তাব অনুযায়ী ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও বিরোধিতা করেছিলেন। তারা সেদিন বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন করেছিলেন। বাংলা মায়ের অঙ্গ ছেদনের ধুয়া তুলে তারা সেদিন উভয় বাংলাকে এক করার সংগ্রাম করেছিলেন ও গান রচনা করেছিলেন। আজও তাদের চরেরা এপার বাংলা ওপার বাংলার মিলনের ধুয়া তোলে। আর কথায় কথায় ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালী বাঙালী করে মুখে ফেনা তোলে। এরা দেশে শক্তিশালী সেনাবাহিনী চায়না। দেশের শান্তি ও উন্নতি চায়না। এদের টকশো, সেমিনারবাজি আর সোচ্চার বুলি কপচানোতে যেন সরকার ভুল পথে ধাবিত না হন এবং সর্বদা সঠিক পথে অগ্রসর হন, সেজন্য আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা জানাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি নিহত ভাইবোনদের ক্ষমা কর ও তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ধৈর্যধারণের তাওফীক্ব দাও। যে সকল মেধাবী সেনাকর্মকর্তাকে আমরা হারিয়েছি, হে আল্লাহ তুমি উত্তম কর্মকর্তা দিয়ে তাদের শূন্যস্থান পূরণ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হেফাযত কর- আমীন!! *[স.স.]*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

তারকা পূজারীদের সাথে বিতর্ক

মূর্তি পূজারীদের সাথে বিতর্কের পরে তিনি তারকাপূজারী নেতাদের প্রতি তাওহীদের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারাও মূর্তি পূজারীদের ন্যায় নিজ নিজ বিশ্বাসে অটল। অবশেষে তাঁর সাথে তাদের নেতাদের বিতর্কযুদ্ধ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কেউ কেউ বলেছেন, ইবরাহীমের কওমের লোকেরা একই সাথে মূর্তি ও তারকার পূজা করত। সেটাও অসম্ভব কিছু নয়।

পবিত্র কুরআনে এই তর্কযুদ্ধ একটি অভিনব ও নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে সহজে আরবীয় পাঠক সমাজে রেখাপাত করে। কেননা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সমগ্র আরবের লোকদের পিতামহ। তাঁর প্রতি গোটা আরব জাতি সম্মান প্রদর্শন করত। অথচ তাদের পিতামহ যার বিরুদ্ধে জীবনভর লড়াই করলেন জাহিল আরবরা সেই সব শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। যে কা'বা গৃহকে ইবরাহীম (আঃ) নির্মাণ করেন এক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য। তারা সেখানেই মূর্তিপূজা শুরু করে দিয়েছিল। অথচ মুখে আল্লাহ্কে স্বীকার করত এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত। আজকের মুসলমানদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কেননা তারাও মুখে আল্লাহ্কে স্বীকার করে এবং শেষনবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে। অথচ নিজেরা কবর পূজা ও স্থানপূজার শিরকে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্র বিধানের অবাধ্যতা ও তার পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া বিধান সমূহের আনুগত্য তো রয়েছেই। এক্ষণে আমরা কুরআনে বর্ণিত ইবরাহীমের অপর বিতর্ক যুদ্ধটির বিবরণ পেশ করব।-

আল্লাহ বলেন,

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ- فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ- فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ- فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ- إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ- وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُوْنَ-

'আমি এরূপভাবেই ইবরাহীমকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম, যাতে সে দৃঢ়বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়' *(আন'আম ৭৫)*। 'অনন্তর যখন রাত্রির অন্ধকার তার উপরে সমাচ্ছন্ন হ'ল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। তখন সে বলল যে, এটি আমার পালনকর্তা। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হ'ল, তখন বলল, আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না' *(৭৬)*। 'অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, তখন বলল, এটি আমার পালনকর্তা। কিন্তু পরে যখন তা অস্তমিত হ'ল, তখন বলল, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তাহ'লে অবশ্যই আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(৭৭)*। 'অতঃপর যখন উদীয়মান সূর্যকে ডগমগে দেখতে পেল, তখন বলল, এটিই আমার পালনকর্তা এবং এটিই সবচেয়ে বড়। কিন্তু পরে যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত' *(৭৮)*। 'আমি আমার চেহারাকে ঐ সত্তার দিকে একনিষ্ঠ করছি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(৭৯)*। আর তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্ক করল। সে বলল, তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করছ? অথচ তিনি আমাকে সরল পথ দেখিয়েছেন। আর আমি ভয় করিনা তাদের, যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক কর, তবে আমার পালনকর্তা যদি কিছু (কষ্ট দিতে) চান। আমার প্রভুর জ্ঞান সবকিছুতেই পরিব্যপ্ত। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না'? *(৮০)*। 'কিভাবে আমি ঐসব বস্তুকে ভয় করব, যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করেছ? অথচ তোমরা এ বিষয়ে ভয় পাওনা যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে এমন সব বস্তুকে শরীক করেছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। এক্ষণে উভয় দলের মধ্যে কে বেশী নিরাপত্তা লাভের অধিকারী? যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক' *(৮১)*। 'যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই

রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হ'ল সুপথপ্রাপ্ত' *(আন'আম ৬/৭৫-৮২)*।

উপরের বর্ণনা ভঙ্গিতে মনে হয় যেন ইবরাহীম ঐ দিনই প্রথম নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য দেখলেন এবং 'এটি আমার পালনকর্তা' বলে সাময়িকভাবে মুশরিক হয়েছিলেন। পরে শিরক পরিত্যাগ করে মুসলিম হ'লেন। অথচ ঘটনা মোটেই তা নয়। কেননা ঐ সময় ইবরাহীম (আঃ) অন্যূন সত্তরোর্ধ্ব বয়সের নবী। আর নবীগণ জন্ম থেকেই নিষ্পাপ ও শিরকমুক্ত থাকেন। আসল কথা হ'ল এই যে, মূর্তি পূজার অসারতা বুঝানো যতটা সহজ ছিল, তারকা পূজার অসারতা বুঝানো ততটা সহজ ছিল না। কেননা ওটা মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই ইবরাহীম (আঃ) এখানে বৈজ্ঞানিক পন্থা বেছে নিলেন এবং জনগণের সহজবোধ্য এমন একটি প্রমাণ উপস্থাপন করলেন, যাতে তাদের লা-জওয়াব হওয়া ব্যতীত কোন উপায় ছিল না। তিনি সৌরজগতের গতি-প্রকৃতি যে আল্লাহ্র হুকুমের অধীন, সে কথা না বলে তাদের অস্তমিত হওয়ার বিষয়টিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। কারণ এটাই ছিল তাদের জন্যে সহজবোধ্য। তিনি বলেন, যা ক্ষয়ে যায়, ডুবে যায়, হারিয়ে যায়, নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে না, ধরে রাখতে পারে না, বরং দৈনিক ওঠে আর ডোবে, সে কখনো মানুষের প্রতিপালক হ'তে পারে না। বরং সর্বোচ্চ পালনকর্তা কেবল তিনিই হ'তে পারেন, যিনি এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা। আর তিনিই হ'লেন 'আল্লাহ'। আমি তাঁর দিকেই ফিরে গেলাম এবং বাপ-দাদার আমল থেকে তোমরা যে শিরক করে আসছ, আমি তা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করলাম।

বলা বাহুল্য, এর অন্তর্নিহিত দাওয়াত ছিল এই যে, হে আমার জাতি! তোমরাও আমার মত আল্লাহ্র দিকে ফিরে এসো এবং শিরক হ'তে মুক্ত হও। কিন্তু ইবরাহীমের এই তর্কযুদ্ধ নিষ্ফল হ'ল। সম্প্রদায়ের নেতারা নিজ নিজ মতের উপরে দৃঢ় রইল। কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না।

একটি সংশয় ও তার জওয়াবঃ

৭৫ হ'তে ৮২ পর্যন্ত ৮টি আয়াতে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে, এটি ইবরাহীমের জ্ঞান-বুদ্ধির বয়স হবার সময়কার ঘটনা, নাকি নবী হবার পরের তর্কানুষ্ঠান, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। ইবনু জারীর (মৃঃ ৩১০ হিঃ) প্রথমোক্ত মত পোষণ করেন। তিনি এ বিষয়ে আলী ইবনে ত্বালহার সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা পেশ করেছেন। তবে এই বর্ণনাটির সনদ যঈফ।[৬৮]

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব (৮৫-১৫০ হিঃ) বর্ণিত কিছু অলৌকিক ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে, যা উক্ত মতকে সমর্থন করে। যেমন বাদশাহ নমরূদ যখন জানতে পারেন যে, অচিরেই একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবে, যে তার রাজ্য হারানোর কারণ হবে, তখন তিনি নবজাতক সকল পুত্র সন্তানকে হত্যা করার নির্দেশ জারি করেন। ইবরাহীমের মা তখন একটি পাহাড়ের গোপন গুহায় লুকিয়ে ইবরাহীমকে প্রসব করেন এবং ইবরাহীম একাকী সেখানে বড় হন। ইবরাহীমের এক আঙ্গুল দিয়ে দুধ বের হ'ত, এক আঙ্গুল দিয়ে মধু বের হ'ত ও এক আঙ্গুল দিয়ে পানি বের হ'ত। এভাবে তিনি সেখানে তিন বছর কাটান। তারপর তিনি সেখান থেকে বের হয়ে এসে মাকে বলেন, আমার প্রভু কে? মা বললেন, নমরূদ। তিনি বললেন, নমরূদের প্রভু কে? তখন মা তাকে চড় মারলেন এবং তিনি বুঝলেন এটিই হ'ল সেই ছেলে, যার সম্পর্কে বাদশাহ নমরূদ আগেই স্বপ্ন দেখেছেন। সুদ্দী, যাহহাক প্রমুখের বরাতে কাসাঈ স্বীয় ক্বাছাছুল আম্বিয়ার মধ্যে এ ধরনের অনেক অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন *(ইবনু কাছীর, কুরতুবী)*। অতঃপর ইবরাহীম গুহা থেকে বের হয়ে প্রথম তারকা দেখলেন, তারপর চন্দ্র দেখলেন, তারপর সূর্য দেখলেন। অতঃপর সবকিছুর ডুবে যাওয়া দেখে নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রকৃত পালনকর্তা তিনি, যিনি এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন *(কুরতুবী)*। ইবনু জারীর দলীল এনেছেন ইবরাহীমের একথা দ্বারা, যেখানে তিনি বলেছেন, لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، 'যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ না দেখান, তাহ'লে অবশ্যই আমি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(আন'আম ৬/৭৭)*।

ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) বলেন, বরং সঠিক কথা এই যে, ইবরাহীমের উপরোক্ত ঘটনা ছিল তার কওমের সাথে একটি তর্কানুষ্ঠান। এটি কখনোই তার শিশুকালের ঘটনা নয় এবং তিনি ক্ষণিকের তরেও কখনো মুশরিক হননি। কেননা তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، 'নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন একটি উম্মত এবং আল্লাহ্র প্রতি অনুগত ও একনিষ্ঠ। আর তিনি কখনোই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' *(নাহল ১৬/১২০)*। তাছাড়া প্রত্যেক মানব শিশুই জন্মগতভাবে আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, خَلَقْتُ عبادى حُنَفَاءَ 'আমি আমার বান্দাদের সৃষ্টি করি আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হিসাবে'। =*(মুসলিম 'জান্নাত' অধ্যায়)*। সাধারণ মানবশিশু যদি এরূপ হয়, তাহ'লে শিশু ইবরাহীম কেন মুশরিক হবেন? আর এটা যে কওমের নেতাদের সাথে তাঁর একটি তর্কানুষ্ঠান ছিল, তার বড় প্রমাণ এই যে, ৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ

---

৬৮. *কুরতুবী, আন'আম ৭৬ টীকা।*

Contents

'তাঁর কওম তাঁর সাথে বিতর্ক করল'। তাছাড়া তর্ক শেষে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত' *(আন'আম ৬/৭৮)*।

বলা বাহুল্য তারকা পূজারী নেতাদের সাথে ইবরাহীম (আঃ)-এর বিতর্কের ঘটনাটি কুরআন এক অলৌকিক ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে, যা একটি বাস্তব ও অতুলনীয় বাণীচিত্রের রূপ ধারণ করেছে। যেমন ইবরাহীম (আঃ) উক্ত নেতাদের বলছেন, তোমাদের ধারণা অনুযায়ী ধরে নিলাম আকাশের ঐ নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য সকলেই 'আমার রব' কিন্তু ওরা যে ডুবে গেল। যারা নিজেরা ডুবে যায়, তারা আমাকে বা তোমাদেরকে কিভাবে রক্ষা করবে? অতএব আমি তোমাদের শিরকী আক্বীদা হ'তে মুক্ত। আমি এদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ ও অনুগত রইলাম। তোমরাও এদিকে ফিরে এসো। যেমন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ মুশরিকদের ডেকে বলবেন, أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ 'তোমাদের ধারণা অনুযায়ী আমার শরীকরা কোথায়? *(ক্বাছাছ ২৮/৬২)*। অর্থাৎ তোমাদের দাবী অনুযায়ী ওরা আমার শরীক। অথচ আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই।

ইবরাহীম মূর্তি ভাঙ্গলেন:

জ্ঞানীরা ইশারা বোঝে। কিন্তু মানুষ যখন কোন কিছুর প্রতি অন্ধভক্তি পোষণ করে, তখন শত যুক্তিও কোন কাজ দেয় না। ফলে ইবরাহীম ভাবলেন, এমন কিছু একটা কাজ করা দরকার, যাতে পুরা সমাজ নড়ে ওঠে ও ওদের মধ্যে হুঁশ ফিরে আসে। সাথে সাথে তাদের মধ্যে তাওহীদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। সেমতে তিনি সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় দেবমন্দিরে গিয়ে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার সংকল্প করলেন।

ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় বছরের একটা বিশেষ দিনে উৎসব পালন করত ও সেখানে নানারূপ অপচয় ও অশোভন কাজ করত। যেমন আজকাল প্রবৃত্তি পূজারী ও বস্তুবাদী লোকেরা করে থাকে কথিত সংস্কৃতির নামে। এইসব মেলায় সঙ্গত কারণেই কোন নবীর যোগদান করা সম্ভব নয়। কওমের লোকেরা তাকে উক্ত মেলায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু তিনি অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে সেখানে যেতে অপারগতা প্রকাশ করলেন *(ছাফফাত ৩৭/৮৯)*। অতঃপর তিনি ভাবলেন, আজকের এই সুযোগে আমি ওদের দেবমন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। যাতে ওরা ফিরে এসে ওদের মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাস্তব দৃশ্য দেখতে পায়। হয়তবা এতে তাদের অনেকের মধ্যে হুঁশ ফিরবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান জাগ্রত হবে ও শিরক থেকে তওবা করবে।

অতঃপর তিনি দেবালয়ে ঢুকে পড়লেন ও দেব-দেবীদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, (তোমাদের সামনে এত নযর-নেয়ায ও ভোগ-নৈবেদ্য রয়েছে)। অথচ 'তোমরা তা খাচ্ছ না কেন? কি ব্যাপার তোমরা কথা বলছ না কেন? তারপর তিনি ডান হাতে রাখা (সম্ভবতঃ কুড়াল দিয়ে) ভীষণ জোরে আঘাত করে সবগুলোকে গুঁড়িয়ে দিলেন *(ছাফফাত ৩৭/৯১-৯৩)*। তবে বড় মূর্তিটাকে পূর্বাবস্থায় রেখে দিলেন, যাতে লোকেরা তার কাছে ফিরে যায় *(আম্বিয়া ২১/৫৮)*।

মেলা শেষে লোকজন ফিরে এল এবং যথারীতি দেবমন্দিরে গিয়ে প্রতিমাগুলির অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেল। 'তারা বলাবলি করতে লাগল, এটা নিশ্চয়ই ইবরাহীমের কাজ হবে। কেননা তাকেই আমরা সবসময় মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে বলতে শুনি। অতঃপর ইবরাহীমকে সেখানে ডেকে আনা হ'ল এবং জিজ্ঞেস করল, أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ؟ 'হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ আচরণ করেছ'? *(আম্বিয়া ২১/৬২)*।

ইবরাহীম বললেন, بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ– 'বরং এই বড় মূর্তিটাই একাজ করেছে। নইলে এদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে' *(আম্বিয়া ২১/৬৩)*। সম্প্রদায়ের নেতারা একথা শুনে লজ্জা পেল এবং মাথা নীচু করে বলল, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ– 'তুমি তো জানো যে, এরা কথা বলে না'। 'তিনি বললেন, قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ– 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না' *(আম্বিয়া ২১/৬৫-৬৬)*। তিনি আরও বললেন, قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ– 'তোমরা এমন বস্তুর পূজা কর, যা তোমরা নিজ হাতে তৈরী কর'? 'অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন' *(ছাফফাত ৩৭/৯৫-৯৬)*। أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 'ধিক তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর, ওদের জন্য। তোমরা কি বুঝ না'? *(আম্বিয়া ২১/৬৭)*।

তারপর যা হবার তাই হ'ল। যিদ ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে সম্প্রদায়ের নেতারা ইবরাহীমকে চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, একে আর বাঁচতে দেওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, একে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মারতে হবে, যেন কেউ এর দলে যেতে সাহস

না করে। তারা তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং সেটা বাদশাহ নমরূদের কাছে পেশ করল। সম্রাটের মন্ত্রী ও দেশের প্রধান পুরোহিতের ছেলে ইবরাহীম। অতএব তাকে সরাসরি সম্রাটের দরবারে আনা হ'ল।

নমরূদের সঙ্গে বিতর্ক ও অগ্নিপরীক্ষা:

ইবরাহীম (আঃ) এটাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করলেন। নমরূদ ৪০০ বছর ধরে রাজত্ব করায় সে উদ্ধত ও অহংকারী হয়ে উঠেছিল এবং নিজেকে একমাত্র উপাস্য ভেবেছিল। তাই সে ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করল, বল তোমার উপাস্য কে? নমরূদ ভেবেছিল, ইবরাহীম তাকেই উপাস্য বলে স্বীকার করবে। কিন্তু নির্ভীক কণ্ঠে ইবরাহীম জবাব দিলেন, رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ 'আমার পালনকর্তা তিনি, যিনি মানুষকে বাঁচান ও মারেন'। মোটাবুদ্ধির নমরূদ বলল, أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ 'আমিও বাঁচাই ও মারি'। অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে খালাস দিয়ে মানুষকে বাঁচাতে পারি। আবার খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি। এভাবে সে নিজেকেই মানুষের বাঁচা-মরার মালিক হিসাবে সাব্যস্ত করল। ইবরাহীম তখন দ্বিতীয় যুক্তি পেশ করে বললেন, فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ 'আমার আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, আপনি তাকে পশ্চিম দিক হ'তে উদিত করুন'। فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ 'অতঃপর কাফের (নমরূদ) এতে হতভম্ব হয়ে পড়লো' *(বাক্বারাহ ২/২৫৮)*।

কওমের নেতারাই যেখানে পরাজয়কে মেনে নেয়নি, সেখানে দেশের একচ্ছত্র সম্রাট কেন পরাজয়কে মেনে নিবেন। যথারীতি তিনিও অহংকারে ফেটে পড়লেন এবং ইবরাহীমকে জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নির্দেশ জারি করলেন। সাথে সাথে জনগণকে ধর্মের দোহাই দিয়ে বলা হ'ল, حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ 'তোমরা একে পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৮)*। উল্লেখ্য যে, কুরআন কোথাও নমরূদের নাম উল্লেখ করেনি এবং সে যে নিজেকে 'সর্বোচ্চ উপাস্য' দাবী করেছিল, এমন কথাও স্পষ্টভাবে বলেনি। তবে 'আমিও বাঁচাতে পারি ও মারতে পারি' *(বাক্বারাহ ২/২৫৮)* তার এই কথার মধ্যে তার সর্বোচ্চ অহংকারী হবার এবং ইবরাহীমের 'রব'-এর বিপরীতে নিজেকে এভাবে উপস্থাপন করায় সে নিজেকে 'সর্বোচ্চ রব' হিসাবে ধারণা করেছিল বলে প্রতীয়মান হয়। প্রধানত ইস্রাঈলী বর্ণনাসমূহের উপরে ভিত্তি করেই 'নমরূদ'-এর নাম ও তার রাজত্ব সম্পর্কে জানা যায়। কুরআন কেবল অতটুকুই বলেছে, যতটুকু মানব জাতির হেদায়াতের জন্য প্রয়োজন।

যুক্তিতর্কে হেরে গিয়ে নমরূদ ইবরাহীম (আঃ)-কে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার হুকুম দিল। অতঃপর তার জন্য বিরাটাকারের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। আল্লাহ বলেন, وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ 'তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে মহা ফন্দি আঁটতে চাইল। অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম' *(আম্বিয়া ২১/৭০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ 'আমি তাদেরকে পরাভূত করে দিলাম' *(ছাফফাত ৩৭/৯৮)*।

অতঃপর 'একটা ভিত নির্মাণ করা হ'ল এবং সেখানে বিরাট অগ্নিকুণ্ড তৈরী করা হ'ল। তারপর সেখানে তাকে নিক্ষেপ করা হ'ল' *(ছাফফাত ৩৭/৯৭)*। ছহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের ইবরাহীম (আঃ) বলে ওঠেন, حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক'।[৬৯]

একই প্রার্থনা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) করেছিলেন, ওহোদ যুদ্ধে আহত মুজাহিদগণ যখন শুনতে পান যে, আবু সুফিয়ান মক্কায় ফিরে না গিয়ে পথিমধ্যে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় ফিরে আসছে মদীনায় মুসলিম শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য, তখন 'হামরাউল আসাদে' উপনীত তার পশ্চাদ্ধাবনকারী ৭০ জন আহত ছাহাবীর ক্ষুদ্র দল রাসূলের সাথে সমস্বরে বলে উঠেছিল حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট'। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক' ঘটনাটি কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে'।[৭০] এভাবে পিতা ইবরাহীম ও পুত্র মুহাম্মাদের বিপদমুহূর্তের বক্তব্যে শব্দে শব্দে মিল হয়ে যায়। তবে সার্বিক প্রচেষ্টার সাথেই কেবল উক্ত দো'আ পাঠ করতে হবে। নইলে কেবল দো'আ পড়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকলে চলবে না। যেমন ইবরাহীম (আঃ) সর্বোচ্চ পর্যায়ে দাওয়াত দিয়ে চূড়ান্ত বিপদের সময় এ দো'আ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিরোধী পক্ষের সেনাপতি আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে পশ্চাদ্ধাবনের পরেই উক্ত দো'আ পড়েছিলেন।

বস্তুতঃ এই কঠিন মুহূর্তের পরীক্ষায় জয়লাভ করার পুরস্কার স্বরূপ সাথে সাথে আল্লাহ্র নির্দেশ এল- يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَّسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ 'হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের উপরে শান্তিদায়ক হয়ে যাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৯)*।

---

৬৯. *বুখারী, তাফসীর সূরা আলে-ইমরান হা/৪৫৬৩।*
৭০. *আলে ইমরান ৩/১৭৩; আর-রাহীক্ব পৃঃ ২৮৬।*

Contents

যাই হোক অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইবরাহীম (আঃ) ফিরে আসেন। এভাবে আল্লাহ কাফিরদের সমস্ত কৌশল বরবাদ করে দেন। এরপর শুরু হ'ল জীবনের আরেক অধ্যায়।

হিজরতের পালা:

ইসলামী আন্দোলনে দাওয়াত ও হিজরত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তৎকালীন পৃথিবীর সমৃদ্ধতম নগরী বাবেল শহরে, যা বর্তমানে 'বাগদাদ' নামে পরিচিত।[৭১] তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে এবং মূর্তিপূজারী ও তারকাপূজারী নেতাদের সাথে তর্কযুদ্ধে জয়ী হয়ে অবশেষে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে ইবরাহীমের দাওয়াত ও তার প্রভাব সকলের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। যদিও সমাজপতি ও শাসকদের অত্যাচারের ভয়ে প্রকাশ্যে কেউ ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেয়নি। কিন্তু তাওহীদের দাওয়াত তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তা সাধারণ জনগণের হৃদয়ে আসন গেড়ে নিয়েছিল।

অতএব এবার অন্যত্র দাওয়াতের পালা। ইবরাহীম (আঃ) সত্তরোর্ধ্ব বয়সে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হন। এই দীর্ঘ দিন দাওয়াত দেওয়ার পরেও নিজের স্ত্রী সারাহ ও ভাতিজা লূত্ব ব্যতীত কেউ প্রকাশ্যে ঈমান আনেনি। ফলে পিতা ও সম্প্রদায় কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি আল্লাহ্র হুকুমে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি নিজ সম্প্রদায়কে ডেকে যে বিদায়ী ভাষণ দেন, তার মধ্যে সকল যুগের তাওহীদবাদী গণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় লুকিয়ে রয়েছে।

ইবরাহীমের হিজরত-পূর্ব বিদায়ী ভাষণ:

আল্লাহ্র ভাষায়,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِن دُوْنِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوْا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ-

'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করছি তোমাদের সাথে এবং তাদের সাথে যাদেরকে তোমরা পূজা কর আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিঘোষিত হ'ল যতদিন না তোমরা কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে।

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

'প্রভু হে! আমরা কেবল তোমার উপরেই ভরসা করছি এবং তোমার দিকেই মুখ ফিরাচ্ছি ও তোমার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল' *(মুমতাহানাহ ৬০/৪)*। এরপর তিনি কওমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِيْنِ 'আমি চললাম আমার প্রভুর পানে, সত্বর তিনি আমাকে পথ দেখাবেন' *(ছাফফাত ৩৭/৯৯)*। অতঃপর তিনি চললেন দিশাহীন যাত্রাপথে।

আল্লাহ বলেন, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِيْنَ 'আর আমরা তাকে ও লূত্বকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে, যেখানে বিশ্বের জন্য কল্যাণ রেখেছি' *(আম্বিয়া ২১/৭১)*। এখানে বিবি সারা-র কথা বলা হয়নি নারীর গোপনীয়তা রক্ষার শিষ্টাচারের প্রতি খেয়াল করে। আধুনিক নারীবাদীদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তাঁকে এবং স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লূত্বকে পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গেলেন পার্শ্ববর্তী দেশ শাম বা সিরিয়ার অন্তর্গত বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন'আন নামক স্থানে, যা এখন তাঁর নামানুসারে 'খালীল' (الخليل) নামে পরিচিত হয়েছে। ঐ সময় সেখানে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অস্তিত্ব ছিল না। এখানেই ইবরাহীম (আঃ) বাকী জীবন অতিবাহিত করেন ও এখানেই কবরস্থ হন। এখানে হিজরতের সময় তাঁর বয়স ৮০ থেকে ৮৫-এর মধ্যে ছিল এবং বিবি সারা-র ৭০ থেকে ৭৫-এর মধ্যে। সঙ্গী ভাতিজা লূত্বকে আল্লাহ নবুঅত দান করেন ও তাকে পার্শ্ববর্তী সমৃদ্ধ নগরী সাদূমসহ পাঁচটি নগরীর হেদায়াতের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় ও তিনি সেখানেই বসবাস করেন। ফলে ইবরাহীমের জীবনে নিঃসঙ্গতার এক কষ্টকর অধ্যায় শুরু হয়।

উল্লেখ্য যে, মানবজাতির প্রথম ফসল ডুমুর (তীন) বর্তমান ফিলিস্তীনেই উৎপন্ন হয়েছিল আজ থেকে ১১০০০ বছর আগে। সম্প্রতি সেখানে প্রাপ্ত শুকনো ডুমুর পরীক্ষা করে এতথ্য জানা গেছে।[৭২]

কেন'আনের জীবন:

জন্মভূমি বাবেল শহরে জীবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত করার পর হিজরত ভূমি শামের কেন'আনে তিনি জীবনের বাকী অংশ কাটাতে শুরু করেন। তাঁর জীবনের অন্যান্য পরীক্ষা সমূহ এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। কিছু দিন অতিবাহিত করার

৭১. *কুরতুবী, আন'আম ৭৫-এর টীকা।*

৭২. *ঢাকা, দৈনিক ইনকিলাব তাং ৭/৬/০৬ পৃঃ ১৩।*

Contents

পর এখানে শুরু হয় দুর্ভিক্ষ। মানুষ সব দলে দলে ছুটতে থাকে মিসরের দিকে। মিসর তখন ফেরাউনদের শাসনাধীনে ছিল। উল্লেখ্য যে, মিসরের শাসকদের উপাধি ছিল 'ফেরাউন'। ইবরাহীম ও মূসার সময় মিসর ফেরাউনদের শাসনাধীনে ছিল। মাঝখানে ইউসুফ-এর সময়ে ২০০ বছরের জন্য মিসর হাকসূস (الهكسوس) রাজাদের অধীনস্থ ছিল। যা ছিল ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের প্রায় ২০০০ বছর আগেকার ঘটনা'।[৭৩]

মিসর সফরঃ

দুর্ভিক্ষ তাড়িত কেন'আন হ'তে অন্যান্যদের ন্যায় ইবরাহীম (আঃ) সস্ত্রীক মিসরে রওয়ানা হ'লেন। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাঁর জন্য এখানেই রূযী পাঠাতে পারতেন। কিন্তু না। তিনি মিসরে কষ্টকর সফরে রওয়ানা হ'লেন। সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল এক কঠিন ও মর্মান্তিক পরীক্ষা এবং সাথে সাথে একটি নগদ ও অমূল্য পুরস্কার।

ঐ সময় মিসরের ফেরাউন ছিল একজন নারী লোলুপ মদ্যপ শাসক। তার নিয়োজিত লোকেরা রাস্তার পথিকদের মধ্যে কোন সুন্দরী মহিলা পেলেই তাকে ধরে নিয়ে বাদশাহকে পৌঁছে দিত। যদিও বিবি 'সারা' ঐ সময় ছিলেন বৃদ্ধা মহিলা, তথাপি তিনি ছিলেন সৌন্দর্য্যের রাণী। মিসরীয় সম্রাটের নিয়ম ছিল এই যে, যে মহিলাকে তারা অপহরণ করত, তার সাথী পুরুষ লোকটি যদি স্বামী হ'ত, তাহ'লে তাকে হত্যা করে মহিলাকে নিয়ে যেত। আর যদি ভাই বা পিতা হ'ত, তাহ'লে তাকে ছেড়ে দিত। তারা ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সারাকে তাঁর 'বোন' পরিচয় দিলেন। নিঃসন্দেহে 'সারা' তার ইসলামী বোন ছিলেন। ইবরাহীম তাকে আল্লাহ্র যিম্মায় ছেড়ে দিয়ে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন ও আল্লাহ্র নিকটে স্বীয় স্ত্রীর ইয্যতের হেফাযতের জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করতে থাকলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর ইয্যতের হেফাযত করবেন।

সারাকে যথারীতি ফেরাউনের কাছে আনা হ'ল। অতঃপর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে ছহীহ সনদে ইমাম আহমাদ হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فلما دخلت سارة على الملك قام إليها فأقبلتْ تتوضأ و تصلى وتقول: أللهم إن كنتَ تعلم أني آمنتُ بك وبرسولك وأحصنتُ فرجي إلا على زوجي فلا تُسلِّط عليَّ الكافرَ – رواه البخارى و أحمد باسناد صحيح.

'যখন সারা সম্রাটের নিকটে নীত হ'লেন এবং সম্রাট তার দিকে এগিয়ে এল, তখন তিনি ওযূ করার জন্য গেলেন ও ছালাতে রত হয়ে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! যদি তুমি জেনে থাক যে, আমি তোমার উপরে ও তোমার রাসূলের উপরে ঈমান এনেছি এবং আমি আমার একমাত্র স্বামীর জন্য সতীত্ব বজায় রেখেছি, তাহ'লে তুমি আমার উপরে এই কাফিরকে বিজয়ী করো না'।[৭৪]

সতীসাধ্বী স্ত্রী সারার দো'আ সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে গেল। সম্রাট এগিয়ে আসার উপক্রম করতেই হাত-পা অবশ হয়ে পড়ে গিয়ে গোঙাতে লাগলো। তখন সারাহ প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! লোকটি যদি এভাবে মারা যায়, তাহ'লে লোকেরা ভাববে আমি ওকে হত্যা করেছি'। তখন আল্লাহ সম্রাটকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু শয়তান আবার এগিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে আবার মরার মত পড়ে রইল।

এভাবে সে দুই অথবা তিনবার বেহুঁশ হয়ে পড়লো আর সারা-র দো'আয় বাঁচলো। অবশেষে সে বলল, তোমরা আমার কাছে একটা শয়তানীকে পাঠিয়েছ। যাও একে ইবরাহীমের কাছে ফেরত দিয়ে আসো এবং এর খেদমতের জন্য হাজেরাকে দিয়ে দাও। অতঃপর সারাহ তার খাদেমা হাজেরাকে নিয়ে সসম্মানে স্বামী ইবরাহীমের কাছে ফিরে এলেন' *(ঐ)*। এই সময় ইবরাহীম ছালাতের মধ্যে সারার জন্য প্রার্থনায় রত ছিলেন। সারা ফিরে এলে তিনি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। আল-হামদুলিল্লাহ! যে আল্লাহ তাঁর বান্দা ইবরাহীমকে নমরূদের প্রজ্জ্বলিত হুতাশন থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন, সেই আল্লাহ ইবরাহীমের ঈমানদার স্ত্রীকে ফেরাউনের লালসার আগুন থেকে কেন বাঁচিয়ে আনবেন না? অতএব সর্বাবস্থায় যাবতীয় প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য।

'আবুল আম্বিয়া' (أبو الأنبياء) হিসাবে আল্লাহ পাক যেভাবে ইবরাহীমের পরীক্ষা নিয়েছেন, উম্মুল আম্বিয়া (أم الأنبياء) হিসাবে তিনি তেমনি বিবি সারা-র পরীক্ষা নিলেন এবং উভয়ে পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হ'লেন। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

ধারণা করা চলে যে, ফেরাউন কেবল হাজেরাকেই উপহার স্বরূপ দেয়নি। বরং অন্যান্য রাজকীয় উপঢৌকনাদিও দিয়েছিল। যাতে ইবরাহীমের মিসর গমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায় এবং বিপুল মাল-সামান ও উপঢৌকনাদিসহ তিনি কেন'আনে ফিরে আসেন।

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, বান্দা যখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপরে সোপর্দ করে দেয় এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই সকল কাজ করে, তখন

৭৩. *তারীখুল আম্বিয়া, পৃঃ ১২৪*।

৭৪. *বুখারী হা/২২১৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; আহমাদ সনদ ছহীহ*।

Contents

আল্লাহ তার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে নেন। তার জান-মাল-ইয্যত সবকিছু তিনিই হেফাযত করেন। আলোচ্য ঘটনায় ইবরাহীম ও সারাহ ছিলেন একেবারেই অসহায়। তারা স্রেফ আল্লাহ্‌র উপরেই নির্ভর করেছেন, তাঁর কাছেই কেঁদেছেন, তাঁর কাছেই চেয়েছেন। ফলে আল্লাহ তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, বান্দার দায়িত্ব হ'ল, যেকোন মূল্যে হক-এর উপরে টিকে থাকা ও অন্যকে হক-এর পথে দাওয়াত দেওয়া। ইবরাহীম দারিদ্র্যের তাড়নায় কাফেরের দেশ মিসরে গিয়েছিলেন। কিন্তু নিজেরা যেমন 'হক' থেকে বিচ্যুত হননি, তেমনি অন্যকে দাওয়াত দিতেও পিছপা হননি। ফলে আল্লাহ তাঁকে মর্মান্তিক বিপদের মধ্যে ফেলে মহা পুরস্কারে ভূষিত করলেন।

ইবরাহীমের কথিত তিনটি মিথ্যার ব্যাখ্যা:

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, لم يَكْذِبْ إبراهيمُ عليه الصلاةُ والسلام إلاَّ ثلاثَ كَذَبات، 'ইবরাহীম (আঃ) তিনটি ব্যতীত কোন মিথ্যা বলেননি'। উক্ত তিনটি মিথ্যা ছিল- (১) মেলায় না যাবার অজুহাত হিসাবে তিনি বলেছিলেন إِنِّي سَقِيْمٌ 'আমি অসুস্থ' *(ছাফফাত ৩৭/৮৯)*। (২) মূর্তি ভেঙ্গেছে কে? এরূপ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا 'বরং এই বড় মূর্তিটাই এ কাজ করেছে' *(আম্বিয়া ২১/৬৩)*। (৩) মিসরের লম্পট রাজার হাত থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রী সারা-কে তিনি নিজের বোন হিসাবে পরিচয় দেন।[৭৫]

হাদীছে উক্ত তিনটি বিষয়কে 'মিথ্যা' শব্দে উল্লেখ করা হ'লেও মূলতঃ এগুলির একটাও প্রকৃত অর্থে মিথ্যা ছিল না। বরং এগুলি ছিল আরবী অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় 'তাওরিয়া' বা দ্ব্যর্থ বোধক পরিভাষা। যেখানে শ্রোতা বুঝে এক অর্থ এবং বক্তার নিয়তে থাকে অন্য অর্থ। যেমন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন হযরত আয়েশার কাছে এক বৃদ্ধা খালাকে দেখে বললেন, কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। একথা শুনে খালা কান্না শুরু করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তারা তখন সবাই যুবতী হয়ে যাবে'।[৭৬] হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জওয়াবে আবুবকর (রাঃ) বলেন, هذا الرجلُ يَهْديني الطريقَ 'ইনি আমাকে পথ দেখিয়ে থাকেন'।[৭৭] এতে লোকটি ভাবল, উনি একজন সাধারণ পথপ্রদর্শক ব্যক্তি মাত্র। অথচ আবুবকরের উদ্দেশ্য ছিল তিনি আমাদের নবী অর্থাৎ ধর্মীয় পথপ্রদর্শক। অনুরূপভাবে যুদ্ধকালে রাসূল (ছাঃ) একদিকে বেরিয়ে অন্য দিকে চলে যেতেন। যাতে তাঁর গন্তব্য পথ গোপন থাকে। এগুলি হ'ল উক্তিগত ও কর্মগত তাওরিয়ার উদাহরণ।

উল্লেখ্য যে, এই তাওরিয়া ও শী'আদের তাক্বিয়াহ্‌র মধ্যে পার্থক্য এই যে, সেখানে পরিষ্কারভাবে পুরাটাই মিথ্যা বলা হয় ও সেভাবেই কাজ করা হয়। কিন্তু তাওরিয়ায় বক্তা যে অর্থে উক্ত কথা বলেন তা সম্পূর্ণ সত্য হয়ে থাকে। যেমন-

(১) ইবরাহীম নিজেকে سقيم (অসুস্থ) বলেছিলেন, কিন্তু مريض (পীড়িত) বলেননি। নিজ সম্প্রদায়ের শিরকী কর্মকাণ্ডে এমনিতেই তিনি ত্যক্ত-বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ ছিলেন। তদুপরি শিরকী মেলায় যাওয়ার আবেদন পেয়ে তাঁর পক্ষে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক ছিল। এরপরেও তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকতেও পারেন। (২) সব মূর্তি ভেঙ্গে তিনি বড় মূর্তিটার গলায় বা হাতে কুড়াল ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। যাতে প্রমাণিত হয় যে, সেই-ই একাজ করেছে। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কওমের মূর্খতাকে হাতে নাতে ধরিয়ে দেওয়া এবং তাদের মূর্তিপূজার অসারতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। তাই মূর্তি ভাঙ্গার কাজটি তিনি বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেন রূপকভাবে। তাছাড়া ঐ বড় মূর্তিটির প্রতিই লোকেদের ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল সর্বাধিক। এর কারণেই মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছিল বেশী। ফলে সেই-ই মূলতঃ ইবরাহীমকে মূর্তি ভাঙ্গায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। অতএব একদিক দিয়ে সেই-ই ছিল মূল দায়ী।

(৩) সারা-কে বোন বলা! নিঃসন্দেহে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে দ্বীনী ভাই-বোন। স্ত্রীর ইযযত ও নিজের জীবন রক্ষার্থে এটুকু বলা মোটেই মিথ্যার মধ্যে পড়ে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, তবুও হাদীছে একে 'মিথ্যা' বলে অভিহিত করা হ'ল কেন? এর জবাব এই যে, নবী-রাসূলগণের সামান্যতম ত্রুটিকেও আল্লাহ বড় করে দেখেন তাদেরকে সাবধান করার জন্য। যেমন ভুলক্রমে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াকে আল্লাহ আদমের 'অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতা' (عصى وغوى)[৭৮] বলে অভিহিত করেছেন। অথচ ভুলক্রমে কৃত অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। উল্লেখ্য যে, মাওলানা মওদূদীর ন্যায় কোন কোন মুফাসসির এখানে হাদীছের রাবী আবু হুরায়রাকেই উক্ত বর্ণনার জন্য দায়ী করেছেন, যা নিতান্ত অন্যায়।

কেন'আনে প্রত্যাবর্তন:

ইবরাহীম (আঃ) যথারীতি মিসর থেকে কেন'আনে ফিরে এলেন। বন্ধ্যা স্ত্রী সারা তার খাদেমা হাজেরাকে প্রাণপ্রিয়

৭৫. *ছহীহ বুখারী হা/৩৩৫৮ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়।*
৭৬. *শামায়েলে তিরমিযী; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৮৭।*
৭৭. *বুখারী ১/৫৫৬ পৃঃ।*
৭৮. *ত্বোয়াহা ২০/১২১।*

স্বামী ইবরাহীমকে উৎসর্গ করলেন। ইবরাহীম তাকে স্ত্রীত্বে বরণ করে নিলেন। পরে দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন তার প্রথম সন্তান ইসমাঈল (আঃ)। এই সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল অন্যূন ৮৬ বছর। নিঃসন্তান পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। শুষ্ক মরুতে যেন প্রাণের জোয়ার এলো।

ইবরাহীমী জীবনের পরীক্ষা সমূহ:

ইবরাহীমী জীবন মানেই পরীক্ষার জীবন। নবী হবার পর থেকে আমৃত্যু তিনি পরীক্ষা দিয়েই জীবনপাত করেছেন। এভাবে পরীক্ষার পর পরীক্ষা নিয়ে তাঁকে পূর্ণত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। অবশেষে তাঁকে 'বিশ্বনেতা' ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ–

'যখন ইবরাহীমকে তার পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তাতে উত্তীর্ণ হ'লেন, তখন আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও। তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার যালেমদের পর্যন্ত পৌঁছবে না' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*। বস্তুতঃ আল্লাহ ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই বিশ্ব নেতৃত্ব সীমিত রেখেছেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ– ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীম-এর বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে নির্বাচিত করেছেন'। 'যারা ছিল পরস্পরের বংশজাত। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আলে ইমরান ৩/৩৩, ৩৪)*।

বস্তুতঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর পরবর্তী সকল নবী তাঁর বংশধর ছিলেন। আলে ইমরান বলতে ইমরান পুত্র মূসা ও হারূণ ও তাঁদের বংশধর দাঊদ, সুলায়মান, ঈসা প্রমুখ নবীগণকে বুঝানো হয়েছে। যাঁরা সবাই ছিলেন ইবরাহীমের পুত্র ইসহাকের বংশধর। অপরপক্ষে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন ইবরাহীমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলের বংশধর। সে হিসাবে আল্লাহ ঘোষিত ইবরাহীমের বিশ্বনেতৃত্ব যেমন বহাল রয়েছে, তেমনি নবীদের প্রতি অবাধ্যতা, বংশীয় অহংকার এবং যিদ ও হঠকারিতার জন্য যালেম ইহুদী-নাছারাগণ আল্লাহ্‌র অভিশাপ কুড়িয়েছে। বিশ্বের সর্বত্র তারা ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছে।

এক্ষণে 'নবীদের পিতা' ও মিল্লাতে ইসলামিয়াহ্‌র নেতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, আমরা সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করব।

ইবরাহীম (আঃ)-এর পরীক্ষা সমূহ ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। (এক) বাবেল জীবনের পরীক্ষা সমূহ এবং (দুই) কেন'আন জীবনের পরীক্ষা সমূহ। শেষনবী (ছাঃ)-এর জীবনের সঙ্গে পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবনের সুন্দর একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মুহাম্মাদী জীবনের প্রথমাংশ কেটেছে মক্কায় ও শেষাংশ কেটেছে মদীনায় এবং সেখানেই তিনি পূর্ণতা লাভ করেন ও মৃত্যুবরণ করেন। ইবরাহীমী জীবনের প্রথমাংশ কেটেছে বাবেল নগরীতে এবং শেষাংশ কেটেছে কেন'আনে। সেখানেই তিনি পূর্ণতা পেয়েছেন ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

বাবেল জীবনের পরীক্ষা সমূহ:

ইবরাহীম (আঃ)-এর বাবেল জীবনের পরীক্ষা সমূহের মধ্যে (১) মূর্তিপূজারী নেতাদের সাথে তর্কযুদ্ধের পরীক্ষা (২) পিতার পক্ষ থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রাপ্তির পরীক্ষা (৩) স্ত্রী ও ভাতিজা ব্যতীত কেউ তাঁর দাওয়াত কবুল না করা সত্ত্বেও তীব্র সামাজিক বিরোধিতার মুখে একাকী দাওয়াত চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অটল থাকার মাধ্যমে আদর্শ নিষ্ঠার কঠিন পরীক্ষা (৪) তারকাপূজারীদের সাথে যুক্তিগর্ভ তর্কযুদ্ধের পরীক্ষা (৫) কেন্দ্রীয় দেবমন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভাঙ্গার মত দুঃসাহসিক পরীক্ষা (৬) অবশেষে রাজদরবারে পৌঁছে সরাসরি সম্রাটের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পরীক্ষা এবং বিনিময়ে (৭) জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার মর্মান্তিক শাস্তি হাসিমুখে বরণ করে নেবার অতুলনীয় অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া। এছাড়াও সমাজ সংস্কারক হিসাবে জীবনের প্রতি পদে পদে যে অসংখ্য পরীক্ষার সম্মুখীন তাঁকে হর-হামেশা হ'তে হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

উপরে বর্ণিত পরীক্ষাগুলির সবটিতেই ইবরাহীম (আঃ) জয়লাভ করেছিলেন এবং সেগুলির আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করে এসেছি। এক্ষণে আমরা তাঁর কেন'আনী জীবনের প্রধান পরীক্ষাসমূহ বিবৃত করব ইনশাআল্লাহ।

কেন'আনী জীবনের পরীক্ষা সমূহ:

(১) কেন'আনী জীবনে তাঁর প্রথম পরীক্ষা হ'ল কঠিন দুর্ভিক্ষে তাড়িত হয়ে জীবিকার অন্বেষনে মিসরে হিজরত করা। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

(২) মিসরে গিয়ে সেখানকার লম্পট সম্রাট ফেরাউনের কুদৃষ্টিতে পড়ে স্ত্রী সারাকে অপহরণের মর্মান্তিক পরীক্ষা। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) মিসর থেকে ফিরে কেন'আনে আসার বৎসরাধিকাল পরে প্রথম সন্তান ইসমাঈলের জন্ম লাভ। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই শিশু সন্তান ও তার মা হাজেরাকে মক্কার বিজন পাহাড়ী উপত্যকায় নিঃসঙ্গভাবে রেখে আসার এলাহী নির্দেশ লাভ। বস্তুতঃ এটা ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক পরীক্ষা। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ:

হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শিশু পুত্র ইসমাঈল ও তার মাকে মক্কায় নির্বাসনে রেখে আসার নির্দেশ পান, তখনই তার অন্তরে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, নিশ্চয়ই এ নির্দেশের মধ্যে আল্লাহ্র কোন মহতী পরিকল্পনা লুক্কায়িত আছে এবং নিশ্চয়ই তিনি ইসমাঈল ও তার মাকে ধ্বংস করবেন না।

অতঃপর এক থলে খেজুর ও এক মশক পানি সহ তাদের বিজনভূমিতে রেখে যখন ইবরাহীম (আঃ) একাকী ফিরে আসতে থাকেন, তখন বেদনা-বিস্মিত স্ত্রী হাজেরা ব্যাকুলভাবে তার পিছে পিছে দৌড়াতে লাগলেন। আর স্বামীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতে থাকেন। কিন্তু বুকে বেদনার পাষাণ বাঁধা ইবরাহীমের মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। তখন হাজেরা বললেন, আপনি কি আল্লাহ্র হুকুমে আমাদেরকে এভাবে ফেলে যাচ্ছেন? ইবরাহীম ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। তখন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অটল বিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে হাজেরা বলে উঠলেন, إِذَنْ لاَيُضَيِّعُنَا اللهُ 'তাহ'লে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না'। ফিরে এলেন তিনি সন্তানের কাছে। দু'একদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে পানি ও খেজুর। কি হবে উপায়? খাদ্য ও পানি বিহনে বুকের দুধ শুকিয়ে গেলে কচি বাচ্চা কি খেয়ে বাঁচবে। পাগল হয়ে তিনি মানুষের সন্ধানে দৌড়াতে থাকেন ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের এ মাথা আর ওমাথায়। এভাবে সপ্তমবারে তিনি দূর থেকে দেখেন যে, বাচ্চার পায়ের কাছ থেকে মাটির বুক চিরে বেরিয়ে আসছে ঝর্ণার ফল্গুধারা। ছুটে এসে বাচ্চাকে কোলে নিলেন অসীম মমতায়। স্নিগ্ধ পানি পান করে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন। হঠাৎ অদূরে একটি আওয়ায শুনে তিনি চমকে উঠলেন। উনি জিবরীল। বলে উঠলেন, لا تخافوا الضَّيعةَ، إنَّ هذا بيتُ اللهِ يَبْنِى هذا الغلامُ و أبوه وإن الله لاَيُضيعُ أهلَه– 'আপনারা ভয় পাবেন না। এখানেই আল্লাহ্র ঘর। এই সন্তান ও তার পিতা এ ঘর সত্ত্বর পুণর্নির্মান করবেন। আল্লাহ তাঁর ঘরের বাসিন্দাদের ধ্বংস করবেন না'। বলেই শব্দ মিলিয়ে গেল'। অতঃপর শুরু হ'ল ইসমাঈলী জীবনের নব অধ্যায়। পানি দেখে পাখি আসলো। পাখি ওড়া দেখে ব্যবসায়ী কাফেলা আসলো। তারা এসে পানির মালিক হিসাবে হাজেরার নিকটে অনুমতি চাইলে তিনি এই শর্তে মনযুর করলেন যে, আপনাদের এখানে বসতি স্থাপন করতে হবে। বিনা পয়সায় এই প্রস্তাব তারা সাগ্রহে কবুল করল। এরাই হ'ল ইয়ামন থেকে আগত বনু জুরহুম গোত্র। বড় হয়ে ইসমাঈল এই গোত্রে বিয়ে করেন। এঁরাই কা'বা গৃহের খাদেম হন এবং এদের শাখা গোত্র কুরায়েশ বংশে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে। ওদিকে ইবরাহীম (আঃ) যখন স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে যান তখন হাজেরার দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেন এই বলে,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ–

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমি আমার পরিবারের কিছু সদস্যকে তোমার মর্যাদাময় গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে যাচ্ছি। প্রভুহে! যাতে তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু লোকের অন্তরকে তুমি এদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর। সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে'।[৭৯]

[চলবে]

৭৯. *ইবরাহীম ১৪/৩৭; বুখারী ইবনু আব্বাস হ'তে দীর্ঘ হাদীছের সারসংক্ষেপ; 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায় হা/৩৩৬৪।*

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণের গুরুত্ব

*মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে ছাহাবীগণের আপোষহীন সিদ্ধান্ত ঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لاَ تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا-

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করতে দেখে (পাথরগুলো সাইজে এরূপ যে, দু'আংগুলের মাঝে রাখা যায়) বললেন, তুমি পাথর নিক্ষেপ করো না, কারণ রাসূল (ছাঃ) পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন অথবা এভাবে তিনি পাথর নিক্ষেপ করাকে অপসন্দ করতেন। অতঃপর বলেন, কারণ এর দ্বারা কোন শিকারযোগ্য পশুকে শিকার করা যায় না এবং এর দ্বারা শত্রুকে হত্যা করাও যায় না। তবে তা কখনো কখনো দাঁত ভেঙ্গে ফেলে এবং চোখ ফুটো করে দেয়। এর পরেও তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপ করতে দেখে বললেন, আমি তোমাকে হাদীছ শুনাচ্ছি যে, রাসূল (ছাঃ) এভাবে পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন অথবা এভাবে পাথর নিক্ষেপ করাকে অপসন্দ করতেন তা সত্ত্বেও তুমি পাথর নিক্ষেপ করছ? তোমার সাথে আমি কথা বলব না ...।[1] মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে এসেছে সে লোকটি আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল (রাঃ)-এর নিকটাত্মীয় ছিল এবং তিনি বলেছিলেন, আমি তোমার সাথে আর কখনও কথা বলব না।

রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরেও সে সুন্নাতের অনুসরণ না করার কারণে ছাহাবী তাকে বললেন, তোমার সাথে আমি আর কখনও কথা বলব না। এরূপই ছিল তাদের রাসূলপ্রীতি এবং আনুগত্যের নমুনা। কিন্তু বর্তমান যুগে রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাহ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরেও অনেকে সুন্নাতকে অবজ্ঞা করে অন্যের আনুগত্য করতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করছে না *(নিসা ৬৫)*। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, কোন প্রকার সঙ্কোচবোধ ছাড়াই তাঁর ফায়ছালা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হ'লে আমরা ঈমানদার হ'তে পারব না। প্রশ্ন হচ্ছে- যারা এরূপ করছেন তাদের আমলগুলো কাকে খুশি করার জন্য করছেন? অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَلَدِهِ وَوَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

'তোমাদের কেউ ততক্ষ ঈমানদার হ'তে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততিসহ সকল মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় না হব'।[2]

অতএব ঈমানদার হওয়ার অন্যতম শর্তই হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা। যিনি যত বেশী তাঁর আনুগত্য করতে সক্ষম হবেন তিনি ততই তাকে ভালবাসতে সক্ষম হবেন।

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ-

(২) ইবনু শিহাব হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে সালেম ইবনু আব্দিল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মহিলারা যখন তোমাদের নিকট মসজিদে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবে তখন তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করো না'। এ সময় আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর এক ছেলে বিলাল বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করব। (বর্ণনাকারী) বলেন, এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তার দিকে ফিরে তাকে এমনভাবে খারাপ ভাষায় গালি দিলেন যে, তাকে এরূপ মন্দ গালি দিতে কখনও শুনিনি এবং বললেন, আমি তোমাকে রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছের সংবাদ দিচ্ছি আর তুমি বলছ, আল্লাহ্‌র কসম আমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করব?[3]

এ ঘটনা থেকে আরো স্পষ্ট হয় যে, ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বিরোধী কর্মকাণ্ড বা মনোভাবকে কখনও কোনভাবেই মেনে নিতে পারতেন না এবং কোন প্রকার

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব; এমএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; দাঈ, সৌদী ধর্ম মন্ত্রণালয়, দক্ষিণ কোরিয়া।*

১. বুখারী হা/৫৪৭৯; মুসলিম হা/১৯৫৪।

২. বুখারী হা/১৫; মুসলিম।

৩. মুসলিম হা/৪৪২।

ছাড় দিতেন না বরং তারা এ ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন। অতএব ছহীহ হাদীছ সম্পর্কে জানার পরে তার উপর আমল করার ক্ষেত্রে আমরা যেন কোন প্রকার সঙ্কোচে না পড়ি এবং আমরা যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে না ভুগি, এটিই হবে প্রকৃত ঈমানের দাবী।

(৩) হজ্জে তামাত্তু' সম্পর্কে মতবিরোধ সৃষ্টি হ'লে কেউ কেউ ওমর (রাঃ) ও আবূবকর (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দেন। ফলে ইবনু আব্বাস (রাঃ) কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করেন। নিম্নে ঘটনাটি উল্লেখ করা হ'ল,

عبد الله بن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسنة رسول الله وأمره لأصحابه بها فيقولون له إن أبا بكر وعمر أفردا الحج ولم يتمتعا فلما أكثروا عليه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তামাত্তু' হজ্জের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত দ্বারা দলীল গ্রহণ করে তামাত্তু' হজ্জ করার জন্য সাথীদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন। তারা তাকে বলল, আবূবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) তামাত্তু' হজ্জ না করে ইফরাদ হজ্জ করেছেন। অতঃপর তারা যখন বিষয়টি নিয়ে তার সামনে বাড়াবাড়ি শুরু করল, তখন তিনি তাদের প্রতিবাদ করে বললেন, অচিরেই তোমাদের উপরে আসমান হ'তে পাথর বর্ষিত হবে। আমি বলছি, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আর তোমরা বলছ, আবূবকর ও ওমর (রাঃ) বলেছেন।[৪]

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هِيَ حَلاَلٌ فَقَالَ الشَّامِيُّ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُوْلِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرَ رَسُوْلِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

সালেম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু শিহাবকে হাদীছ বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, তিনি শাম দেশীয় এক ব্যক্তি কর্তৃক আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে হজ্জে তামাত্তু' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) (উত্তরে) বললেন, এটি জায়েয। এ সময় শামী ব্যক্তি বলল, আপনার পিতা তামাত্তু' করতে নিষেধ করেছেন। তখন তিনি বললেন, আমার পিতা যদি তা করতে নিষেধ করে থাকেন আর রাসূল (ছাঃ) যদি তা করে থাকেন তাহ'লে আমরা কি আমার পিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব, নাকি রাসূল (ছাঃ)-এর সিদ্ধান্তের অনুসরণ করব? এ ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত কি? এ সময় সে ব্যক্তি বলল, বরং আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সিদ্ধান্তের অনুসরণ করব। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, রাসূল (ছাঃ) তা করেছেন'।[৫]

দু'জন সর্বশ্রেষ্ঠ ছাহাবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ খালীফার সিদ্ধান্ত হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক হ'লে এবং তার দ্বারা অন্যরা দলীল গ্রহণ করতে উদ্যত হ'লে অপর দু'জন অন্যতম ছাহাবী এর বিরোধিতা করেন। যার একজন ইবনু আব্বাস (রাঃ), যার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেছেন। আর অপরজন হচ্ছেন ওমর (রাঃ)-এর নিজ সন্তান আব্দুল্লাহ (রাঃ)। পুত্র হওয়া সত্ত্বেও পিতার মতের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এর কারণ একটিই আর সেটি হচ্ছে ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী মত। এর দ্বারা একটি বিষয় খুবই স্পষ্ট হচ্ছে যে, নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক কারো কথা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না। আর যেখানে দু'জন সর্বশ্রেষ্ঠ ছাহাবীর মত গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না সেখানে আর কার মত বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'তে পারে?

(৫) ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হ'তেন এবং সর্বপ্রথম ছালাত আরম্ভ করতেন। অতঃপর (লোকদের দিকে) মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতেন, এ সময় লোকেরা তাদের কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন, তাদেরকে নাছীহত করতেন এবং তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করতেন। কোথাও কোন সৈন্য দল প্রেরণ করার ইচ্ছা করলে প্রেরণ করতেন অথবা কোন কিছু নির্দেশ দেওয়ার ইচ্ছা করলে নির্দেশ প্রদান করতেন। অতঃপর তিনি (গৃহে) ফিরে আসতেন।

আবূ সা'ঈদ (রাঃ) বলেন, লোকেরা এই আমলের উপরেই ছিল। অতঃপর যখন মদীনার আমীর মারওয়ানের সাথে ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরে বেরিয়ে ঈদগাহে আসলাম তখন একটি মিম্বর দেখলাম যেটি বানিয়ে ছিলেন কাছীর ইবনুছ ছালত। মারওয়ান যখন ছালাত আদায়ের পূর্বেই মিম্বারে উঠার ইচ্ছা করল তখন আমি তার কাপড়

৪. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, আস-সাওয়াইকুল মুরসালাহ ৩/১০৬৩; ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২০/২১৫; ফাতহুল মাজীদ ১/৩৭২; তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, ১/৪৮২; যাদুল মা'আদ, ২/১৭৬; ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন, ২/২৩৮।

৫. ছহীহ তিরমিযী হা/৮২৩; মুসনাদু আবী ইয়া'লা, ৯/৪১৫, হা/৫৫৬৩; আস-সাওয়াইকুল মুরসালাহ ৩/১০৬৩।

শক্ত করে টেনে ধরলাম, সেও আমাকে ঝাঁকি দিয়ে টেনে ধরল। সে মিম্বারে উঠে গেল। অতঃপর ঈদের ছালাত আদায়ের পূর্বেই খুৎবা দিল। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম তুমি (সুন্নাতকে) পরিবর্তন করে ফেললে। সে বলল, হে আবূ সাঈদ! আপনি যা জানেন তা অতীত হয়ে গেছে। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, আমি যা জানি তা বেশী উত্তম যা জানি না তার চেয়ে। এরপর সে বলল, লোকেরা আমাদের খুৎবাহ শোনার জন্য ছালাতের পরে বসে না এ কারণে খুৎবাকে ছালাতের পূর্বে করে দিলাম।[৬]

এ হাদীছ প্রমাণ করছে যে, ছাহাবীগণ সুন্নাতের উপরে আমল অব্যাহত রাখার ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। আর এ কারণেই তিনি মারওয়ানের কাপড় টেনে ধরেন যাতে তিনি আগে খুৎবা না দিয়ে ছালাত আদায় করেন। এছাড়া আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ঈদের খুৎবার জন্য মিম্বার ব্যবহার করা হ'ত না। আর যে কারণে ছালাতের পূর্বে খুৎবা চালু করা হয়েছিল। এটা নবী (ছাঃ)-এর হাদীছ বিরোধীও বটে। কারণ এক হাদীছে এসেছে তিনি ছালাত শেষ করে বলেন, 'খুৎবা শোনার জন্য যে বসতে চায় সে যেন বসে আর যে যেতে চায় সে যেতে পারে'।[৭] অথচ খুৎবা শুনতে বাধ্য করার জন্য মারওয়ান ছালাতের পূর্বে খুৎবা চালু করে দিলেন।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন,

... لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأى سفيان والله تعالى يقول : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعلـــه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شئ من الزيغ فيهلك.

'আমি সেই সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আশ্চার্যান্বিত হই, যারা হাদীছের সনদ সম্পর্কে এবং তার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে অবগত হওয়ার পরেও সুফিয়ান ছাওরীর মতের দিকে ধাবিত হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেন, 'যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের এ ব্যাপারে ভয় করা উচিত, তাদের উপর কোন বিপর্যয় (ফেতনা) এসে পড়বে কিংবা (পরকালে) কোন কঠিন আযাব এসে তাদের গ্রাস করবে' *(নূর ৬৩)*। তুমি কি জান আয়াতে উল্লেখিত 'ফিতনা' দ্বারা কী বুঝান হয়েছে? 'ফিতনা' দ্বারা শির্ককে বুঝানো হয়েছে। সম্ভবত রাসূল (ছাঃ)-এর কোন বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তার অন্তরে এমন বক্রতার অনুপ্রবেশ ঘটবে যা তাকে ধ্বংস করে দিবে'।

আল্লাহ তা'আলা সূরা হুজুরাতে নবী (ছাঃ)-এর আওয়াজের উপরে আওয়াজ উঁচু করতে নিষেধ করে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْـــبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُوْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! কখনও নিজেদের আওয়াজ নবীর আওয়াজের ওপর উঁচু কর না এবং নিজেরা যেভাবে একে অপরের সাথে উঁচু গলায় কথা বল, নবীর সামনে কখনো সে ধরনের উঁচু আওয়াজে কথা বল না, কেননা এর ফলে তোমাদের সব কাজকর্ম বরবাদ হয়ে যাবে অথচ তোমরা তা জানতেও পারবে না' *(হুজুরাত ২)*।

বর্তমানে নবী (ছাঃ) নেই, কিন্তু তাঁর হাদীছ রয়েছে। অতএব যখন তাঁর উত্তরসূরী আলেমগণ তাঁর হাদীছ বর্ণনা করবেন তখন চিৎকার করা যাবে না এবং উঁচু আওয়াজে কথা বলাও যাবে না। কারণ এতে আমল বাতিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, কম হোক আর বেশী হোক আমাদের প্রতিটি সমাজে বহু পূর্ব হ'তেই বানোয়াট ও দুর্বল হাদীছের বহু প্রচার ও প্রসার ঘটেছে এবং সেগুলোর উপর আমলও হয়ে আসছে। আর এসব আমাদের মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করতে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে আসছে। অনুরূপ ছহীহ সুন্নাহ্‌গুলোকে মেনে নিয়ে সঠিকভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তা একটি বড় বাধাও বটে।

যে হাদীছ জাল করেছে আর যে তার উপরে আমল করছে তাদের উভয়ের পরিণতি যে অত্যন্ত ভয়াবহ সে সম্পর্কে নবী (ছাঃ) কঠোরভাবে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। যেমন-

(১) নবী (ছাঃ) তাঁর উপর মিথ্যারোপকারীর পরিণতি সম্পর্কে বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করবে সে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল'।[৮]

(২) তিনি আরো বলেন, 'আমার উপর মিথ্যারোপ করা তোমাদের পরস্পরের মাঝে মিথ্যারোপের মত নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল'।[৯]

(৩) তিনি আরো বলেন, 'তোমরা তোমাদেরকে আমার উদ্ধৃতিতে বেশী হাদীছ বর্ণনা করা থেকে বাঁচিয়ে রাখ, যে আমার উদ্ধৃতিতে কিছু বলতে চায় সে যেন সঠিক বা সত্য ব্যতীত অন্য কিছু না বলে। কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর (নামে) এমন কথা বলল যা আমি বলিনি, সে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল'।[১০]

---

৬. বুখারী হা/৯৫৬; মুসলিম হা/৮৮৯।
৭. ইবনু মাজাহ হা/১২৯০; নাসাঈ হা/১৫৭১; আবূ দাঊদ হা/১১৫৫, হাদীছ ছহীহ।
৮. বুখারী হা/১০৭, ১১০; মুসলিম হা/৩।
৯. বুখারী হা/১২৯১; মুসলিম হা/৪।
১০. ইবনু হিব্বান, সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/১৭৫৩; তালখীছু ছিফাতিছ ছালাত, ভূমিকা দ্রঃ।

Contents

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে তাই প্রচার করবে'।[১১]

অতএব যে কোন হাদীছ শুনলে সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন না করা পর্যন্ত সে হাদীছের উপর আমল করা কোন ব্যক্তির জন্য উচিত হবে না। হাদীছ ছহীহ কি-না প্রমাণসহ তা আগে জানতে হবে অথবা যিনি প্রমাণ দিতে সক্ষম হবেন শুধুমাত্র তার নিকট থেকেই হাদীছ গ্রহণ করতে হবে। আর এভাবেই বানোয়াট ও দুর্বল হাদীছ নির্ভর আমল বা ইবাদত থেকে আমাদেরকে মুক্ত হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করলেই আল্লাহ্র আনুগত্য করা হয়। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ.

'যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্রও আনুগত্য করল, আর যে আমার নাফরমানী করল সে আল্লাহ্রও নাফরমানী করল'।[১২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ব্যক্তি ব্যতীত আমার উম্মতের প্রত্যেকেই জান্নাতে যাবে। কেউ জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্র রাসূল! অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী কে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার নাফরমানী করল সে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল'।[১৩]

অতএব আখেরাতে জান্নাত লাভ করতে আর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে চাইলে সকল প্রকার সঙ্কোচবোধ ত্যাগ করে নিঃশর্তভাবে ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করতেই হবে। রাসূল (ছাঃ)-কে সবার চেয়ে বেশী ভালবাসতে হবে। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভালবাসার মত শারী'আত বিরোধী মন-মানসিকতা পরিহার করতে হবে। তাহ'লেই আমরা আখেরাতে কৃতকার্য হ'তে পারব ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ভেজালে ভরা শতধাবিভক্ত মুসলিম সমাজের মাঝে নির্ভেজালভাবে তাঁর ও তাঁর রাসূলের সত্যিকারের অনুসরণ করার মাধ্যমে নিজেদের সার্বিক আমল ও ইবাদতকে সংশোধন করে সে মাফিক চলার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে ছিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলার তাওফীক্ব দান করুন।- আমীন!!

উল্লেখ্য, ইদানিং কেউ কেউ বলছেন যে, যে যেভাবেই ইসলামকে ধরে থাক বা যে যেরূপই আমল করুক সবার একই উদ্দেশ্য জান্নাত লাভ করা। তাহ'লে উদ্দেশ্য যখন এক তখন বিভিন্নরূপী আমল কোন সমস্যা নয়। এরূপ কথা বলার কারণ হচ্ছে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সঠিক জ্ঞানের প্রচণ্ড অভাব। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল জানিয়ে দিয়েছেন যে, সহজ সরল সোজা পথ মাত্র একটিই, অন্য পথগুলো হক্বপন্থীদের পথ নয় বরং সেগুলো শয়তানের পথ।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একটি লম্বা দাগ টানলেন এবং বললেন, এটি আল্লাহ্র পথ (ছিরাতুল মুস্তাকীম), অতঃপর সেই দীর্ঘ দাগের [সাথে মিলিয়ে] ডানে এবং বামে অনেকগুলো দাগ টানলেন এবং বললেন, এগুলো বহুপথ, এ পথগুলোর প্রতিটিতে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে আর ভ্রষ্ট পথের দিকে আহবান করছে। অতঃপর পাঠ করলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

'এটা হচ্ছে আমার সহজ সরল পথ, অতএব একমাত্র এ পথেরই তোমরা অনুসরণ কর, কখনো এটা ভিন্ন বহুপথ অবলম্বন কর না। কেননা (ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে) তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ পথে চলার আদেশ দিচ্ছেন [এ পথে চললে] আশা করা যায় তোমরা [আল্লাহকে] ভয় করবে' *(আন'আম ১৫৩)*।[১৪]

এ আয়াতের মধ্যে উল্লিখিত ভিন্ন পথগুলোর ব্যাখ্যায় ইবনু আতিয়া বলেন, ইহুদী, খ্রীষ্টান, অগ্নিপূজক, বিদ'আতী ও পথভ্রষ্ট ইত্যাদি সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীকে আয়াতটি সম্পৃক্ত করেছে। বিশিষ্ট তাবেঈ মুজাহিদ বলেন, বিভিন্ন পথ দ্বারা বিদ'আতগুলোকে বুঝানো হয়েছে।[১৫]

ইত্তেবায়ে সুন্নাত-এর গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নে আরো কয়েকটি আয়াত ও হাদীছ উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً.

'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর আমি তোমাকে প্রহরী বানিয়ে পাঠাইনি' *(নিসা ৮০)*।

অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করলে যেমন আল্লাহ্র আনুগত্য করা হয় তেমনিভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য না করলে আল্লাহ্র নাফরমানী করা হয় এবং আল্লাহ্র

১১. মুসলিম হা/৫; আবূদাঊদ হা/৪৯৯২।
১২. বুখারী ও মুসলিম।
১৩. বুখারী হা/৭২৮০; আহমাদ হা/৮৫১১।
১৪. মুসনাদ আহমাদ; নাসাঈ।
১৫. তাফসীরে কুরতুবী; ফাৎহুল কাদীর।

নির্দেশকেও অমান্য করা হয়। বিধায় আমাদের কোন আমল ছহীহ হাদীছ বিরোধী হচ্ছে কিনা আবার কোন আমল বানোয়াট বা দুর্বল হাদীছ নির্ভরশীল হচ্ছে কিনা তা যাচাই বাছাই করা উচিত এবং এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে সজাগ ও সচেতন হওয়াও উচিত। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ-

'(হে নবী!), আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহ'লে আমার আনুগত্য করো, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩১)*।

এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করলেই আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়া যাবে এবং তাঁর আনুগত্য করলেই আল্লাহ্‌ আমাদের গুনাহগুলোও ক্ষমা করে দিবেন। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্যের দিকেই ধাবিত হ'তে হবে এবং তাঁর আনুগত্য করাকেই গুরুত্ব দিতে হবে, অন্যথা আমাদের পক্ষে জান্নাত লাভ করা সম্ভব নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا.

'যে ব্যক্তি আমার কোন সুন্নাতকে চালু করবে (জীবিত করবে), অতঃপর লোকেরা তার উপরে আমল করবে- তার জন্য কোন ব্যক্তি আমল করে যে ছওয়াব লাভ করবে সেই পরিমাণ ছওয়াব সুন্নাত চালুকারীও পাবে, অথচ যারা সে সুন্নাতের উপর আমল করবে তাদের ছওয়াবে কোনই ঘাটতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন বিদ'আত চালু করবে অতঃপর তার উপর আমল করা হবে, এর ফলে বিদ'আত চালুকারী ব্যক্তির সেই পরিমাণ গুনাহ হবে যে পরিমাণ গুনাহ আমলকারীর হবে, অথচ আমলকারীর গুনাহে কোনই ঘাটতি করা হবে না'।[১৬]

কারো জন্য এরূপ ভালবাসা পোষণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে যেরূপ ভালবাসা পোষণ করতে নবী (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তোমরা আমাকে এরূপ ভালবেসো না যেরূপ সীমাহীন ভালবাসা পোষণ করেছিল খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ)-কে, বরং আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, কাজেই তোমরা বল, আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[১৭] অতএব কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে ভালবাসা যাবে না যা তাকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থাপন করার পর্যায়ে নিয়ে যায়। ভালবাসারও সীমা রয়েছে, সীমাহীন ভালবাসাকে এ হাদীসে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আর সীমাহীন ভালবাসার মধ্যেই রয়েছে শিরকের গন্ধ। প্রকৃতপক্ষে রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে তাঁর ছহীহ সুন্নাহকে অনুসরণ করার মাধ্যমে।

উল্লেখ্য, ছহীহ সুন্নাহ থেকে সরে গিয়ে বিদ'আতের সাথে জড়িয়ে পড়তে একটি বাক্য বিশেষ ভূমিকা রাখছে, সেটি হচ্ছে 'আমলটি তো ভাল বা হাসানাহ'। কিন্তু ইসলামের মধ্যে এমন কোন ভাল আমল আছে কি, যার কথা রাসূল (ছাঃ) বলে যাননি?

রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীতেই আমরা এর উত্তর শুনি,

ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه.

'আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছুর নির্দেশ দিতে ছাড়িনি যা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করবে। আর আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছু থেকে নিষেধ করতেও ছাড়িনি যা তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে'।[১৮]

অন্যত্র তিনি বলেন,

والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعذكم عن النار إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه.

'সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছুর নির্দেশ দিতে ছাড়িনি, যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে আর জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। আবার এমন কোন কিছু থেকে নিষেধ করতেও ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে আর জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দিবে'।[১৯]

আবূ যার গিফারী (রাঃ) বলেন, জান্নাতের নিকটবর্তী করবে আর জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে এমন কোন কিছুর বর্ণনা দেয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছুই অবশিষ্ট রেখে যাননি।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন, 'তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু করার নির্দেশ দিয়েছেন তার কোন কিছুই

১৬. ছহীহ্ ইবনু মাজাহ্ হা/২০৯।

১৭. বুখারী, মুসলিম।
১৮. শায়খ আলবানী, হাজ্জাতুন নবী, পৃঃ ১০৩; মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ্ ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্, পৃঃ ৪৭।
১৯. শায়খ আলবানী, তাহরীমু আলাতিত ত্বরবে পৃঃ ১৭৬; আল্লামাহ্ আলূসী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ২১/৭৯ পৃঃ।

Contents

আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিতে ছাড়িনি। আর তিনি তোমাদেরকে যা কিছু করা থেকে নিষেধ করেছেন তার কোন কিছু থেকেই তোমাদেরকে আমি নিষেধ করতে ছাড়িনি'।[২০]

অতএব কেউ যদি বলেন যে, কিছু ভাল কর্ম ছুটে গেছে যেগুলোকে ভাল কর্ম হিসাবে করতে পারব, তাহ'লে মনে করতে হবে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি তার ঈমান আনার ক্ষেত্রে এখনও ঘাটতি রয়ে গেছে আর না হয় সে ঈমানদারই হ'তে পারেনি।

অন্য এক হাদীছে একটু ভিন্নভাবে এসেছে-

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এমন কোন আমলের নির্দেশ দিতে ছাড়িনি। আর তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে এরূপ কোন আমল থেকে নিষেধ করতেও ছাড়িনি ...'।[২১]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلاَّ أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا.

আবূযার গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে এমতাবস্থায় ছেড়ে গেছেন যে, আকাশে কোন পাখি তার ডানাদ্বয় নাড়ালে তার সম্পর্কেও তিনি আমাদেরকে জ্ঞান দিয়ে গেছেন'।[২২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتْرُكُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوا عَنِّي فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে সেই বিষয়ে ছেড়ে দাও যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে যখন কোন হাদীছ বর্ণনা করে শুনাব তখন তোমরা তা আমার থেকে গ্রহণ কর। কারণ তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নবীগণের ব্যাপারে মতভেদের কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে'।[২৩]

এ হাদীছটি প্রমাণ করে যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) যা বলেননি এবং যা বলা থেকে বিরত থেকেছেন এমন কোন কথা নিয়ে আলোচনাও করা যাবে না। আমাদেরকে শুধুমাত্র তাই গ্রহণ করতে হবে তিনি যা আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন।

যা কিছু ভাল নয় অথচ ভাল মনে করে নতুন কিছু করা হ'তে পারে এ আশঙ্কা থাকায় তিনি সেগুলোকে নিকৃষ্টতম বিদ'আত আখ্যা দিয়ে গেছেন এবং বলেছেন সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা আর সকল প্রকার ভ্রষ্টতার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ يَقُوْلُ وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلاَ هَالِكٌ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ...

ইরবায ইবনু সারিয়্যাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে এমন এক নছীহত করলেন যে, এর ফলে চক্ষুগুলো দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল আর অন্তরগুলো ভীত হয়ে গেল। অতঃপর আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! নিশ্চয়ই এ নছীহত এমন এক নছীহত যার দ্বারা আপনি যেন আমাদেরকে বিদায় জানাচ্ছেন! অতএব আপনি কি আমাদেরকে কোন উপদেশ দিবেন? তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে এমন এক সুস্পষ্ট দলীলের উপর রেখে যাচ্ছি যার রাত তার দিনের মতই। আমার পরে এ সুস্পষ্ট দলীল থেকে একমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ পথভ্রষ্ট হবে না। তোমাদের যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হবে সে অচিরেই বহু মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। তোমাদের মাড়ির দাঁত দিয়ে সুন্নাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে [অর্থাৎ সুন্নাতকে কাঠোরভাবে ধারণ করবে] ....'।[২৪]

---

২০. শায়খ আলবানী, সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/১৮০৩।
২১. আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, ৭/৭৯, হা/৩৪৩৩২; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ৭/২৯৯, হা/১০৩৭৬; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/১৭০০।
২২. মুসনাদু আহমাদ হা/২২৮৫৪, ২০৯২৮।
২৩. তিরমিযী হা/২৬৭৯; ছহীহ তিরমিযী হা/২৬৭৯।
২৪. ইবনু মাজাহ্ হা/৪৪, তিরমিযী হা/২৬৭৬; আবূদাঊদ হা/৪৬০৭; আহমাদ হা/১৬৬৯২; মিশকাত, তাহকীক্ব আলবানী, হা/১৬৫; ছহীহ্ তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/৩৭।

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন এ কারণে যে, তাঁরা তাঁর সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উপরে আমল করতেন না। আর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করাই ছিল তাঁদের তরীকা। তাদের ন্যায় সুন্নাতের উপর কঠোরভাবে অনুসরণকারী এ পৃথিবীতে আর কারো আবির্ভাব ঘটেনি। তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বানিয়েও বলেননি।[২৫]

وعن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة .

হাস্সান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন কোন সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন বিদ'আত চালু করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে সে পরিমাণ সুন্নাতকে ছিনিয়ে নেন। অতঃপর তাদের নিকট ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে সুন্নাতকে আর ফিরিয়ে দেন না'।[২৬]

وعن عمرو بن زرارة قال وقف علي عبد الله يعني ابن مسعود وأنا أقص فقال يا عمرو لقد ابتدعت بدعة ضلالة أو إنك لأهدى من محمد وأصحابه فلقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد.

আমর ইবনু যুরারাহ বলেন, আমি যখন কিছছা বর্ণনা করছিলাম তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) আমার নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, অবশ্যই তুমি ভ্রষ্ট বিদ'আত চালু করে দিয়েছ অথবা তুমি মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথীদের চেয়ে বেশী হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে গেছ। অতঃপর তাদেরকে দেখলাম সবাই আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমার নিকটে আর একজনকেও দেখলাম না'।[২৭]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إنه سيلي أموركم من بعدي رجال يطفئون السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها . قال ابن مسعود كيف بي إذا أدركتهم قال ليس- ياابن أم عبد – طاعة لمن عصى الله . قالها ثلاثا.

'অচিরেই আমার পরে তোমাদের নেতৃত্ব দিবে এমন সব ব্যক্তিরা যারা সুন্নাতকে নিভিয়ে ফেলে বিদ'আত আবিষ্কার করবে। তারা ছালাতকে তার নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরী করে আদায় করবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, আমি যদি তাদেরকে পেয়ে বসি তাহ'লে আমি কী করব? তিনি বললেন, হে ইবনু উম্মে আব্দ! 'যে আল্লাহ্র নাফরমানী করবে তার কোন আনুগত্য নেই। তিনি কথাটি তিনবার বললেন'।[২৮]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

"لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". وفي رواية لغيره : "ما وجدنا فيه حراما حرمناه ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه" . وفي أخرى : " ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله

'আমি তোমাদের কাউকে তার নকশা করা খাটে হেলান দেয়া অবস্থায় পাব। তার নিকটে যখন এমন কোন বিষয় আসবে যে ব্যাপারে আমি নির্দেশনা প্রদান করেছি অথবা তা করতে আমি নিষেধ করেছি তখন সে বলবে, (এত কিছু) জানি না, আমি যা কিছু আল্লাহ্র কিতাবে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। অন্য বর্ণনায় এসেছে; সে বলবে, কুরআনে যা কিছু হারাম হিসাবে পেয়েছি তাকেই হারাম হিসাবে গ্রহণ করব। সাবধান! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং আমার সাথে কুরআনের মতই আরো কিছু [অর্থাৎ সুন্নাত] দেয়া হয়েছে'।[২৯]

সবশেষে ইমাম মালেক (রহিঃ)-এর একটি উক্তি দিয়ে শেষ করছি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ভাল বা হাসানা মনে করে একটি বিদ'আত চালু করবে সে ধারণা করে বসেছে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে খিয়ানত করেছেন। কিন্তু এর দলীল কী? ইমাম মালেক উত্তরে বললেন, তোমরা যদি চাও তাহ'লে পাঠ কর আল্লাহ্র বাণী,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْأِسْلاَمَ دِيْناً

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পসন্দ করলাম' *(মায়েদাহ ৩)*। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

---

২৫. তুহফাতুল আহওয়াযী।
২৬. দারেমী হা/৯৮; আছারটি ছহীহ; মিশকাত, তাহকীক্ব আলবানী, হা/১৮৮।
২৭. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, শায়খ আলবানী, ছহীহ তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/৬০।
২৮. সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/২৮৬৪।
২৯. ছহীহ তিরমিযী হা/২৬৬৩,২৬৬৪; ছহীহ আবু দাঊদ হা/৪৬০৫; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৩; মিশকাত, তাহকীক্ব আলবানী হা/১৬২; শায়খ আলবানী, মানযিলাতুস সুন্নাহ ফিল ইসলাম।

সংবিধান সংসদ শপথ ও সংগ্রাম

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান**

সংবিধান হচ্ছে ঠিক যেন পারিবারিক জীবনে পিতা কর্তৃক পুত্রদের জন্য উপদেশ বা অছিয়ত। পিতা যেমন নিজ পুত্র পরিজনকে বলেন, এই থাকল সংসার। এভাবে চলবে, চালাবে। তা না হ'লে তোমরা উন্নতি লাভ করতে পারবে না। তোমাদের সোনার সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে। জমি জাতি থাকল, দেখে শুনে না রাখলে প্রতিবেশীরা তোমাদের দুর্বলতায় হিংসা-বিদ্বেষের ফলে তা লুটে-পুটে খেয়ে সব ধ্বংস করে ফেলবে। তোমরা তখন পথে এসে দাঁড়াবে, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সবকিছু। সংবিধান ও তদ্রুপ।

কোন রাষ্ট্রের সংবিধান পর্যালোচনা করলে রাষ্ট্র সম্পর্কে সকল বিষয় অবগত হওয়া যায়। উত্তম সংসার আমরা তাকেই বলব, যে সংসার পিতা বা অভিভাবকের নির্দেশ মত চলে। কোন বিষয়ে মতানৈক্য হ'লে তা নিজেদের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে ফায়ছালা করে নেয়। রাষ্ট্রের ব্যাপারেও এই নিয়ম-নীতিই প্রযোজ্য। মূলতঃ যে আইন ও নীতিসমূহ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, সেটিই হ'ল সংবিধান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটলের মতে 'রাষ্ট্র কর্তৃক পসন্দকৃত জীবন প্রণালীই সংবিধান' (The way of life the state has chosen for itself)। অর্থাৎ রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে তার সন্নিবেশিত বিধানই সংবিধান। ফাইনার বলেন, 'এটি ক্ষমতা সম্পর্কিত আত্মজীবনী' (Autobiography of power relationship)।

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বন্টন করে দেওয়া হয়। যে বিধান অনুসারে ক্ষমতার সম্পর্ক নির্ধারিত হয় সেটিই হ'ল সংবিধান। একাধিক বিভাগের সহযোগিতায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এই বিভাগগুলোকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়। এইসব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কিভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হবে তা সংবিধানের নিয়মানুসারে নির্ধারিত হয়। এজন্য ফাইনার বলেন, 'মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই হ'ল সংবিধান' (Fundamental political institution is the constitution)। এই মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলো হ'ল আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ এবং রাজনৈতিক দল ও নির্বাচক মণ্ডলী। সংবিধানের আওতায় এসবের কার্যকারিতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি নির্ধারিত হয়।

সংবিধান হ'ল একটি যন্ত্র, যার দ্বারা সরকার নিয়ন্ত্রণ করা যায় (Constitution is an instrument by which the government can be controlled)। সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার দিক নির্দেশক। আমেরিকার সংবিধান বিশারদ ডানিয়েল ওয়েবস্টার বলেন, 'অন্তহীন সমুদ্রে আমরা আন্দোলিত হ'তে পারি। স্থল কেন সূর্য অথবা তারকারাজীও আমাদের দৃষ্টিতে না আসতে পারে, কিন্তু আমাদের রয়েছে দিক নির্দেশনা এবং দিক দর্শন ব্যবস্থা। আমরা তাই অনুশীলন করতে পারি এবং তাকেই মেনে চলতে পারি। এই দিক নির্দেশনা যন্ত্রই হ'ল 'সংবিধান'। জেমস ব্রাইস বলেন যে, আইনের মাধ্যমে সংগঠিত রাজনৈতিক সংগঠনের বিধানকে শাসনতন্ত্র বলা যায় (A frame of political society organised through and by Law)। শাসনতন্ত্র হচ্ছে সেইসব নিয়ম-কানূনের সমষ্টি, যার দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়ে থাকে' (Constitution is the collection of principles according to which the powers of the government the rights of the government and the relationship between the two are adjusted)। সংবিধানের মাধ্যমে শুধু সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন সম্পর্কেই জানা যায় না, বরং এতে স্থির হয় সরকারের কি ক্ষমতা থাকবে, জনগণ কি অধিকার ভোগ করবে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে কেমন সম্পর্ক স্থাপিত হবে। অর্থাৎ সংবিধানের আওতায় সরকারের ক্ষমতা ও জনসাধারণের অধিকারের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। কে সি হুয়ার সেজন্য বলেছেন যে, সংবিধান কতিপয় নিয়মের সমষ্টি, যা কোন দেশের সরকার পরিচালনা করে। এসবের কিছু লিখিত এবং কিছু অলিখিত থাকে (Constitution is the collection of rules which establish and regulate or govern the government of a country. These are partly legal and partly non legal)। Legal বলতে তিনি আইন এবং non legal বলতে প্রথা রীতি-নীতিকে বুঝিয়েছেন। M. Stewart বলেছেন যে, সংবিধান সব সময়ে একদম আইনগত হয় না, এর সাথে প্রথাও জড়িত থাকে। তাই সংবিধান বলতে আইন ও প্রথার সমাহারকে বুঝব, যে সকল দ্বারা দেশ সুসংখলভাবে শাসিত হয়। স্যার জেমস ম্যাকিলটন বলেন, একটি রাষ্ট্রের সংবিধান বলতে আমি বুঝি কিছু লিখিত ও অলিখিত মৌলিক আইন, যার দ্বারা উচ্চ কর্মকর্তাদের বিশিষ্ট অধিকার এবং জনগণের প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নির্ধারিত হয়' (By constitution of a state I mean the body of those written or unwritten fundamental laws which regulate the most important rights of the higher magistrates and the essential privileges of the subjects).

সাংবিধানিক সরকারের বৈশিষ্ট্য:

(১) **জনগণের সরকার:** এ সরকারের প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসাবে আমরা বলতে পারি যে, এটা কোন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার এবং কার্যাবলী সম্পাদনে জনগণের কাছে সর্বোতভাবে দায়ী। জনরায় প্রাপ্তিতে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং কারো খেয়াল-খুশি মত ঘনঘন পরিবর্তিত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের

* *এম.এ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাধুর মোড়, রাজশাহী।*

জন্য সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা হবে জনগণের সরকার।

(২) **আইনের শাসন:** আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শাসন এবং আইনকে সর্বোচ্চ চালিকা শক্তি হিসাবে মান্য করা হয়। ব্যক্তির পরিবর্তে আইনের প্রাধান্য রক্ষিত হয়। যেখানে আইনের শাসন নেই সেখানে সাংবিধানিক সরকার চলতে পারে না। আইনকে অবশ্যই অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। এ সরকার হবে আইনের।

(৩) **জনমত:** সাংবিধানিক সরকারের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জনমতের প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকৃত হবে। কে.সি. হুয়ার বলেন, সাংবিধানিক প্রশ্নে জনগণের মতামতকে অবশ্যই সম্পৃক্ত করতে হবে।

(৪) **সীমিত ক্ষমতা:** সংবিধানিক সরকারের এটা অসীম ক্ষমতার সরকার নয়। এর সীমাবদ্ধতা আছে। লাগামহীন ক্ষমতা ব্যবহারে সাংবিধানিক সরকার পরিচালিত হ'তে পারে না। এক্ষেত্রে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ আবশ্যক। কোন বিভাগই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারী নয়।

(৫) **সংবিধানের প্রাধান্য:** এটি সব সময়ে সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে পরিচালিত সরকার। সাংবিধানিক আইনকে দেশের সর্বোচ্চ আইন হিসাবে মান্য করতে হবে। যে কোন প্রকারে সংবিধানের প্রাধান্যকে রক্ষা করতে হবে; না পারলে এ সরকার ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

(৬) **ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সাম্য:** এ সরকারের মূল লক্ষ্য ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করা। সরকারের সকল প্রকার কার্যপ্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা অবলম্বনের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে স্বাধীনতা রক্ষা করা। সরকার ব্যক্তির স্বাধীনতার ধারক, বাহক ও রক্ষকের ভূমিকা পালন করতে না পারলে অন্যবিধ জনকল্যাণকর কার্যাদী সম্পাদনে এর মর্যাদা পেতে পারে না। স্বাধীনতার সাথে সাথে এর সাম্যও রক্ষা করতে হবে। কে.সি. হুয়ার বলেন, গণতন্ত্রের অর্থ যদি স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষা বুঝায় তাহ'লে সেটা সাংবিধানিক সরকারের মধ্যেই সম্ভব হয় *(হুয়ার পৃঃ ১৩৯)*। কান্টের মন্তব্য অনুসারে একটি সংবিধান তখনই প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের মর্যাদা পাবে যখন আইনের মাধ্যমে জনসাধারণের অধিক পরিমাণ স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিতে পারবে। সেখানে একজন ব্যক্তি অন্যদের মত স্বাধীন মতামত দিতে পারবে। আমেরিকার শাসনতন্ত্রের মধ্যে উল্লেখ আছে স্বাধীনতা ও আল্লাহ্র প্রতি আমরা বিশ্বাসী।

(৭) **বিচার বিভাগের প্রাধান্য:** এতে বিচার বিভাগের প্রাধান্য থাকা একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে বিচারককে সংবিধানের রক্ষক হিসাবে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ বিচার বিভাগ এর বৈধতা পর্যালোচনায় রায় ঘোষণা করতে পারে।

(৮) **মৌলিক অধিকার:** সরকার ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। সরকার জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষণাবেক্ষণকেই প্রধান এবং পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করে। মৌলিক অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হ'লে সাংবিধানিক সরকারের মর্যাদা পেতে পারে না। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে জনসাধারণ যেন মৌলিক অধিকার হ'তে বঞ্চিত না হয় সেদিকে সরকার সদা সজাগ দৃষ্টি রাখবে। Fraenkel-এর মতে, আমেরিকাবাসী তাদের পতাকার সামনে বলতে পারে যে, তাদের বলার, চিন্তা করার, প্রার্থনা করার এবং জীবন বেছে নেওয়ার অধিকার আছে। এ ধরনের অধিকার, মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি না দিয়ে সাংবিধানিক সরকার গঠিত ও স্থায়ী হ'তে পারবে না।

(৯) **দায়িত্বশীলতা:** একটা দায়িত্বশীল সরকার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সকল মাধ্যমের কাছে দায়ী থাকবে। দায়বদ্ধতার সাথে সাথে স্বচ্ছতাও থাকতে হবে। কেননা দু'টি বিষয় একান্তই পাশাপাশি জড়িত।

(১০) **প্রকাশ্যতা:** সরকারী বিষয়াদী গোপন নয়, বরং প্রকাশ্যভাবে পরিচালিত হবে। সবকিছু যেন জনসাধারণ জানতে পারে এবং তা অনুধাবন করতে পারে এবং স্বীয় দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয়, সেজন্য কোন কিছুই গোপনীয় থাকবে না।

সাংবিধানিক সরকারের সমস্যা:

বর্তমানে আমরা সরকার বলতে বুঝি নিয়মতান্ত্রিক সরকার। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক সরকারের কিছু বাস্তব সমস্যা আছে যার জন্য সময়ে সময়ে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নিম্নে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি আলোচনা করা হ'ল।-

(১) **যুদ্ধ:** যুদ্ধকে অনেকে পাশবিক কাজ হিসাবে অবিহিত করেছেন। জন এবোট যুদ্ধকে 'ধ্বংসের বিজ্ঞান' বলেছেন। ফ্রান্সিস মুরের মতে, 'যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যায়, পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মানুষের ভাগ্যে জোটে করের বোঝা, রাশি রাশি বিধবা আর কাঠের পা ও ঋণ। সুতরাং সরকার সব সময়ে যুদ্ধকে পরিহার করবে। মোওপাসা বলেন যে, সরকারের কর্তব্য যুদ্ধ এড়িয়ে চলা। যেমন- জাহাজের নাবিকের দায়িত্ব তার জাহাজ তুফানের হাত থেকে রক্ষা করা।

১৯৩৮ সালের ৩রা জুলাই বৃটেনের কমন্স সভায় নেভিল চেম্বার লেইন বলেন, যুদ্ধে যে কোন দলই বিজয়ী মনে করুক না কেন প্রকৃতপক্ষে কোন পক্ষই লাভবান হয় না, সকলেই ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বেঞ্জামিন বেকারের মতে, কোন সময়ে যুদ্ধ ভাল এবং শান্তি স্থাপন খারাপ নয়। তিনি যুদ্ধ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। কে.সি. হুয়ারের কথায়, যুদ্ধ হ'ল এমন এক শক্তি, যা সাংবিধানিক সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করে *(হুয়ার, পৃঃ ১৩৮)*। কিন্তু যুদ্ধ আজকাল যেন স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। বর্তমানে হয়তবা প্রকাশ্যে নয়তবা গোপনে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে চলছে লড়াই। সাংবিধানিক সরকারের কার্যকরণে যুদ্ধ সবচেয়ে বড় সমস্যা। যুদ্ধকালীন সময়ে সরকারের ক্ষমতা ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং সে বৃদ্ধিকে সকলে স্বাভাবিক মনে করে। কারণ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দেশ রক্ষা বড় প্রশ্ন

হিসাবে দেখা দেয়। তাই শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কেউ উৎকণ্ঠাবোধ করে না। অনেক সময় এটা স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং যুদ্ধের অবসান হ'লেও এর প্রতিক্রিয়া অবশিষ্ট থাকে। তার প্রধান কারণ যুদ্ধ শেষ হ'লেও এর কুফলতা দূরীভূত করতে বহু সময়ের প্রয়োজন হয়।

অধ্যাপক কে.সি. হুয়ার বলেন, শান্তি এবং সমৃদ্ধিই প্রকৃতপক্ষে নিয়মতান্ত্রিক সরকারের শক্তিশালী সহায়ক। এসবের উপরই নিয়মতান্ত্রিক সরকারের ভবিষ্যত নির্ভরশীল।

(২) **অন্যান্য আপদকালীন অবস্থা:** অর্থনৈতিক সংকট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, প্লাবন, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির সময়ও সরকারের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ রকম আপদকালীন সময়ে সরকার সমস্যার আশু সমাধানের জন্য যরূরী ভিত্তিতে অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এসব ক্ষেত্রে দেশে দুর্নীতি ও অরাজকতা দেখা দেয়। স্যামুয়েল দানিয়েলের ভাষায়, দুর্নীতিকে যতই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে ততই তা বাড়বে। দুর্নীতি দমনের জন্য সরকারকে কঠোরতা অবলম্বন করতে হয়। এসব সমস্যার আশু সমাধানের জন্য দেশের যে শাসন কার্যকর রাখা আবশ্যক হয় তা নিয়মতান্ত্রিক সরকার থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির হ'তে বাধ্য।

(৩) **প্রতিপক্ষের আক্রমণ:** সরকার যতই আদর্শস্থানীয় এবং জনকল্যাণকামী হোক না কেন বিরোধী দলের সমালোচনার সম্মুখীন তাকে হ'তেই হয়। বিরোধী দল গণতন্ত্রের আবশ্যকীয় অঙ্গ। সেজন্য বিরোধী দলের আক্রমণের মুখে সাংবিধানিক সরকার অচল হয়ে পড়ে। তবে প্রকৃত সাংবিধানিক সরকার কোন সময়ে বিরোধী দলের আক্রমণ বা সমালোচনা দমনের ব্যবস্থা করবে না, প্রয়োজনে যুক্তিতর্কে তাদের পরাভূত করতে হবে। অনেকে অনেক সময় রাজনৈতিক দলের ছদ্মাবরণে নিজেদের স্বার্থ হাছিল করার লক্ষ্যে সরকারের বিরোধিতা করে। এ প্রকার বিরোধিতাকে কিন্তু সরকার দমননীতি অবলম্বনে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে।

সংসদ:

গণতান্ত্রিক সরকারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজিক এবং অন্যান্য স্বার্থ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার স্থান হচ্ছে সংসদ। সংসদে ইতিবাচক নেতিবাচক উভয় বিষয়ই আলোচনা হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যতীত সংসদ এবং সংবিধানের কোনরূপ তোয়াক্কা করা হয় না। যেমন ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই বলেছিলেন, আমিই রাষ্ট্র (I am the state)। হিটলার ঘোষণা দিয়েছিলেন 'এই পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা জার্মানীকে পরাভূত করতে পারে। আমি যা করব/বলব সেই মতে দেশ চলবে'।

এভাবে হিটলার জনমতকে উপেক্ষা করে বিশ্ব জয়ে মেতে উঠেছিল। অন্যদিকে একই সময়ে ইতালির সম্রাট মুসোলিনী ঘোষণা করেন, ইতালী হয় নিজ সীমানা পেরিয়ে তার রাজ্যকে সম্প্রসারণ করবে, না হয় ধ্বংস হয়ে যাবে। এর জন্য তাকে সংসদ বা সংবিধানের মতামতের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি; তা আমরা বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দেখেছি। সমাজতান্ত্রিক দেশে সংসদ চলে সে দেশের শাসকের ইচ্ছা মাফিক। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংসদই হচ্ছে সকল আলোচনা-পর্যালোচনা, সমালোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

শপথ:

জনগণের রায়ে ভোট যুদ্ধে জয়লাভ করে সংসদে আবির্ভূত হন আমার আপনার আপনজন। পরবর্তীতে আমরা তাকে সাংসদ বা এম.পি হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকি। একজন সাংসদকে সংসদে এসে শপথ বাক্য পাঠ করতে হয়। শপথ বাক্য পাঠ করান দেশের প্রেসিডেন্ট অথবা কার্যক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি। শপথ বাক্য নিম্নরূপ:

'আমি .... সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি তাহা আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব এবং সংসদ সদস্য রূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব'। তারপর শুরু হয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংসদের কার্যাবলী। সচারাচর রাষ্ট্রপতি অধিবেশনের প্রথমে দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন।

উল্লেখ্য যে, গণপরিষদ বা সংসদ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে তারা সংসদ সদস্য রূপে আবির্ভূত হন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, তারা তাদের কৃত শপথ বেমালুম ভুলে যান।

দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, প্রশাসনের সর্বস্তরেই শুধু নয়, রাজনীতির গলি-ঘুপচিতে বিগত বছরে জাতি দুর্নীতির যে ভয়াল বিষক্রিয়া প্রত্যক্ষ করছে, তা ছিল কল্পনাতীত। যাদের আমরা দেশদরদী, দেশের রক্ষক বলে জানতাম, আমাদের জানাটা যে ভুল ছিল তা প্রমাণ করে দিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। গণতন্ত্রের লেবাস গায়ে জড়িয়ে নেতারা দেশে অরক্ষিত সম্পদ লুটেপুটে খেয়েছেন বলেই আজ দেশ ও জাতির এমন দৈন্যদশা।

সংগ্রাম:

সংশয় হ'তে শুরু হয় সংগ্রাম। ভোট পর্ব; ভোট গণনা শুরু হ'তে না হ'তেই ভোটের ফলাফল নিয়ে শুরু হয় নানান কথা। অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষমান রাজনীতিবিদদের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। বুক ভরা আশা নিয়ে যারা অলীক স্বপ্নে বিভোর ছিল তাদের সে তাসের ঘর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। মন্ত্রী,

প্রতিমন্ত্রী, সাংসদ হ'তে না পেরে নেতা নেত্রীরা বলতে শুরু করেন, ভোটে কারচুপি হয়েছে। তা না হ'লে শুধু কারচুপির কারণে তারা ভোটে হেরে গেছেন। তারা তার স্বরে চীৎকার করেন আমরা এ ভোট মানি না, পুনঃ নির্বাচন করতে হবে। এভাবে সংসদকে উত্তপ্ত করে তুলেন।

সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের গুরুত্ব বাড়লেও বাস্তবে দেখা যায় বিরোধী দলের সাংসদদের সংসদের প্রতি অনীহা। যারাই যখন বিরোধী দলে থাকেন তারাই সংসদে যেতে চান না। কারণে অকারণে তারা সংসদ বর্জন করেন। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে শুরু হয় আন্দোলন, সংগ্রাম। মিছিল-মিটিংয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজপথ। হরতাল-অবরোধে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে জনজীবন। অপরদিকে সরকারী দলের পক্ষ থেকেও চালানো হয় দমন-পীড়ন। এভাবেই চলতে থাকে দিনের পর দিন। এসবই হচ্ছে বিভেধাত্মক রাজনীতির কুফল।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিঃ

ইসলামের পূর্ণ পরিচয় কেবল ধর্মীয় আচার-আচরণ এবং বিধি-ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্র আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক সম্বন্ধে ইসলাম ধর্মে যথোপযুক্ত ও কালজয়ী নির্দেশ রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হয় যে ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করে দেখে না। ইসলাম জীবনকে তার অবিভাজ্য রূপেই গ্রহণ করে।

মহানবী (ছাঃ) যে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের রূপরেখা দিয়েছেন তার ভিত্তি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের মূলমন্ত্র মানবতার মুক্তি। মানুষের জীবন পরিপূর্ণভাবে বিকাশ হ'লেই এ মুক্তি সম্ভব হয়। মানব জীবনের এই যথাযোগ্য বিকাশের জন্য মানুষের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব সবগুলো বৃত্তির বাঞ্ছনীয় স্ফূরণ এবং তাদের যথাযোগ্য সামঞ্জস্য বিধান একান্ত প্রয়োজন।

ইসলাম নির্দেশিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাজনীতির মৌল সূত্রগুলির প্রথম উৎস পবিত্র কুরআন। আল-কুরআনে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের সর্বদিক সম্বন্ধেই বিভিন্ন ধরনের নীতি ও নির্দেশ লিপিবদ্ধ রয়েছে। দ্বিতীয় যে উৎসটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে ছহীহ সুন্নাহ বা হাদীছ। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবন ও কর্মে অনুসৃত ইসলামী নীতি ও জীবনাদর্শ।

শেষনবীর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে খলীফাবৃন্দ কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ইসলামী আদর্শ-নির্ভর সমাজ তথা ইসলামী রাষ্ট্র গঠনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ইসলামের শিক্ষানুসারে আকাশ ও জগতের সব কিছুর মালিক আল্লাহ তা'আলা। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে ভোগ করতে পারে। সুতরাং এ সম্পদে মাত্রাতিরিক্ত আধিপত্য বিস্তারের অধিকার কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নেই এবং থাকতে পারে না।

ইসলামের নীতি অনুসারে সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। রাজনীতি ও অর্থনীতির মূল সূত্রগুলোও আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত। আল-কুরআনে বিধৃত হয়েছে, 'তাঁর (আল্লাহ্র) জন্যই রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীর এবং এ দু'য়ের মধ্যে অবস্থিত সবই তাঁর' *(মায়েদা ১৭, ১৮)*।

একমাত্র আল্লাহই নিরংকুশ এবং অসীম সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জনগণ আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত এই সার্বভৌমত্বের দাবীদার বা অংশীদার হ'তে পারে না। স্পষ্টতঃই বোধগম্য যে, ইসলামী রাষ্ট্র মানুষের অন্যায় একাধিপত্যের বিরোধী। বস্তুতঃ সার্বভৌমত্বকে আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত ঘোষণা করে ইসলাম মানবিক উচ্ছৃংখলতার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র তাই প্রচলিত অর্থে সার্বভৌম নয়। কুরআনে লিপিবদ্ধ ও সুন্নাহতে নির্দিষ্ট আল্লাহ নির্দেশিত বিধি-বিধান ইসলাম বিশ্বাসী শাসকের বিচরণের ক্ষেত্রকে স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্র 'খিলাফত' তথা 'প্রতিনিধিত্ব' বলে অভিহিত। রাষ্ট্রীয় জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবেই প্রতিনিধিত্বের কাজ করে। ইসলামী রাষ্ট্র তথা শাসন পরিচালক শুধুমাত্র আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র শাসনের অধিকার লাভ করে এবং তা জনগণের কল্যাণে প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে তাঁদেরকে সাহায্য করবে। কারণ প্রত্যেক মানুষই স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহ্র রবূবিয়াতের খলীফা। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি, শাসক, কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিকের মধ্যে মর্যাদা বা সম্পদজনিত বিভেদ ও বৈষম্যের প্রাচীর গড়ে ওঠার অবকাশ থাকে না। এ ব্যবস্থায় কেউ কারো দাস বা প্রভু নয়। একে অন্যের ভাই এবং একমাত্র আল্লাহ্র দাস ও তাঁরই নির্দেশাধীন।

ইসলামী রাষ্ট্রশাসকের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্র রুবূবিয়াতের প্রতিনিধিত্ব করা এবং দীনের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন পরিচালনা করা। কোন শাসক নিজ দায়িত্ব পালনে বিফল হ'লে বা ভুলত্রুটি করলে তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। এ জন্যই ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় ও সরকারী কার্যক্রম জনসম্মুখে উন্মুক্ত থাকে এবং জনগণ প্রয়োজনমত শাসক গোষ্ঠীর ভুলত্রুটি সংশোধনের যে মৌলিক অধিকার তাদের রয়েছে তা প্রয়োগ করতে পারে। এর থেকেই বোঝা যায় যে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের নীতিতে আস্থা স্থাপন করে ইসলাম প্রকৃত পক্ষে আইন তথা ন্যায়বিচারের শাসনই প্রতিষ্ঠা করেছে।

আর গণতন্ত্রে সংবিধানের উপর জোর দিয়েছে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবি ও গবেষকগণ। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশে বলা হয় Vox Populi- voxdie অর্থাৎ Voice of People is the

voice of god 'জনগণের কণ্ঠই আল্লাহ্র কণ্ঠ' (নাঊযুবিল্লাহ)। অথচ মুসলমানকে সংখ্যাপূজারী হ'তে পবিত্র কুরআনে চূড়ান্তভাবে নিষেধ করা হয়েছে *(আন'আম ১১৬)*। বরং সর্বাবস্থায় হকের অনুসরণে আপোষহীন থাকতে হবে। কেননা সংখ্যা কখনও সত্যের মাপকাঠি নয়' *(আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন, পৃঃ ৩৯)*।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ইসলামী রাজনীতিতে আল্লাহ সর্বোচ্চ ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। প্রচলিত রাজনীতিতে অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত, কিন্তু ইসলামী রাজনীতিতে আল্লাহ্র রায়ই চূড়ান্ত। অধিকাংশ বিভ্রান্ত বা বাতিলপন্থী ঐক্যমত হয়ে কোন সিদ্ধান্ত দিলে সেটি হক বা অভ্রান্ত সত্য হয়ে যায় না, যে পর্যন্ত না তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে যাচাই হবে। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে- 'বলুনঃ হক আসে আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে। যার ইচ্ছা হয় সেটি মানুক, আর যার ইচ্ছা হয় সেটা অস্বীকার করুক। তবে যালেমদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(কাহাফ ২৯)*। সুতরাং ইসলামের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের মুসলিম প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টে রায়ের উর্ধ্বে কুরআন-হাদীছের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য।

পরিশেষে আমরা আল্লাহ তা'আলার সমীপে আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের নেতৃবৃন্দকে সঠিক বুঝ দান করেন এবং নির্ভেজাল তাওহীদকে বিজয়ী করেন- আমীন!

ঈদে মীলাদুন্নবী

আত-তাহরীক ডেস্ক

সংজ্ঞা:

'জন্মের সময়কাল'কে আরবীতে 'মীলাদ' বা 'মাওলিদ' বলা হয়। সে হিসাবে 'মীলাদুন্নবী'-র অর্থ দাঁড়ায় 'নবীর জন্ম মুহূর্ত'। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালাম আলায়কা' বলা ও সবশেষে জিলাপী বিলানো- এই সব মিলিয়ে 'মীলাদ মাহফিল' ইসলাম প্রবর্তিত 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা' নামক দু'টি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয় (?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আবিষ্কর্তা:

ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম কারো মতে ৬০৪ হিঃ ও কারো মতে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান রাসূলের মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ'ত। গভর্ণর নিজে তাতে অংশ নিতেন।

ধর্মীয় সমর্থন:

রাজনৈতিক স্বার্থে আবিস্কৃত এই মীলাদ অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হিঃ)। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা করেন।

মৃত্যুদিবসে জন্মবার্ষিকী:

জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিবস হয় ৯ রবীউল আউয়াল সোমবার। ১২ রবীউল আউয়াল সোমবার ছিল তাঁর মৃত্যুদিবস। অথচ আমরা ১২ রবীউল আউয়াল রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুদিবসেই তাঁর জন্মবার্ষিকী বা 'মীলাদুন্নবী'র অনুষ্ঠান করছি।

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উক্তি:

তিনি স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈকে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যেসব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলে রায় দিল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন'।

মীলাদ বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত:

'আল-ক্বাওলুল মু'তামাদ' কিতাবে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, এরবলের গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদ'আতের হোতা। তিনি তার আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারি করেছিলেন।

উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরামঃ

মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্ধী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সকলে এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ'আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন।

একটি সাফাইঃ

মীলাদী ভাইয়েরা বলে থাকেন যে, মীলাদ বিদ'আত হ'লেও ওটা 'বিদ'আতে হাসানাহ'। অতএব জায়েয তো বটেই বরং করলে ছওয়াব আছে। কারণ এর মাধ্যমে মানুষকে কিছু ওয়ায তো শুনানো যায়। উত্তরে বলা চলে যে, আপনি ছালাত আদায় করছেন, দেহ-পোষাক সবই পবিত্র, নিয়ত অত্যন্ত স্বচ্ছ। কিন্তু স্থানটি হ'ল কবরস্থান, আপনার ছালাত হ'ল না। কারণ ঐ স্থানে ছালাত আদায় করতে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। অথচ আপনি সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলেন।

আপনি বিদ'আতী অনুষ্ঠানে নেকী করবেন? হাড়ি ভর্তি গো-চেনায় এক কাপ দুধ ঢালবেন? পান করবেন তো? তাছাড়া যেখানে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সমস্ত বিদ'আতকেই গুমরাহী বলেছেন, সেখানে বিদ'আতকে ভাল ও মন্দ দুই ভাগে ভাগ করাটাই তো আরেকটা বিদ'আত হ'ল।

আমরা বলি, আপনি ওয়ায করবেন করুন। কিন্তু তার জন্য মীলাদ অনুষ্ঠান কেন? সাধারণ ওয়ায মাহফিল তো বছরের যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে করা চলে। এছাড়াও রয়েছে সাপ্তাহিক জুম'আয় খুৎবা দানের চিরন্তন ওয়ায মাহফিলের সুন্দরতম ব্যবস্থা। কিন্তু তা না করে একটি বিদ'আতকে টিকিয়ে রাখার জন্য এভাবে সাফাই গাওয়ার তো কোন অর্থ হয় না।

মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীছ ও গল্পসমূহঃ

(১) '(হে মুহাম্মাদ) আপনি না হ'লে আসমান-যমীন কিছুই আমি সৃষ্টি করতাম না'।

(২) 'আমি আল্লাহ্র নূর হ'তে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হ'তে'।

(৩) 'নূরে মুহাম্মাদী' হ'তেই আরশ-কুরসী, বেহেশ্ত-দোযখ, আসমা-যমীন সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে'।

(৪) 'আদম সৃষ্টির সত্তর হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক তাঁর নূর হ'তে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মু'আল্লায় লটকিয়ে রাখেন'।

(৫) 'আদম সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন'।

(৬) 'মি'রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়' (নাঊযুবিল্লাহ)।

(৭) রাসূলের জন্মের খবরে খুশী হয়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে ও সংবাদ দানকারিণী দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের মধ্যের দু'টি আঙ্গুল পুড়বে না। এছাড়াও প্রতি সোমবার রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিবসে জাহান্নামে আবু লাহাবের শাস্তি মওকূফ করা হবে বলে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নামে প্রচলিত তাঁর কাফের অবস্থার একটি স্বপ্নের বর্ণনা।

(৮) মা আমিনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে বিবি মরিয়ম, বিবি আছিয়া, মা হাযেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(৯) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলি হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বাণ'গুলি দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি...।

উপরের বিষয়গুলি সবই বানাওয়াট। ***দেখুনঃ মওযূ'আতে কবীর প্রভৃতি***। মীলাদী ভাইদের এই সব মিথ্যা ও জাল হাদীছ বর্ণনার দুঃসাহস দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। যেখানে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করুক' *(বুখারী)*।

তিনি আরো বলেন, لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ– 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে।... বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল' *(বুখারী, মুসলিম)*।

যেখানে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও বিবেক সবকিছুকে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে' *(বনী ইসরাঈল ৩৬)*, সেখানে এই সব লোকেরা কেউবা জেনে শুনে কেউবা অন্যের কাছে শুনে ভিত্তিহীন সব কল্পকথা ওয়াযের নামে মীলাদের মজলিসে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাবতেও অবাক লাগে।

'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা মূলতঃ অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার নামান্তর। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এরা 'আহাদ' ও 'আহমাদের' মধ্যে 'মীমের' পর্দা ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। তথাকথিত মা'রেফাতী পীরদের মুরীদ হ'লে নাকি মীলাদের মজলিসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন্ত চেহারা দেখা যায়। ঢাকার পীর দেওয়ান বাগী বর্তমানে এ বিষয়ে সর্বাধিক পারঙ্গম বলে শোনা যায়। এই সব কুফরী দর্শন ও আক্বীদা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ হ'ল মীলাদের মজলিসগুলি। বর্তমানে সরকারী রেডিও-টিভিতেও চলছে যার জয়জয়কার। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন-আমীন!!

[মীলাদ প্রসঙ্গ বই অবলম্বনে]

‘এপ্রিল ফুলস ডে’ বা এপ্রিলের বোকা দিবস

-ইমামুদ্দীন*

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। বঞ্চিত মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ইসলামের ভূমিকা অগ্রগণ্য। সর্বপ্রকার যুলুমের কবর রচনা করে তদস্থলে সুখ ও শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত করার জন্যই এই ধরাপৃষ্ঠে ইসলামের আগমন। নির্যাতিত মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া মহা পুণ্যের কাজ। এটি ইসলামের অমোঘ বাণী। তাই দেখা যায় যেখানে মানুষ নির্যাতিত হয়েছে সেখানেই মহানবী (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম ছুটে গেছেন তাদের সাহায্যের জন্য। আর যদি মাযলূম ব্যক্তি সাহায্যের আবেদন জানায় তাহ'লে তার আহ্বানে সাড়া দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমান কর্তৃক স্পেন বিজয় অনুরূপই একটি ঘটনা। তাছাড়া ইসলামের বাণী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার গুরুত্ব তো আছেই। মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের পূর্বমুহূর্তে স্পেনে উইতিজা নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। হঠাৎ উইতিজাকে সিংহাসনচ্যুত করে রডারিক সিংহাসন অধিকার করেন। রডারিক ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও অত্যাচারী ব্যক্তি।[৩০] রডারিক সম্রাট উইতিজাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন।

অতঃপর রডারিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর প্রতি। রডারিক প্রথমে আক্রমণ করেন স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলের সিউটা দ্বীপের স্বাধীন রাজা কাউন্ট জুলিয়ানকে। জুলিয়ান প্রথমে পরাজিত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হন।[৩১] পরবর্তীতে জুলিয়ান সিউটা ও আলজিসিরাসের গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ইউরোপের সমসাময়িক নিয়ম ছিল যে, প্রদেশের গভর্ণর অথবা সামন্তরাজাদের পুত্র-কন্যাকে কেন্দ্রীয় রাজ দরবারে প্রেরণ করা। সম্ভবতঃ এর দু'টি কারণ ছিল। গভর্ণর অথবা সামন্তরাজাগণ যেন সহজেই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে না পারে। অন্য কারণটি ছিল, রাজকীয় পরিবেশে আদব-কায়দা, সৈন্য-পরিচালনা ও রাজনীতি সর্ম্পকে সুষ্ঠু জ্ঞান ও ধারণা অর্জন করা। তাই কাউন্ট জুলিয়ান তার অত্যন্ত সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিন্ডাকে রাজধানী টলেডোতে প্রেরণ করেন। রাজধানীতে অবস্থানকালে রাজা রডারিক ফ্লোরিন্ডার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। জুলিয়ান তনয়ার প্রতি তিনি কামনার হাত প্রসারিত করেন। এই আচরণ ছিল যেমন গুরুতর তেমনি মর্যাদাহানিকর। এই অপমানজনক ঘটনার বিবরণ দিয়ে ফ্লোরিন্ডা গোপনে তার পিতার নিকট সংবাদ পাঠায়। এমনিতেই কাউন্ট জুলিয়ানের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক ভাল ছিল না।[৩২] রাজ্য হারানোর বেদনার সঙ্গে যুক্ত হ'ল কন্যার অবমাননা । প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এবং রডারিক নামক নরপশুর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য জুলিয়ান মূসা ইবন নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের সাদর আমন্ত্রণ জানান।[৩৩] এবার সেনাপতি মূসা বিন নুসাইর প্রথমে পরীক্ষামূলক অভিযানের জন্য তারিফ বিন মালিককে চারশ' পদাতিক এবং একশ' অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে স্পেনের আলজিসিরাসে সফল অভিযান চালান।[৩৪] তারিফের এই সফল অভিযানের সংবাদ পেয়ে মূসা বিন নুসাইরের সহকারী সেনাধ্যক্ষ তারিক ইবনু যিয়াদ সাত হাযার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত এক মুজাহিদ বাহিনী অতি সফলতার সাথে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সংযোগকারী প্রণালিটি অতিক্রম করে ৯২ হিজরীর রজব অথবা শা'বান মোতাবেক ৭১১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল অথবা মে মাসে স্পেন ভূখণ্ডে অবতরণ করেন। যে পাহাড়ের পাদদেশে তারিক অবতরণ করেছিলেন তার নামকরণ করা হয় ‘জাবালুত তারিক’ (Gibralter)।[৩৫]

এ সংবাদ স্পেনের শাসনকর্তা রডারিকের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিলেন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। অন্যদিকে সেনাপতি তারিকও তাঁর অভিযানকে স্পেনের মূল ভূখণ্ডের দিকে পরিচালনা করলে সেনাধ্যক্ষ মূসা পাঁচ হাযার সৈন্য প্রেরণ করেন। সর্বোমোট ১২০০০ সৈন্যসহ সেনাপতি তারিক অগ্রসর হন।[৩৬] ১৯ জুলাই ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনী এবং গথিক রাজা রডারিকের নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে ওয়াদী লাজু নামক স্থানে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে গথিক বাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পলায়ন করে। হাযার হাযার গথিক সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। রডারিক উপায়ান্তর না দেখে পলায়ন করতে গিয়ে নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারান। তারিক আরো অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে এই ভাষণ দেন যে, ‘তোমাদের সম্মুখে শত্রুদল এবং পিছনে বিশাল বারিধি।[৩৭] তাই আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, যে কোন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ ও অবিচল থাকা এবং আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করা ব্যতীত তোমাদের বিকল্প কোন পথ নেই’।[৩৮] সৈনিকগণও সেনাপতির ভাষণের জবাব দেয়, জয় না হওয়া পর্যন্ত

* আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

১. ড. ওসমান গণী, উমাইয়া খেলাফত (কলকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫ খৃঃ), পৃঃ ১০৮।
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯।
৩. এ. এইচ. এম শামসুর রহমান, স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৩৯৭ বাংলা), পৃঃ ৫-৬।
৪. উমাইয়া খেলাফত, পৃঃ ১১০।
৫. সরকার শরীফুল ইসলাম, মুসলিম স্পেন (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খৃঃ), পৃঃ ৭।
৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খৃঃ, ১/৩১৭।
৭. উমাইয়া খেলাফত, পৃঃ ১১০।
৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১/৩১৭ পৃঃ ।
৯. আল্লামা তাকী উসমানী, স্পেনের কান্না (ঢাকাঃ সাউদিয়া লাইব্রেরী, ২০০০ খৃঃ), পৃঃ ২০।

আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। কারণ আমরা সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।[৩৯]

মুসলিম সৈনিকদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে গথিক রাজ্যের একটির পর একটি শহরের পতন হ'তে থাকে। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে মুসলমানরা কর্ডোভা জয় করেন।[৪০] মুসলমানরা স্পেন জয় করার পর প্রথমে সেভিল (Seville) কে রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু সোলাইমান ইবনু আব্দিল মালিকের যুগে স্পেনের গভর্ণর সামাহ বিন মালেক খাওলানী রাজধানী সেভিল থেকে কর্ডোভায় স্থানান্তরিত করেন। এরপর এই কর্ডোভা শতাব্দীর পর শতাব্দী স্পেনের রাজধানী হিসাবে থেকে যায়।[৪১] এভাবে পর্যায়ক্রমে বৃহত্তর স্পেন মুসলমানদের নেতৃত্বে চলে আসে। ইসলামী শাসনের শাশ্বত সৌন্দর্য ও ন্যায় বিচারে মুগ্ধ হয়ে হাযার হাযার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্প-সভ্যতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হ'তে থাকে।

ইউরোপীয় খ্রীষ্টান রাজাদের চক্ষুশূলের কারণ হয় মুসলমানদের এই অগ্রগতি। ফলে ইউরোপীয় মাটি থেকে মুসলিম শাসনের উচ্ছেদ চিন্তায় তারা ব্যাকুল হয়ে উঠে।[৪২] অতঃপর আরগুনের ফার্ডিন্যান্ড এবং কাস্তালিয়ার পর্তুগীজ রাণী ইসাবেলা এই দু'জনই চরম মুসলিম বিদ্বেষী খ্রীষ্টান নেতা পরস্পর মৈত্রী বন্ধনে এমনকি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাঁরা সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে মুসলমানদের উপর আঘাত হানবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে।[৪৩] তারা মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এমন এক মুহূর্তে ১৪৮৩ সালে আবুল হাসানের পুত্র আবু আব্দিল্লাহ বোয়াবদিল খ্রীষ্টান শহর লুসানা আক্রমণ করে পরাজিত ও বন্দী হন। এবার ফার্ডিন্যান্ড বন্দী বোয়াবদিলকে গ্রানাডা ধ্বংসের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। একদল সৈন্য দিয়ে বোয়াবদিলকে প্রেরণ করে তাঁরই পিতৃব্য আজ-জাগালের বিরুদ্ধে। বিশ্বাসঘাতক বোয়াবদিল ফার্ডিন্যান্ডের ধূর্তামি বুঝতে পারেননি এবং নিজেদের পতন নিজেদের দ্বারাই সংঘটিত হবে এ কথা তখন তার মনে জাগেনি। খ্রীষ্টানরাও উপযুক্ত মওকা পেয়ে তাদের লক্ষ্যবস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পরিকল্পনা কার্যকর করতে থাকে। বোয়াবদিল গ্রানাডা আক্রমণ করলে আজ-জাগাল উপায়ন্তর না দেখে মুসলিম শক্তিকে টিকিয়ে রাখার মানসেই বোয়াবদিলকে প্রস্তাব দেন যে, গ্রনাডা তারা যুক্তভাবে শাসন করবেন এবং সাধারণ শত্রুদের মোকাবেলার জন্য লড়াই করতে থাকবেন। কিন্তু আজ-জাগালের দেয়া এ প্রস্তাব অযোগ্য ও হতভাগ্য বোয়াবদিল প্রত্যাখ্যান করেন।[৪৪] শুরু হয় উভয়ের মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসাবেলা মুসলমানদের এই আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে গ্রাম-গঞ্জের নিরীহ মুসলিম নারী-পুরুষকে হত্যা করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে দিতে ছুটে আসে শহরের দিকে। অতঃপর রাজধানী গ্রনাডা অবরোধ করে। এতক্ষণে টনক নড়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর। তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে। তাতে ভড়কে যায় সম্মিলিত কাপুরুষ খ্রীষ্টান বাহিনী। সম্মুখ যুদ্ধে নির্ঘাত পরাজয় বুঝতে পেরে তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় শহরের বাইরের সকল শস্য খামার এবং বিশেষ করে শহরের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস 'ভেগা' উপত্যকা। ফলে অচিরেই দুর্ভিক্ষ নেমে আসে শহরে। খাদ্যাভাবে সেখানে হাহাকার দেখা দেয়। এই সুযোগে প্রতারক খ্রীষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড ঘোষণা করে 'মুসলমানেরা যদি শহরের প্রধান ফটক খুলে দেয় এবং নিরস্ত্র অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয়, তাহ'লে তাদেরকে বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেয়া হবে।[৪৫] আর যারা খ্রীষ্টান জাহাজগুলোতে আশ্রয় নিবে, তাদেরকে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেয়া হবে। অন্যথা আমার হাতে তোমাদেরকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে'।[৪৬]

দুর্ভিক্ষতাড়িত অসহায় নারী-পুরুষ ও মাছুম বাচ্চাদের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেদিন খ্রীষ্টান নেতাদের আশ্বাসে বিশ্বাস করে শহরের প্রধান ফটক খুলে দেন ও সবাইকে নিয়ে আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদে আশ্রয় নেন। কেউবা জাহাজগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু শহরে ঢুকে খ্রীষ্টান বাহিনী নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে মসজিদে আটকিয়ে বাহির থেকে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। অতঃপর একযোগে সকল মসজিদে আগুন লাগিয়ে বর্বর উল্লাসে ফেটে পড়ে নরপশুরা। আর জাহাজগুলোকে মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে দেয়া হয়। কেউ উইপোকার মত আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল, কারো হ'ল সলিল সমাধি। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধীভূত ৭ লক্ষাধিক অসহায় মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের আর্তচিৎকারে গ্রানাডার আকাশ-বাতাস যখন ভারী ও শোকাতুর হয়ে উঠেছিল, তখন হিংস্রতার নগ্নমূর্তি ফার্ডিন্যান্ড আনন্দের আতিশয্যে স্ত্রী ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরে ক্রূর হাসি হেসে বলতে থাকে, 'ওহ মুসলিম! হাউ ফুল ইউআর! হায় মুসলমান! তোমরা কত বোকা'।[৪৭]

---

১০. *স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ৮।*
১১. *ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃঃ ১/৩১৭।*
১২. *স্পেনের কান্না, পৃঃ ৪৩।*
১৩. *মাসিক আত-তাহরীক, ৫ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা, এপ্রিল-মে ০২ খৃঃ, পৃঃ ২১।*
১৪. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১/৩২২ পৃঃ।*
১৫. *স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ১৬১।*
১৬. *আত-তাহরীক, পৃঃ ২১; দৈনিক ইনকিলাব, ২৫.০৩.২০০৩, পৃঃ ৫।*
১৭. *দৈনিক ইনকিলাব, ২৯.০৩.২০০৫, পৃঃ ১৫।*
১৮. *মুসলিম স্পেন, পৃঃ ২৫; আত-তাহরীক, পৃঃ ২১; দৈনিক ইনকিলাব, ২৯.০৩.২০০৫, পৃঃ ১৫; ২৫.০৩.২০০৩, পৃঃ ১২; ৩১.০৩.২০০৩, পৃঃ ১৩।*

যেদিন এই হৃদয় বিদারক, মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছিল, সে দিনটি ছিল ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল। সেদিন থেকেই খ্রীষ্টান জগৎ প্রতি বছর ১লা এপ্রিল সাড়ম্বরে পালন করে আসছে April fools Day তথা 'এপ্রিলের বোকা দিবস' হিসাবে। মুসলমানদের বোকা বানানোর এই নিষ্ঠুর ধোঁকাবাজিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে সমগ্র ইউরোপে প্রতিবছর ১লা এপ্রিল 'এপ্রিল ফুল' দিবস হিসাবে পালিত হয়।[৪৮]

পৃথিবীর ইতিহাসে ঠাণ্ডা মাথার এই নির্মম প্রতারণা ও লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের আর কোন নযীর নেই। কিন্তু এত বড় ট্রাজেডীর পরেও আজ পর্যন্ত খ্রীষ্টান বিশ্ব কখনোই অপরাধ বোধ করেনি। বরং উল্টা তারা গত ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে গ্রনাডা বিজয়ের পাঁচশ' বর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আড়ম্বরপূর্ণ এক সভায় মিলিত হয়ে নতুন করে শপথ গ্রহণ করে একচ্ছত্র খ্রীষ্ট্রীয় বিশ্ব প্রতিষ্ঠার। বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ প্রতিহত করার জন্য গড়ে তোলে 'হলি মেরী ফাণ্ড'। বিশ্বের বিভিন্ন খ্রীষ্টান রাষ্ট্র উক্ত ফাণ্ডে নিয়মিত চাঁদা জমা করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিশ্বব্যাপী গড়ে তুলেছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেটওয়ার্ক।[৪৯] আজ এই জঘন্য উৎসব আমাদের মুসলমানদের জাতীয় জীবনেও প্রবেশ করেছে। প্রতি বছর ইংরেজী মাসের ১লা এপ্রিল ভোরে উঠেই একে অপরকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর ন্যক্কারজনক কাজে শরীক হয়ে বেশ আনন্দ উপভোগ করে থাকে ছেলে থেকে শুরু করে বুড়ো পর্যন্ত অনেকে। লক্ষ্য করা যায় গ্রামে-গঞ্জে-শহরে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত এমনকি সর্বোচ্চ শিক্ষিত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একে অপরকে নানাভাবে বিভিন্ন কৌশলে বোকা বানিয়ে আনন্দ পায়। শ্রেণীকক্ষের টেবিল-চেয়ার উল্টিয়ে, কলমের নিব সরিয়ে ইত্যাদি বিবিধ কৌশলে শিক্ষকদের বোকা বানানো হয়। আর শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকারাও একটু মুচকি হাসির মাধ্যমে খুব সহজেই তা বরণ করে নেন। এ দিনটিতে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, ছলনা ও মিথ্যা বলার মাধ্যমে নিজেকে চালাক প্রমাণ করার মানসে একশ্রেণীর মানুষকে খুব তৎপর দেখা যায়। তারা ধোঁকার এই নাটক রচনা করে প্রচুর কৌতুকও উপভোগ করে থাকে। এই নির্মম কৌতুকের কারণে প্রত্যেক বছর কত যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই।

১লা এপ্রিলের ঘটনায় কার না মন শিউরে উঠে, কার না হৃদয় কেঁদে উঠে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। ১লা এপ্রিলের ঘটনা স্মরণ করে মুসলমানরা সতর্ক হবে, শিক্ষা নিবে এমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং এর উল্টো প্রভাবই বিরাজ করছে। ১লা এপ্রিল আমাদের অনেক মুসলিম ভাই অমুসলিমদের হাতে হাত মিলিয়ে বিজাতীয় আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে। খ্রীষ্টান সংগঠন এ দিনে যখন বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তখন মুসলমানেরাও তাতে অংশ নেয়। মুসলিম সমাজের জন্য এর চেয়ে দুঃখ ও লজ্জার কারণ আর কিছু হ'তে পারে না। মুসলমানরা কেন 'এপ্রিল ফুল' পালন করবে? তারা কি ইতিহাস জানে না? যদি ইতিহাস না জেনে পালন করা হয় তাহ'লে বলা যায় আমরা আসলেই বোকা। কারণ আন্দাজে কেন একটা দিবস পালন করবো? আর যদি ইতিহাস জেনেই পালন করা হয় তাহ'লে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের মত বোকা জাতি তামাম বিশ্বে আর নেই।

দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও যখন এরূপ বোকা বানানোর সংস্কৃতি চোখে পড়ে তখন লজ্জায় বিস্মিত হ'তে হয়। কারণ উচ্চ ডিগ্রী অন্বেষণকারী ছাত্র সমাজ কেন গোলক ধাঁধায় পড়বে? এসব শিক্ষিতজনদের নিকট থেকে এই দেশ ও জাতি কোন্ সংস্কৃতি শিক্ষা লাভ করবে? ১লা এপ্রিল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের পূর্বপুরুষদের ৭৮০ বছরের গৌরবজ্জ্বল স্পেনে মুসলিম সভ্যতার ইতিহাসের কথা, খ্রীষ্টানদের প্রতারণার শিকার ৭ লক্ষাধিক মুসলিম ভাই-বোনদের সর্বশেষ আর্তচিৎকারের কথা, খৃষ্টানদের মুসলিম বিদ্বেষী মিশনের কথা, মুসলিম নিধনের মর্মান্তিক ইতিহাসের কথা।

আজো ইতিহাসের সেই কালপিট ইহুদী-খ্রীষ্টান জগতের নির্মম অত্যাচারের শিকার মুসলিম জাতি ও মুসলিম বিশ্ব। তাদেরই হিংস্র ছোবলে প্রতিনিয়ত হাযার হাযার মুসলমানের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটছে। তাদেরই ষড়যন্ত্রে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে আফগানিস্তানে। ইরাকের মাটি সিক্ত হচ্ছে মুসলমানদের তাজারক্তে। ফিলিস্তীনের মানুষ সদা-সর্বদা রণক্ষেত্রে বসবাস করছে। ঐ চিরশত্রুদের জিহ্বা এখন ইরানের দিকে প্রসারিত। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র পাকিস্তানে চলছে নানামুখী ষড়যন্ত্র। দেশে দেশে পাঠাচ্ছে তারা সাহয্যের নামে তাদের এনজিও সমূহকে। পশ্চিমা দর্শন চালান করে একদিকে তারা ভাইয়ে ভাইয়ে হিংসা-হানাহানির রাজনীতি চালু করেছে, অন্যদিকে মানবাধিকার রক্ষা ও সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম দেশ সমূহে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে। এদেরই পোষ্য একশ্রেণীর মিডিয়ায় তথ্য সন্ত্রাস করে আমাদেরকে ভুলেভরা ইতিহাস শিক্ষা দিচ্ছে।

পরিশেষে বলব, সূর্যালোকের ন্যায় সবকিছু সুস্পষ্ট হওয়ার পরও আমরা আর কতকাল বোকা হয়ে থাকব? অতএব আসুন! আমরা বোকার মত গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে প্রথমে জেনে নেই, ১লা এপ্রিল কি? কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এটা চালু হ'ল? অতঃপর বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ পরিত্যাগ করে আমরা আমাদের হারানো সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হই॥

---

১৯. *ইনকিলাব, ২৯.০৩.২০০৫, পৃঃ ১৫।*
২০. *আত-তাহরীক, পৃঃ ২১।*

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

সততার পুরস্কার

বিধবা দুঃখী মায়ের একমাত্র সন্তান আব্দুল আযীয। মা পরের বাড়ীতে কাজ করে অতি কষ্টে সন্তানকে একটুখানি বড় করেছে। যে বয়সে ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে যায়, সে বয়সে আব্দুল আযীয একজন গরুর রাখাল। রাখালী জীবনের কয়েক বছর কেটে গেলে একদিন গৃহস্বামীর পুত্র তাকে অতি নগণ্য অপরাধে চরম মারধর করে। ফলে মায়ের অতি কষ্টে সঞ্চিত কিছু টাকা নিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। মা ছেলেকে বাড়ীতে না পেয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করে। কেউ তার সন্ধান দিতে পারে না। ছেলেকে না পেয়ে মা কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ছেলের অদর্শনে মা দিন দিন কাহিল হয়ে পড়ে এবং শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এদিকে আব্দুল আযীয গ্রাম ছেড়ে কলিকাতা নগর অভিমুখে যাত্রা করে। ট্রেনের টিকিট ও যানবাহনের ভাড়া দিতে দিতে তার টাকা ফুরিয়ে যায়। কোন উপায়ান্তর না দেখে সে শিবনাথ নামে একজন হিন্দু বস্ত্র বিক্রেতার কাছে কাজের বিনিময়ে থাকা-খাওয়ার আবেদন করে। অনেকদিন থেকে শিবনাথ দোকানে একটি হিন্দু ছেলে রাখার চিন্তা করছে। কিন্তু ভাল হিন্দু ছেলে সে পায়নি। আব্দুল আযীয মুসলমান হওয়ায় তাকে দোকানে রাখতে অসম্মতি জানায়। আব্দুল আযীয তার হাত ধরে কেঁদে কেঁদে বলে, 'আপনি আমাকে দিয়ে কিছু দিন কাজ করিয়ে দেখুন, আমি ঠিকমত কাজ করতে পারি কি-না? আমার কাজে আপনি খুশী না হ'লে আমাকে তাড়িয়ে দিবেন। দোকানদার দেখল, শুধু থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে কাজ করিয়ে নিতে অসুবিধা নেই। তাই সে আব্দুল আযীযের কথায় রাযী হয়।

দোকানদার তাকে দিয়ে বাজার করিয়ে নিতে থাকে। আব্দুল আযীয বাজার করতে গিয়ে দরদাম দেখে ও যাচাই-বাছাই করে সওদা কিনে। ফলে সে ভাল সওদা সস্তা দামে পায়। এদিকে দোকানে বস্ত্র বিক্রিতেও সে দক্ষতা অর্জন করেছে। তার কথাবার্তায় ক্রেতারা মুগ্ধ হয়। ফলে দোকানে বেশ বস্ত্র বিক্রি হয়।

এর মধ্যে হঠাৎ শিবনাথের বাড়ী হ'তে দুঃসংবাদ আসে, তার স্ত্রী মরণাপন্ন। আব্দুল আযীযকে দোকানের দায়-দায়িত্ব দিয়ে সে বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তার স্ত্রী কলেরাতে মারা যায়। তার ছেলে-মেয়েও কলেরাতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সে নিজেও কলেরায় আক্রান্ত হয়। কিন্তু সে প্রাণে বেঁচে যায়। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাইকে হারিয়ে সে সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। কলিকাতার দোকানের প্রতি তার আকর্ষণ থাকে না। গ্রামবাসীও তাকে কলিকাতা যেতে বারণ করে। এভাবে দশ বছর কেটে যায়। দশ বছর পর শিবনাথ কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এতদিনে কলিকাতা শহরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তার দোকান ঘরের চেহারাও পাল্টে গেছে। ব্যবসা প্রসার হওয়ায় দোকানে কয়েকজন সহকারী রাখা হয়েছে। শিবনাথ তার দোকান চিনতে প্রথমত অসুবিধায় পড়ে। কিন্তু দীর্ঘদিনের পরিচিতির জন্য নিশ্চিত হয়। স্বজনহারা বেদনায় ও নিজের অসুখ হওয়ায় তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাই আব্দুল আযীয তাকে প্রথম চিনতে পারেনি। পরে নাম জানালে এবং দুঃখের বিবরণ শুনালে উভয়ে কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়ে। দোকানের সহকারীরাও এ পরিস্থিতিতে হতভম্ব হয়ে যায়। শেষে তারা উভয়কে সান্ত্বনা দিয়ে কান্না প্রশমিত করে।

আব্দুল আযীয শিবনাথকে জানায়, এ দোকানের যাবতীয় কিছু আপনার নামে করা হয়েছে। আপনি আপনার সম্পদ বুঝে নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে যাব। সম্ভবতঃ এতদিন আমার অদর্শনে মা বেঁচে নেই। আব্দুল আযীযের সততায় শিবনাথ একেবারে মুগ্ধ। মুসলমানদের প্রতি এতদিন ধরে তার যে অবিশ্বাস ছিল, আব্দুল আযীযের সততায় তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে আব্দুল আযীযকে জানায়, আমি আমার যাবতীয় সম্পদ তোমার নামে লিখে দিব। তুমিই আমার সন্তান। শিবনাথ তার দোকানসহ তার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আব্দুল আযীযকে লিখে দেয়। এরপর তাকে নিয়ে তার মায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

আব্দুল আযীযের মা দশ বছর আগেই পুত্র-শোকে মারা গেছে। আব্দুল আযীয মায়ের আত্মার কল্যাণে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে অনেক টাকা-পয়সা বিতরণ করে কলিকাতায় ফিরে আসে। শিবনাথ একটি ভাল মুসলিম পরিবারে আব্দুল আযীযের বিয়ে দেয়।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

চিকিৎসা জগত

গর্ভাবস্থা এবং ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস যে কোন বয়সে যে কোন লোকের হ'তে পারে। তবে গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী। গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস সাধারণত দু'ভাবে হ'তে পারে। গর্ভবতী হবার পূর্ব থেকে যদি কোন গর্ভবতী মহিলা ডায়াবেটিস-এ ভোগেন তখন তাকে Pre-Pregnancy ডায়াবেটিস বলে। আবার কোন মহিলার যদি গর্ভবতী অবস্থায় ডায়াবেটিস শুরু হয় অথবা ধরা পড়ে তখন তাকে Gestational ডায়াবেটিস বলে। সাধারণতঃ শতকরা ২ হ'তে ৮ ভাগ মহিলা Gestational ডায়াবেটিসে ভোগেন। গর্ভাবস্থায় Placental হরমোন এই ডায়াবেটিস সৃষ্টি করে।

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকিসমূহ:

✪ যে সকল মহিলা শারীরিক পরিশ্রম কম করেন।

✪ যে সকল মহিলার বয়স ২৫ বা এর উপরে।

✪ যে সকল মহিলার শরীরে মেদ বেশী বা যাদের বিএমআই ২৫-এর উর্ধ্বে।

✪ যে সকল মহিলার পূর্বে গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হয়।

✪ যে সকল মহিলা ৯ পাউন্ড বা তার বেশী ওযনের বাচ্চা প্রসব করেন।

✪ যে সকল মহিলার পরিবারে ভাই-বোন, বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানীর ডায়াবেটিস আছে।

✪ যে সকল মহিলা মৃত বাচ্চা প্রসব করেন এবং যাদের এবরশন (Abortion) হয় কিংবা যাদের বন্ধ্যাত্বের কারণে বাচ্চা হয় না।

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হ'লে মহিলাদের ক্ষতি হবার সম্ভাবনাসমূহ:

✪ মহিলার বাচ্চা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

✪ জরায়ুতে বেশী পানি জমে গিয়ে বাচ্চা মারা যেতে পারে।

✪ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য হ'তে পারে।

✪ ডায়াবেটিসের কারণে মায়ের চোখ ও কিডনির রোগ হ'লে, তা গর্ভাবস্থায় আরো অবনতি হ'তে পারে।

গর্ভাবস্থায় এবং প্রবসকালীন সময়ে বাচ্চার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা সমূহ:

✪ ত্রুটিপূর্ণভাবে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করতে পারে।

✪ জন্মের সময় বাচ্চার শরীরে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গিয়ে বাচ্চা অজ্ঞান ও কমা হ'তে পারে।

✪ চর্মরোগে আক্রান্ত হ'তে পারে।

✪ বাচ্চা জন্মগতভাবে হৃদরোগ, কিডনী রোগ ও মানসিক রোগ নিয়ে জন্মাতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ:

✪ ডায়াবেটিস রোগীদের গর্ভবতী হবার ৩ মাস পূর্ব থেকে মুখে খাওয়ার ডায়াবেটিস ওষুধ বন্ধ করতে হবে।

✪ গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসের একমাত্র চিকিৎসা ইনজেকশন ইনসুলিন। তবে এক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী, স্বচ্ছ এবং দ্রবণীয় ইনসুলিন ব্যবহার করা উত্তম।

✪ গর্ভাবস্থায় সব সময় রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ৬ মিলিমোল/লিটার কিংবা ১০৮ মিলিগ্রাম/ডেসি লিটার নীচে রাখতে হবে। হিমোগ্লোবিন এ ওয়ান সি'র (HbA_1C) মাত্রা ৬.৫ ভাগের নীচে রাখতে হবে।

✪ গর্ভবতী মায়ের ওযন এ সময়ে ১০ হ'তে ১৫ কেজির বেশী হওয়া যাবে না। গর্ভকালীন সময়ে অর্থাৎ ৩০ সপ্তাহ পূর্বে ১৫ দিনে ১ বার, ৩০ সপ্তাহ পরে ৭ দিনে ১ বার তার চিকিৎসা ফলোআপ করতে হবে।

✪ এছাড়া তাকে আয়রণ, ফলিক এসিড, ক্যালসিয়াম, টাটকা ফলমূল ও প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি খেতে হবে।

** ডাঃ এস.এম.এ মামুন; এম.সি.পি.এস, এফ.এম.ডি, সি.সি.ডি,*
এমবিবিএস মেডিসিন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ
মেডিকেল অফিসার, মুহাম্মাদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া।

ক্ষেত-খামার

গ্রীষ্মকালীন সবজি শসা চাষ

গ্রীষ্মকালীন সবজির মধ্যে অন্যতম হ'ল শসা। বাংলাদেশে শসা তরকারি ছাড়া সালাদ হিসাবে বেশী ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে প্রায় সারা বছরই শসার চাষ হচ্ছে এবং বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তবে আর্দ্র পরিবেশে শসার কোন কোন জাত সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই সারা বছর বিশেষ করে বর্ষায় চাষ করার সময় সঠিক জাত নির্বাচন করা যরূরী। শসা চাষের জন্য ২৫°-৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। তবে মাটির তাপমাত্রা ১৫° সে. -এর কম হ'লে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় না বলে শীত মৌসুমে শসা চাষের বেলায় বীজ আগাম বুনতে হয়, যাতে শীত পড়ার আগেই গাছের যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। পানি নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত যে কোন ধরনের মাটি শসা চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশে বেশকিছু স্থানীয় জাতের শসা চাষ হয়ে থাকে। যেমন হিমেল, তিতুমীর, 'গ্রীন কিং' 'শীলা, 'আলাভী', 'ফিল্ড কিং' 'শীতল' 'বীর শ্রেষ্ঠ', 'সফিলা-১', 'ডাইনেস্টি' 'ডেভী-২২৩১', 'হীরা-৯০৪', 'রত্না' ও 'বারোমাসি'। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) থেকে মুক্তায়িত 'বারোমাসি' ও 'পটিয়া জায়েন্ট' প্রভৃতিও চাষ হচ্ছে।

শসার বীজ মাদায় লাগানো হয় বলে বীজ বোনার আগে জমি ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও সমান করে তৈরী করতে হয়। এরপর বীজের পরিমাণ অনুযায়ী মাদাপ্রতি সার প্রয়োগ করতে হয়। যেমন- গোবর সার ১০ কেজি, সরিষার খৈল ১০০ গ্রাম, ইউরিয়া সার ২৫ গ্রাম, টিএসপি ৩০ গ্রাম, এমওপি ২৫ গ্রাম। গোবর ও সরিষার খৈল, টিএসপি এবং এমওপির সম্পূর্ণটাই জমি তৈরীর শেষ চাষের সময় অথবা বীজ বোনার ৮-১০ দিন আগে দিতে হয়। ইউরিয়া সার দু'ভাগ করে বীজ থেকে চারা গজানোর ২০-২২ দিন পর প্রথমবার এবং অপর ভাগ চারা গজানোর ৪০-৪২ দিন পর ২ কিস্তিতে মাদার চারপাশে প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়।

ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত যে কোন সময়ে শসার বীজ বপন করা যায়। অন্যদিকে বারোমাসি জাতসমূহ বর্ষাকাল ছাড়া বছরের যেকোন সময় বপন করা যায়। পানি নিষ্কাশনের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'লে বর্ষায়ও শসার চাষ করা সম্ভব হয়। প্রতি শতকে ২-৩ গ্রাম বা বিঘা প্রতি ৬৫-৭০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন। স্থানীয় লতানো জাতের ক্ষেত্রে ২ মিটার দূরত্বে মাদা তৈরী করে প্রতি মাদায় ২-৩টি বীজ বুনতে হয়। তবে পলিব্যাগে চারা তৈরী করেও মাদায় লাগানো যেতে পারে। আবার ছোট ও ঝোপালো জাতের ক্ষেত্রে ১ মিটার প্রস্থের বেড তৈরী করে সারিতে ২৫-৩০ সেমি. দূরত্বে বীজ বোনা যেতে পারে। বীজ বোনার আগে ৩-৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে বীজের অঙ্কুরোদগম দ্রুত হয়।

লতানো জাতের বেলায় বাউনি দেয়া আবশ্যক। অন্যদিকে ছোট ও ঝোপালো জাতের বেলায় বাঁশের কাঠি বা চিকন কোন ডাল দিয়ে খুঁটি দেয়ার প্রয়োজন হয়। কখনো কখনো ছোট জাতের বেলায় বাউনি বা মাচা না দিয়ে মাটিতে খড় বিছিয়ে দিলেও চলে। চারা গজানো বা চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত ক্ষেতে বা গাছের গোড়ায় কোন ধরনের আগাছা জন্মাতে দেয়া উচিত নয়। মাটিতে রসের অভাব হ'লে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। দু'বেডের মাঝের নালায় পানি ভরে রাখলে দু'পাশ শুষে নেয়। বেডের উপরে পানি সেচের প্রয়োজন হয় না। পানি সেচের কয়েকদিন পর মাটির চটা ভাঙার প্রয়োজন হয়। নিড়ানি দিয়ে এ কাজটি করার সময় আগাছা ও শসার গাছের গোড়ার মাটিও আলগা করে দেয়া যায়। শসার গাছের নিচের দিক থেকে ২-৩টি পর্ব থেকে গজানো কুশি ভেঙ্গে দিতে হয়। কারণ এসব কুশি থেকে যেসব শাখা হয় সেগুলোতে কোন ফুল বা ফল হয় না, আর হ'লেও ছোট বা কম হয়। চারা গজানো বা রোপণের ৪০-৬০ দিনের মধ্যে জাতভেদে শসা সংগ্রহ করা যায়। প্রতি শতকে ৩৫-৫০ কেজি অথবা বিঘা প্রতি ১-২ টন শসা পাওয়া যায়।

গাজর চাষ করে ৫০ হাযার টাকা আয়

গাজর অতি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর সবজি। গাঢ় কমলা রঙের গাজর দেখতে যেমন আকর্ষণীয় গুণে-মানেও তেমনি সমৃদ্ধ। গাজর কাঁচা চিবিয়ে খেতে বেশ মজা লাগে। পাশাপাশি তরকারি, সালাদ, হালুয়া, মোরোব্বা ইত্যাদি তৈরী করে খাওয়া যায়। গাজর পাতা উত্তম শাক হিসাবেও খাওয়া যায়। গাজর দেখতে অনেকটা মুলার মত হ'লেও মুলার চেয়ে গাজরের পুষ্টিগুণ অনেক বেশী।

বীজ বোনার আড়াই মাস পর ফসল সংগ্রহের উপযোগী হয়। বিঘা প্রতি ৫০/৬০ মণ পর্যন্ত গাজর উৎপাদন করা যায়। এ হিসাবে বর্তমান বাজার দরে বিক্রি করতে পারলে এক বিঘা জমিতে গাজর চাষ করে ৫০ হাযার টাকা আয় করা সম্ভব।

গাজরের খাদ্যমান: আহার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম গাজরে আছে আমিষ ১.২ গ্রাম, শ্বেতসার ১২.৭ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, খনিজ লবণ ০.৯ গ্রাম, 'ভিটামিন বি-১' ০.০৪ মি. গ্রাম, 'ভিটামিন বি-২' ০.০৫ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ১৫ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৭ মিলিগ্রাম, লৌহ ২.২ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১০৫২০ মাইক্রোগ্রাম, খাদ্যশক্তি ৫৭ কিঃ ক্যালোরি। মানব দেহের বৃদ্ধি, উন্নয়ন, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও বুদ্ধিমত্তা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান গাজরে বিদ্যমান থাকায় সব বয়সী মানুষের গাজর খাওয়া আবশ্যক।

গাজর চাষ পদ্ধতি: গাজর চাষের জন্য দোআঁশ মাটি বেশী উপযোগী। পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত একখণ্ড জমি গাজর চাষের জন্য নির্বাচন করে উত্তম রূপে লাঙল দিয়ে ৭/৮টি চাষ দিতে হবে। এরপর শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর, ৬শ' গ্রাম ইউরিয়া, ৫শ' গ্রাম টিএসপি ও এমপি সার প্রয়োগ করে মই দিয়ে মাটি সমান করতে হবে। তারপর ৩০ সে. মি. দূরত্বে সারি করে বীজ বপন করতে হবে। বীজ যেহেতু অতি ক্ষুদ্র, সেহেতু বীজের সঙ্গে মাটি অথবা বালি মিশিয়ে নিয়ে বপন করা যেতে পারে। বীজ যেন বেশী গভীরে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিভিন্ন জাতের গাজর বর্তমানে পাওয়া যায়। তবে পুশা-কেশর জাতের গাজর চাষ করা যেতে পারে। গাজর চাষ অনেকটাই নির্ভর করে পরিচর্যার উপর। সঠিক পরিচর্যা হ'লে দেশী জাতের গাজরও ভাল ফলন দিতে পারে।

[সংকলিত]

Contents

কবিতা

লোভ-লালসা

-আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়ালক্ষ্মীপুরা, চারঘাট, রাজশাহী।

লোভ-লালসার মোহে পড়ে
ছুটছে মানুষ সর্বদাই
সকল জাতি মাতামাতি
করছে যে লোভ-লালসায়।
লোভী যারা করে নাকো
ভাল-মন্দের বাছবিচার
পরখ করে দেখে নাতো
কোন সত্য মিথ্যাটার।
ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দ
কোনটারই হিসাব নাই
বিভব রতন পাওয়ার তরে
লোভে পড়ে জ্ঞান হারায়।
লোভ-লালসা পাপের মূলে
ধ্বংস ইহ-পরকাল
তারই ফলে হারাতে হয়
অনেক সময় জান ও মাল।
কত জ্ঞানী জ্ঞান হারাল
লোভ-লালসার মায়া মোহে
পাগল বেশে ঘুরল কেহ
শিরি-ফরহাদ মজনু হয়ে।
ভাই-বেরাদার ইষ্টি-কুটুম
কেবা যে পর আপনজন
ধরলে পরে এই ব্যাধিতে
মনে তো না রয় কখন।
লোভ-লালসা ভালবাসা
মিছে মায়ার দুনিয়াদারী
দু'দিনের এই খেলা ঘরে
লাগায় শুধু চমক ভারী।
গাড়ী-বাড়ী ধন-সম্পদ
ক'দিন কার বা সঙ্গে রয়?
দু'দিন পরে সকল ছেড়ে
খালি হাতেই যেতে হয়।
কত রাজা-বাদশা গেল
দখল করে কত দেশ
সবাই গেছে দুনিয়া ছেড়ে
নেইকো কারো চিহ্ন লেশ।
সবাই গেছে অবশেষে
লোভ-লালসার পৃথ্বী ছেড়ে
পরবাসী ফিরে গেছে
আপনজনের স্থায়ী নীড়ে।
ছাড় সবে লোভ-লালসা
ভালবাসার মিছে মোহ
যেতে হবে যাঁর কাছে
তাঁরই কেবল পথটি চাই।

***

বাংলাদেশের গান

-মাহফুযুর রহমান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গোলাপ রাঙা সাঁঝের আকাশ
পাখির ডানায় ভোর,
পিঠ ঝাঁঝালো বোশেখ দুপুর
খুলুক রাতের দোর।
মিষ্টি দাদুর গল্প শুনি
নিত্য সবুজ স্বপ্ন বুনি
চিলের পাখায় আকাশ ফুঁড়ে
চাই যেতে চাই সুখের পুরে
আঁধার রাতের গহীন কালো
বাড়ায় ঘুমের ঘোর।
গাছ গাছালি লতায় পাতায়
কিংবা আমার ছবির খাতায়
প্রজাপতি শালিক ডানায়
আমার মায়ের দেশটি মানায়
এদেশ আমার জন্মভূমি
চাই যে আলোর ভোর।

***

আত্মোপলব্ধি

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এ পরাজয় হোক বিজয়ের সোপান
আত্ম প্রত্যয় আনুক অন্তরে,
বিগত দিনের হিসাব-নিকাস সবই
পৌঁছে দিক উপলব্ধির দ্বারে।
অমিল আর গোঁজামিল যত
পিছনে এসেছ ফেলে,
আকাংখার তীব্রতায় সব হিসাব
যাবে যে এবার মিলে।
ভয় নেই ওরে, ভয় নেই তোমার
তুমি তো নও একা,
আকাশে বাতাসে যাঁর রূপ দেখ
নীরবে দিবে সে দেখা।
উদ্বায়ী সময় সদ্ব্যয়ী হ'লে
বিজয় দিবে যে ধরা
ধৈর্যের সাথে সদা চেষ্টা কর
সৌভাগ্য আসে না ত্বরা।
সময় ও সুযোগ বড় আমানত
খেয়ানত করলে কভু,
দুঃখ দৈন্য যিল্লতীই পাবে
নারায হবেন প্রভু।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। বাংলা একাডেমী।
২। মিরপুর ২নং জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা।
৩। চলনবিল।
৪। ভোলা।
৫। কেরু এন্ড কোং, দর্শনা, কুষ্টিয়া।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (সৌরজগৎ)-এর সঠিক উত্তর

১। ১৫ কোটি কিলোমিটার।
২। চাঁদ।
৩। সূর্যগ্রহণ।
৪। ৬৪৩৪ কি.মি.।
৫। আলিবার্ড হল।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী কে?
২। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
৩। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পল্লীকবি কে?
৪। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ কে?
৫। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর কে?

** সংগ্রহেঃ আবু তাহের বিন আফতাবুদ্দীন*
সোনামণি- ঢাকা যেলা সহ-পরিচালক।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (খাদ্য ও পুষ্টি)

১। খাদ্যের উপাদান কয়টি ও কি কি?
২। একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের দেহে দৈনিক কত লিটার পানির প্রয়োজন?
৩। কোন খাদ্যে তাপ উৎপাদন ক্ষমতা বেশী?
৪। শর্করা জাতীয় খাদ্য কোনগুলি?
৫। ফলে প্রচুর পরিমাণে কি থাকে?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৯ জানুয়ারী সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমদ। তিনি 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' আয়োজিত কুরআন ও হাদীছ প্রতিযোগিতা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি সকল সোনামণিকে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সাইফুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সোনামণি মারকায শাখার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক রবীউল আউয়াল।

জুমারবাড়ী, গাইবান্ধা ৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য বেলা ১২-টায় সাঘাটা থানাধীন জুমারবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব নাজিবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু নো'মান বিন আব্দুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের নামকরণ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে চরিত্র গঠন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহসান হাবীব। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুসাম্মাৎ সাথী আখতার।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

যিল্লুর রহমান নয়া প্রেসিডেন্ট

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'লেন বর্ষীয়ান নেতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান। গত ১২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭-টায় বঙ্গভবনের দরবার হলে প্রধান বিচারপতি এম.এম. রূহুল আমীন ১৯তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিদায়ী প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজুদ্দীন আহমাদ, বিরোধী দলের চিপ হুইপ জয়নাল আবেদীন ফারূকের নেতৃত্বে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল, জাতীয় সংসদের স্পিকার এডভোকেট আব্দুল হামীদ, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ, সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমাদ, বিচারপতি লতীফুর রহমান, মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবর্গ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামসুল হুদা ও অপর দু'নির্বাচন কমিশনার, তিন বাহিনীর প্রধান, সিটি করপোরেশনের মেয়র, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভিসি, রাজনীতিবিদ, শীর্ষ ব্যবসায়ী প্রমুখ। শপথ নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের নিকট প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, জিল্লুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট করতে পেরে আমি আনন্দিত। তিনি একজন যোগ্য ব্যক্তি, তাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্র অব্যাহত থাকবে। সংসদের বিরোধী দলীয় চিপ হুইপ নতুন প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, নিরপেক্ষভাবে কাজ করলে প্রেসিডেন্টকে বিএনপির পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা দেয়া হবে। শপথ বাক্যের পরে দরবার হলে উপস্থিত অতিথিরা নতুন প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানান।

প্রেসিডেন্ট যিল্লুর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত : ১৯২৯ সালের ৯ মার্চ কিশোরগঞ্জ যেলার ভৈরব থানার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী মেহের আলী। প্রেসিডেন্ট যিল্লুর রহমান ময়মনসিংহ যেলা শহরে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু করেন। ১৯৪৫ সালে ভৈরব কোর্ট হাইস্কুল থেকে মেট্রিক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ এমএ ও এলএলবি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলায় ১৯৫২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী এক ছাত্র সমাবেশে জনাব যিল্লুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। সেখানেই ২১ ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অপরাধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হন এবং একই সালে তাঁর মাস্টার্স ডিগ্রী কেড়ে নেয়া হয়। কিন্তু প্রবল আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুনরায় তাঁর মাস্টার্স ডিগ্রী ফিরিয়ে দেন।

১৯৪৬ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায় সিলেট গণভোটের কাজ করার সময় তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৬২ সালের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানসহ প্রতিটি গণ আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে থেকে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ) নির্বাচিত হন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁর সংসদ সদস্য পদ বাতিল করে ২০ বছর কারাদণ্ড প্রদান ও সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য হিসাবে সংবিধান প্রণয়নে অংশ নেন। ১৯৭৩ ও ১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালে ৭ম জাতীয় সংসদে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী হন। ২০০১ সালে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৭ সালে ১১ জানুয়ারীতে পট পরিবর্তন হ'লে ১৬ জুলাই শেখ হাসিনা গ্রেফতার হ'লে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর সার্ভিস চার্জ ২০ গুণ বেশী

সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনার জন্য সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর তুলনায় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিদেশী ব্যাংকগুলো ২০ গুণ বেশী সার্ভিস চার্জ নিচ্ছে। দেশে কার্যরত সরকারী, বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর সঞ্চয়ী হিসাবের বিপরীতে নেয়া সার্ভিস চার্জের তথ্য পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ পরিমাণ সার্ভিস চার্জকে অযৌক্তিক ও অসহনীয় বলে আখ্যায়িত করছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক নির্দেশের প্রেক্ষিতে দেশের ৪৮টি ব্যাংক প্রেরিত তথ্য থেকে জানা গেছে, সরকারী মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনার জন্য বছরে ৫০ টাকা সার্ভিস চার্জ নিচ্ছে। এ ব্যাংকগুলো হিসাব বন্ধ করতে ৫০ থেকে ১০০ টাকা চার্জ নেয়। এছাড়া সরকারী মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোও সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনার জন্য বছরে ৫০ টাকা চার্জ নেয় এবং হিসাব বন্ধ করতে ২০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত চার্জ নেয়। অপরদিকে বেসরকারী ব্যাংকগুলো সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনার জন্য বছরে সর্বনিম্ন ২০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা সার্ভিস চার্জ নিচ্ছে। এ ব্যাংকগুলো সঞ্চয়ী হিসাব বন্ধ করার জন্য সর্বনিম্ন ৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা পর্যন্ত চার্জ নেয়। বিদেশী ব্যাংকগুলো বছরে সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা চার্জ নেয়। আর হিসাব বন্ধ করতে সকল বিদেশী ব্যাংক চার্জ নেয় ৫০০ টাকা।

বিএসএফ ৯ বছরে ৭৪৩ বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) গত ৯ বছরে ৭৪৩ জন বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে। নির্যাতন চালিয়েছে ৮০৬ জনের ওপর এবং অপহরণ করেছে ৮৮৬ জনকে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের বিএসএফের এই নির্বিচার হত্যা, নির্যাতন ও অপহরণের অব্যাহত ঘটনার প্রতি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের করণীয় লক্ষ্য করা যায় না। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' প্রদত্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে

Contents

২০০০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ২০০৯ সালের ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত সীমান্তে এসব হত্যা, নির্যাতন ও অপহরণের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। বিএসএফের এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আন্তর্জাতিক আইন অবজ্ঞা করে এ হত্যাকাণ্ড চালানো হচ্ছে। সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে হত্যা করা মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক আইনের চরম লংঘন। বিএসএফের এ ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে ভারত সরকারের সঙ্গে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারকে ভূমিকা পালন করতে হবে।

দেশে প্রতিবছর ৬ হাযার শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মায়

বাংলাদেশে ১ কোটিরও বেশী লোক থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক। প্রতিবছর ৬ হাযার শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মায়। দেশে বর্তমানে প্রায় ২০ হাযার শিশু এ রোগে ভুগছে। প্রতিদিনই এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বিশ্বে ১০ কোটি থ্যালাসেমিয়া রোগী রয়েছে। বাংলাদেশে প্রতি হাযার শিশুর মধ্যে ১টি শিশু এবং প্রতিবছর ৬ হাযার শিশু মারাত্মক থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। উল্লেখ্য, থ্যালাসেমিয়া রক্ত স্বল্পতাজনিত রোগ। মা-বাবার রক্ত থেকে সন্তান বিটা থ্যালাসেমিয়া জিনপ্রাপ্ত হ'লে সন্তানের রক্তে বিটা চেইন তৈরীর ক্ষমতা একেবারেই লোপ পায়। ফলে স্বাভাবিক মাত্রার তৈরী আলফা চেইন অন্যান্য অস্বাভাবিক চেইনের সঙ্গে মিলে ত্রুটিপূর্ণ হিমোগ্লোবিন তৈরী করে। এ কারণে সন্তান জন্ম নেয়ার পর থেকে তার শরীরে রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয়।

বছরে ১০ লাখ টন ফসল ইঁদুরের পেটে যায়

দেশে শতকরা ৭ থেকে ১০ ভাগ ফসলের ক্ষতি করে ইঁদুর। প্রতি বছর অন্তত ১০ লাখ টন খাদ্যশস্যের ক্ষতি হয় ইঁদুরের কারণে। ইঁদুর প্রতি বছর আমন ফসলের ৭ ভাগ, গমের ৯ ভাগ, গোল আলুর ৬ ভাগ, শাকসবজির ৫ ভাগের ক্ষতি করে থাকে। একটি ইঁদুর এক রাতে ৪শ' ফসলের শীষ কাটতে পারে। উল্লেখ্য, দেশব্যাপী ইঁদুর নিধন অভিযানের ফলে বছরে ৪৮ হাযার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। গত ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে অভিযান চালিয়ে ৫৭ লাখ ইঁদুর নিধন করা হয়।

বিশ্বের ৩৪টি দেশে রফতানি হচ্ছে বাংলাদেশের ফুল

ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, দুবাই, আমেরিকা, থাইল্যান্ড, লন্ডন সহ বিশ্বের ৩৪টি দেশে বাংলাদেশের বিভিন্ন ফুল রফতানি করা হয়। প্রতিবছর ৩০ শতাংশ হারে ফুলের রফতানি বাড়ছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বিদেশে ২৫০ কোটি টাকার বাংলাদেশী ফুল রফতানি হয়েছে। এর পূর্বের বছর ফুল রফতানি হয়েছিল ১৬২ কোটি টাকার। দেশে এবং রফতানি পর্যায়ে ব্যবসা জমজমাট হওয়ায় ফুল চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ফুল চাষীরা। বর্তমানে দেশে প্রায় ৬শ' কোটি টাকার ফুলের বাজার রয়েছে। রাজধানীর আশপাশ ও দেশের ২০ যেলায় প্রায় ৫০০০ হেক্টর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে ফুল চাষ করা হচ্ছে। গড়ে প্রতিদিন রজনীগন্ধা ফুল ৫০ হাযার পিস, গোলাপ ৭০ হাযার পিস, গ্লাডিওলা ২০ হাযার পিস, গাঁদা ফুল ৮০ লাখ পিস, ঝারবেরা ১ হাযার পিস, লিলিয়াম ৫০০ পিস, থাইল্যান্ডের অর্কিড ৫ হাযার পিস বিক্রয় হয়।

দেশে প্রতি বছর ৭০ লাখ মানুষ অ্যাজমা ও ফুসফুসজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে

দেশের প্রায় ৭০ লাখ লোক ধুলো, যানবাহনের ধোঁয়া ও অন্যান্য কারণে হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পরিবেশ, বায়ু ও শব্দ দূষণ এখন যে মাত্রায় পৌঁছেছে তা জন-স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। শ্বাসনালী, ফুসফুস ও চোখের প্রদাহ ছাড়াও নানা রোগের কারণ হচ্ছে বায়ু দূষণ। গত ১৯ ফেব্রুয়ারী হোটেল শেরাটনে আয়োজিত 'চেষ্ট অ্যান্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশে'র ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞরা একথা বলেন। বক্ষব্যাধি হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক মোঃ মোস্তাফীযুর রহমান বলেন, দেশে প্রতি বছর ৭০ লাখ মানুষ অ্যাজমা ও ফুসফুসজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অ্যাজমায় আক্রান্তদের ৯০ ভাগই সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছে না। ফলে বছরে ৭০ হাযার মানুষ ফুসফুসজনিত রোগে মারা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা জানান, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে বক্ষব্যাধি প্রায় ৩০ ভাগ। বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য রয়েছে মহাখালীর জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং ৪৪টি যেলায় বক্ষব্যাধি ক্লিনিক ও হাসপাতাল। যা এ দেশের মানুষের জন্য পর্যাপ্ত নয়। বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সংখ্যক মানসম্মত হাসপাতাল।

বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা

বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ২০০৮ পেলেন অধ্যাপক ডঃ করুনাময় গোস্বামী, কবি মাহবুব ছিদ্দীক (কবিতা) এবং হেলেনা খান (শিশু সাহিত্য)। গত ১৯ ফেব্রুয়ারী পদক ঘোষণা করেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ সৈয়দ মুহাম্মাদ শাহেদ। ২৬ ফেব্রুয়ারী বিকাল ৪-টায় বই মেলার মেলামঞ্চে পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কার হিসাবে প্রত্যেককে ১ লাখ টাকার চেক, সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

জন্মের ২৮দিনের মধ্যে মারা যায় ১ লাখ ২০ হাযার শিশু

বাংলাদেশে প্রতিলাখ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুর হার ৩২২ জন। অর্থাৎ প্রসবকালীন জটিলতার কারণে বছরে প্রায় ১২ হাযার নারীর মৃত্যু ঘটে। এর অর্থ হচ্ছে প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রথম ২৮ দিনে ১ লাখ ২০ হাযার নবজাতক শিশু মারা যায়। শতকরা মাত্র ১৮ ভাগ প্রসব প্রশিক্ষিত সেবাদানকারীর মাধ্যমেও ৮৫ ভাগ প্রসব বাড়িতেই হয়ে থাকে। প্রতি পাঁচজন মা ও নবজাতকের একজন মাত্র প্রসবের ৪২ দিনের মধ্যে প্রশিক্ষিত সেবাদানকারীর কাছ থেকে প্রসব পরবর্তী সেবা পায়। ২৯ জানুয়ারী '০৯ রাজধানীর একটি হোটেলে ইউনিসেফের বার্ষিক প্রধান প্রকাশনা 'বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০৯' প্রতিবেদনে এতথ্য প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের মাতৃমৃত্যুর শতকরা ৯৫ ভাগ এবং নবজাতক মৃত্যুর শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ঘটে আফ্রিকা ও

Contents

এশিয়ায়। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, উন্নত দেশগুলোর নারীদের তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের নারীদের মধ্যে প্রসবকালে অথবা গর্ভ সংশ্লিষ্ট জটিলতার কারণে মৃত্যুর হার তিনগুণ বেশী। মাতৃমৃত্যুর সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ১০টি দেশ হচ্ছে, নাইজার, আফগানিস্তান, সিয়েরালিওন, চাঁদ, এঙ্গোলা, লাইবেরিয়া, সোমালিয়া, কঙ্গো, গিনি-বিসাউ ও মালি।

যানবাহনের গতিবিধি-অবস্থান জানা যাবে মোবাইল ফোনে

মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যানবাহনের অবস্থান ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। যেকোন ধরনের নৌযান বা গাড়ীর মালিকরা ডিজিটাল মানচিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে মোবাইল স্ক্রিনে মুহূর্তেই নিজ নিজ বাহনটির অবস্থান সম্পর্কে অবগত হ'তে পারবেন। যানবাহন গতিবিধি শনাক্তকরণ পদ্ধতি (ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম)-এর মাধ্যমে চুরি যাওয়া যানবাহনের অবস্থান শনাক্ত করার ব্যবস্থাও থাকবে। এছাড়া গাড়ীর চালক ও বিপণনে নিয়োজিত কর্মচারীদের গতিবিধিও পর্যবেক্ষণ করা যাবে এ প্রযুক্তির মাধ্যমে। 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন' (বিটিআরসি) জানিয়েছে, বিষয়টি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে 'গাইডলাইন অন লাইসেন্সিং' গাইড লাইনটি বিটিআরসির ওয়েব সাইটে (WWW. btrc.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ সেবাটি চালু আছে। এখন থেকে বাংলাদেশের জনগণ 'ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিস' সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে অপারেটরদের লাইসেন্স দেয়া হবে। যেকোন আগ্রহী ব্যক্তি গাইড লাইনের শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারবেন। বিটিআরসির একটি সূত্র জানায়, যানবাহন গতিবিধি শনাক্তকরণ পদ্ধতি (ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম) হ'ল একটি মূল্য সংযোজিত সেবা যা দ্বারা যানবাহনে 'জিপিএস ট্রান্সপনডার' সংযোজনের মাধ্যমে বাহনটির মালিক বা তৃতীয় পক্ষকে বাহনটির অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করে। পদ্ধতিটি বাহনের চলমান এবং স্থির উভয় অবস্থাতেই কাজ করে। পদ্ধতিটি বাহনে স্থাপিত শনাক্তকরণ যন্ত্র, বেতার যোগাযোগ এবং জিপিএস প্রযুক্তির সমন্বিত রূপ যা মোবাইল ফোন, ওয়েব ইন্টারফেস বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক-এ ডিজিটাল মানচিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করে থাকে। এ ছাড়াও মোবাইল নেটওয়ার্কে 'সিম' ব্যবহার করে অবস্থান ভিত্তিক সেবা (এলবিএস) প্রযুক্তির মাধ্যমেও যানবাহনের গতিবিধি শনাক্ত করা যায়।

বিডিআর বিদ্রোহঃ নিহত অর্ধশতাধিক সেনাকর্মকর্তা

রাজধানীর পিলখানায় বিডিআর সদর দফতরে বিডিআর সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন গত ২৫ ফেব্রুয়ারী সামান্য দাবী দাওয়াকে কেন্দ্র করে বিডিআর জওয়ানদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। বিডিআর-এর কমান্ডে বিডিআর-এর লোকজনই থাকবে এই মৌলিক দাবীকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। আগের দিন ২৪ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিডিআর সদর দফতরে যান। প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে বিডিআর জওয়ানদের জন্য কি আশ্বাস পাওয়া গেছে তা জওয়ানরা কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চায়। কিন্তু কর্মকর্তারা দরবার হলে অন্য কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানানোর কথা বলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারী সকাল ৯-টায় কর্মকর্তাদের সভা আহ্বান করা হয়। সকাল পৌনে ৯-টা থেকে কর্মকর্তারা দরবার হলে আসতে শুরু করেন। বিডিআর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমাদ, পরিচালক কর্ণেল গুলজার ও অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ, সকল সেক্টর কমান্ডার সহ কর্মকর্তারা দরবার হলে আসেন। সভা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে ৬/৭ জন সশস্ত্র জওয়ান দরবার হলে ঢুকে পড়ে। তাদের বেরিয়ে যেতে বলা হ'লে তারা বিডিআর জওয়ানদের দাবী-দাওয়ার কথা উত্থাপন করে এবং তাদের কথা শুনতে অনুরোধ করে। এ নিয়ে বিডিআর জওয়ান ও কর্মকর্তাদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। এ বাকবিতণ্ডা এক পর্যায়ে প্রচণ্ড গোলাগুলি ও হতাহতের ঘটনার মধ্য দিয়ে রক্তাক্ত বিদ্রোহে রূপ নেয়। অস্ত্রাগার উন্মুক্ত করে দিয়ে জওয়ানরা ডিজিসহ ষাটোর্ধ্ব সেনাকর্মকর্তাকে হত্যা করে। অতঃপর তাদের লাশ বিভিন্ন ড্রেন, ম্যানহোল ও নর্দমায় ফেলে রাখে। কিছু লাশ পুড়িয়ে ফেলে কিছু লাশকে গণকবর দেয়। সেনা সদস্য ছাড়া ৩ জন পথচারীও বিডিআরদের গুলীতে নিহত হয়। আহত হয় শতাধিক। বিদ্রোহীরা সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারের সদস্যদের কাউকে হত্যা করে এবং অনেককে জিম্মি করে রাখে। প্রধানমন্ত্রীর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও বিডিআরদের দাবী পর্যায়ক্রমে পূরণের আশ্বাস এবং বিডিআরদের অস্ত্র জমা দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার কড়া নির্দেশের মধ্য দিয়ে ৩৩ ঘণ্টার বিডিআর বিদ্রোহের অবসান ঘটে। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ৯ মাসে সামরিক বাহিনীর মাত্র ৫৬ জন অফিসার নিহত হয়। আর বিডিআর বিদ্রোহে কয়েক ঘণ্টায় নিহত হয় তারচেয়ে বেশী কর্মকর্তা।

এদিকে হত্যাকাণ্ড তদন্তে অবসরপ্রাপ্ত সচিব আনিসুযযামান খানকে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রাপ্ত নানা তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ঘটনার কারণ, উৎস, সূত্রপাত সবকিছু বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞদের সকলেই প্রায় একমত যে, কথিত দাবী-দাওয়ার কারণে এ নারকীয় হত্যাযজ্ঞ হ'তে পারে না। অভিজ্ঞমহল মনে করেন যে, দু'শ বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী সংগঠনে অল্প কিছুদিনে এমন কিছু ঘটেনি যাতে আভ্যন্তরীণ কারণে এত বড় বিপর্যয়কর ঘটনা অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। সেনাবাহিনীর চৌকস, দক্ষ, সাহসী অফিসার নিধন করার ষড়যন্ত্রের সাথে অনেক বিষয় যুক্ত থাকতে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন। ঘটনার বিন্যাসই বলে দিচ্ছে যে, ঘটনার পিছনে অবশ্যই ইন্ধন রয়েছে। যত দ্রুত এসব অফিসার হত্যা করা হয়েছে, তা কোন নিখুঁত ষড়যন্ত্রকারীর নীল নকশা ব্যতীত সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে অপরাধীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হয়েছে। এদিকে দোষীদের খুঁজে বের করতে দেশব্যাপী রেবেল হান্ট কর্মসূচী শুরু হয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে ১০০ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ডিএডি তৌহীদসহ অনেককে গ্রেফতার করে রিমাণ্ডে নেওয়া হয়েছে। মামলাটি তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে সিআইডিকে।

আল-কুরআনের অবমাননা

আল-কুরআনকে সন্ত্রাসের মদদদাতা গ্রন্থ হিসাবে অভিহিতকারী নেদারল্যাণ্ডের এমপি জিয়াট উইল্ডার্সকে লন্ডনে নামতে দেয়নি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। তাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ মুসলিমসহ সারা বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়ে ব্রিটেন সম্পর্কে বাজে ধারণা সৃষ্টি হ'তে পারে আশংকায় ব্রিটিশ প্রশাসন হিথরো এয়ারপোর্ট থেকেই ডাচ এমপিকে ১২ ফেব্রুয়ারী বহিষ্কার করে বলে নিউইয়র্ক টাইমে ১৩ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত এক সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরবর্তী ফ্লাইটে না উঠানো পর্যন্ত ঐ এমপিকে হিথরো এয়ারপোর্টে আটক রাখা হয়। উল্লেখ্য, জিয়ার্ট উইল্ডার্সকে ব্রিটিশ হাউস অব লর্ডস থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ছবি 'ফিতনা'র প্রদর্শনী দেখার জন্য। গত বছর ঐ ছবিটি ইন্টারনেটে রিলিজ হওয়ার পরই মুসলিম বিশ্বে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ঐ ছবিতে বলা হয়েছে, একদল মুসলিম ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলা, ২০০৪ সালে মাদ্রিদে বোমাবর্ষণ, ২০০৫ সালে লন্ডন পাতাল ট্রেনে বোমা হামলা সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস চালিয়েছে। জিয়ার্ট একদল সাংবাদিকসহ আমস্টারডাম থেকে হিথরোতে অবতরণ করেন। এরপরই ঘটে বিপত্তি। তার আশা ছিল ব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার প্রদানের। তাকে নেদারল্যাণ্ডের ফিরতি ফ্লাইটে উঠিয়ে দেয়ার আগে লন্ডনস্থ নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা জন এফ বার্নসকে তিনি বলেছেন, আমার সাথে যে ধরনের আচরণ করা হ'ল তা সঊদী প্রশাসনের পক্ষেই শোভা পায়। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ব্রিটিশ প্রশাসন আমার সাথে এমন আচরণ করবে।

মুসলমানদের উপর হামলা করতে আত্মঘাতী বাহিনী গঠন করেছে হিন্দুরা

হিন্দু মৌলবাদীদের আত্মঘাতী বাহিনী তৈরী করেছেন শ্রীরাম সেনার প্রধান প্রমোদ মুথালিক। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, মুসলমানদের প্রত্যাঘাত করতেই এই বাহিনী গঠন করা হয়েছে। ১৭ জানুয়ারী উডুপিতে হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির এক সভায় ভাষণ দানকালে শ্রীরাম সেনা প্রধান মুথালিক বলেন, হিন্দু সংগঠন কী করতে পারে তারই 'ছোট্ট নমুনা' মালেগাঁও বিস্ফোরণ। ম্যাঙ্গোলোরে পানশালায় মৌলবাদী হামলার দিন বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের সাথে বৈঠককালে প্রমোদ সাংবাদিকদের হিন্দু আত্মঘাতী বাহিনীর অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের ফটোগ্রাফ দেখান। প্রমোদ দাবি করেন যে, তিনি সন্ত্রাসবাদী নন। কর্নাট, গোয়া ও মহারাষ্ট্রের মুসলিম অস্ত্রধারীদের ঘাঁটি গুড়িয়ে দিতে পুলিশ শ্রীরাম সেনার সাহায্য নিয়ে থাকে।

চীনে পরিবেশ দূষণের কারণে দৈহিক ক্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্মহার বৃদ্ধি পাচ্ছে

কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়াতে চীনে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এই ধোঁয়ার কারণে চীনে জন্মগত ক্রুটি সহকারে মানব সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। এদের মধ্যে কানা, খোঁড়া, লেংড়া এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীর জন্ম হচ্ছে। চীনের জাতীয় জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান জিয়াংফ্যান বলেন, দূষিত পরিবেশের ফলে প্রতি ৩০ সেকেণ্ডে দৈহিক ক্রুটিসহকারে মানব সন্তানের জন্ম হচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, চীনের কয়লা সমৃদ্ধ শানঝি প্রদেশেই দৈহিক ক্রুটিসম্পন্ন শিশুর জন্ম হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। ঐ প্রদেশে বেশী সংখ্যক ক্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে বিশালাকৃতির রাসায়নিক কারখানা। এই রাসায়িনক কারখানার বর্জ্য ও ধোঁয়া পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করছে। গবেষকগণ নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড এবং প্যারাকুলেটকে এই দূষণের জন্য দায়ী করেছেন।

উন্নয়নশীল বিশ্বে ক্যান্সারেই অধিক লোক মারা যায়

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিবছর এইডস, যক্ষা অথবা ম্যালেরিয়া রোগে যত লোক মারা যায় তার চাইতে অধিকসংখ্যক লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। গত ৪ ফেব্রুয়ারী বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৮ সালে সারা বিশ্বে নতুন করে ১ কোটি ২০ লাখেরও বেশী ক্যান্সারে আক্রান্ত লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং ৭৬ লাখ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। নতুন করে শনাক্ত করা ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী প্রায় ৬০ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশের জনগণ। এসব উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্বল চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে ক্যান্সারে আক্রান্তদের অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায়শ রোগের কথা গোপন করা, রোগ নির্ণয়ে সমস্যা এবং যথাযথ চিকিৎসার অভাবে ক্যান্সার একটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্যান্সার নিরাময়ের হারও অত্যন্ত কম। বিশেষ করে সচেতনতা, পাপের ফল মনে করে রোগের কথা গোপন করা এবং ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে রোগ সারানোর চেষ্টা করার কারণে মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থা চরম পর্যায়ে না পৌঁছায় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় না। এমন অবস্থায় রোগীরা ডাক্তারের কাছে আসে যখন ডাক্তারের চিকিৎসায়ও রোগীদের আর কোন কাজ হয় না।

বিশ্বের আড়াই হাযার ভাষা বিপন্ন

১৯ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ইউনেস্কো প্রকাশিত 'বিপন্ন ভাষা'র মানচিত্রের মাধ্যমে জানা যায়, সারা

বিশ্বের মোট ৬০০০ ভাষার মধ্যে আড়াই হাযারই বিপন্ন। ১৯৬টি 'বিপন্ন' ভাষার তালিকায় সবার শীর্ষে রয়েছে ভারত। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো। অস্ট্রেলিয়ার ভাষা বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার মোসলের সম্পাদনায় সারা পৃথিবীর প্রায় ৩০ জন ভাষাতত্ত্ববিদের পরিশ্রমে এ মানচিত্র তৈরী হয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জনজাতি বিলুপ্তির সাথে সাথে ভাষাও বিলুপ্ত হয়। এছাড়া চর্চার অভাব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে প্রান্তিক মানুষের মত ভাষাও কোনঠাসা হয়ে বিলুপ্তির পথে ধাবিত হয়। সরকারীভাবে নথিভুক্ত, পাঠ্যক্রমের আওতাভুক্ত এবং বর্ণমালা সম্পন্ন ভাষা স্থায়ী হয়। কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশ জুড়ে, বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত অঞ্চল ব্যাপী বিভিন্ন প্রত্যন্ত আদিবাসী এলাকার মূলতঃ কথ্যভাষা বিলুপ্তির পথে। সারা পৃথিবীতে গত তিন প্রজন্মের মধ্যে ২২০টি ভাষা হারিয়ে গেছে। ১৯৯টি ভাষা এখনও টিমটিম করে জ্বলছে। যেসব ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ১০-এরও কম। ডজনখানেকের বেশী ভাষা বেঁচে আছে মাত্র একজন করে মানুষের মধ্যে।

নিউইয়র্ক সিটিতে প্রতিবন্ধী ছাত্রের সংখ্যা এক লাখ ৬০ হাযার

নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলগুলোতে মানসিক অথবা দৈহিক বিকলাঙ্গ ছাত্রের সংখ্যা হচ্ছে ১ লাখ ৬০ হাযার। এদের লেখাপড়া এবং রোগ নিরাময়ের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। এ বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৯০ হাযার রয়েছে স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ২৭-এর অধীনে। এসব তথ্য জানিয়েছে, নিউইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগ স্পেশাল এডুকেশন ইনিসিয়েকিডের নির্বাহী পরিচালক লিন্ডা ওয়েরনিকফ।

ভারতীয় বিমানবাহিনীতে কর্মরত মুসলিমদের দাঁড়ি রাখা নিষেধ

ভারতের বিমান বাহিনীর কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাতী দাঁড়ি রাখতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে সে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। মুসলমানদের প্রতি দাঁড়ি রাখা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ হ'লেও শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশ বর্তায়নি। শিখ সম্প্রদায়ের কর্মীরা তাদের বড় চুল ও দাঁড়ি রেখে বিমান বাহিনীর চাকরী করতে পারবে বলে জানা গেছে। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, ২০০২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী ও পহেলা এপ্রিল বিমান বাহিনীর নিয়োগ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, মুসলমানদের বিমান বাহিনীর চাকরীতে বহাল থাকা কালে মুখে দাঁড়ি রাখতে পারবে না। এই বিজ্ঞপ্তিতে মুসলমানদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়। মুসলমানরা এই অন্যায় ও একদেশদর্শী আচরণের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হয়। সরকার আদালতে জানায়, মুসলমানদের দাঁড়ি রাখা ধর্মীয়ভাবে বাধ্যতামূলক নয়। তাই তারা বিমান বাহিনীতে দাঁড়ি রাখতে পারবে না। বিমানবাহিনীর এই নির্দেশ কোন অন্যায় ফরমান নয়। সরকারের ব্যাখ্যাকে আদালত মেনে নিয়েছে। আদালতের এই রায়ে মুসলিম সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সে দেশের আলেম সমাজ শিখদের মতো ভারতীয় বিমান বাহিনীতে কর্মরত মুসলমানদের দাঁড়ি রাখার অধিকার চেয়েছেন। ভারতীয় আলেমগণ মুসলমানদের প্রতি যে ধর্মীয় অবিচার করা হচ্ছে তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তারা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এমন কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যা মুসলমানদের ধর্মীয় বিধান সুন্নাতের বরখেলাপ হয়। তারা এই সিদ্ধান্ত তুলে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। বিষয়টি তারা সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয়ের কাছে পেশ করবেন বলে জানান। কারণ ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, এখানে সব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকার সমান। শিখদের যদি দাঁড়ি রাখার অধিকার থাকে, তবে কেন মুসলমানদের দাঁড়ি রাখার অধিকার থাকবে না?

অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব দেশে দেশে

'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা' (আইএলও) আশংকা করছে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এ বছরে বিশ্বব্যাপী ৫ কোটি ১০ লাখ লোক চাকরি হারাবে। চলমান অর্থনৈতিক মন্দা বৃদ্ধি পেলে চাকরি হারানোর মাত্রা আরো বাড়তে পারে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী বেকারত্বের হার ২০০৯ সালের শেষে গিয়ে দাঁড়াবে ৭ দশমিক ১ শতাংশে। ২০০৮ ও ২০০৭ সালে এ হার ছিল যথাক্রমে ৬ ও ৫ দশমিক ৭ শতাংশ।

অর্থনৈতিক মন্দার কারণে চীনে প্রায় ২ কোটি অভিবাসী শ্রমিক তাদের চাকরি হারিয়েছে বা চাকরি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো জানায়, অর্থনৈতিক মন্দার কারণে চাকরি হারানো অভিবাসী কর্মীদের সংখ্যা প্রায় ৬০ লাখ। উল্লেখ্য, চীনে প্রায় ১৩ কোটি পল্লীবাসী কর্মসংস্থানের সন্ধানে তাদের বাড়ী ছেড়ে বিভিন্ন শহরে আসে। এদিকে একই কারণে চীনের গুয়ানডং প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২,৪৫২টি পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানী বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কিংবা এগুলোর উৎপাদন স্থগিত রাখা হয়েছে। এসব কোম্পানীগুলোর ৯৬ শতাংশই ক্ষুদ্র বা মাঝারি ধরনের। উল্লেখ্য, এ প্রদেশে এখনো নিবন্ধনকৃত ৭০ সহস্রাধিক কোম্পানী রয়েছে। আইএলও'র এক সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১৪ কোটির অধিক লোক দারিদ্র্যের শিকার এবং ২ কোটি ৩০ লাখ লোক চাকরি হারাতে পারে। এ অঞ্চলে এ বছর নাটকীয়ভাবে দরিদ্র কর্মজীবি পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলেও সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়।

ভারতের শীর্ষ ধনী মুকেশ আম্বানি

ভারতে কয়েক বছরের শীর্ষ ধনী লক্ষ্মী মিত্তালকে হটিয়ে সে স্থানে উঠে এসেছে রিলায়েন্স ইন্ডাষ্ট্রির মুকেশ আম্বানি। মুকেশ আম্বানির সম্পত্তির পরিমাণ ২০.৮ বিলিয়ন ডলার। আর দ্বিতীয় স্থানে চলে যাওয়া স্টিল টাইকুন লক্ষ্মীর সম্পত্তির পরিমাণ ২০.৫ বিলিয়ন ডলার। গত ১৩ নভেম্বর 'ফোর্বস' ম্যাগাজিন প্রকাশিত ভারতের এ বছরের ৪০ শীর্ষ ধনীর তালিকা থেকে এসব তথ্য জানা যায়। তালিকার তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন মুকেশ আম্বানির ভাই অনীল আম্বানি। তার সম্পদের পরিমাণ ১২.৫ বিলিয়ন ডলার। তালিকার ৪র্থ ধনী টেলিকম ব্যবসায়ী সুনীল মিত্তাল এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছেন কুনাল পি সিং। তাদের সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে ৭.৯ বিলিয়ন এবং ৭.৮ বিলিয়ন ডলার। উল্লেখ্য, ভারতের ৪০ শীর্ষ ধনীর মোট সম্পদের পরিমাণ ১৩৯ বিলিয়ন ডলার।

মুসলিম জাহান

গত চার মাসে আরব বিনিয়োগে লোকসান ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার

বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার কারণে আরব বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো প্রচণ্ড লোকসানের মধ্যে পড়েছে। গত ৪ মাসে তাদের বিনিয়োগে ধস লেগেছে এবং তাতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শায়খ মুহাম্মাদ আস-সাবা জানিয়েছেন, আরব দেশগুলোর ৬০% আর্থিক প্রকল্প হয় বাতিল করতে হয়েছে, না হয় প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো। আস-সাবা আর্থিক লোকসানী দেশগুলোর মধ্যে উপসাগরীয় ৬ দেশ বা জিসিসি-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

সুদানে সরকারী বাহিনীর দারফুরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ

সুদানের সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের সাথে ৩ সপ্তাহ ধরে চলা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর তারা দারফুর শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছে। সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র জানায়, মুহাজিরাইয়া শহরে প্রবেশের পর সৈন্যদের তাড়া খেয়ে জেম বিদ্রোহীরা শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় কমপক্ষে ৩০ জন লোক নিহত হয় এবং হাযার হাযার লোক ঘরবাড়ী ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। এদিকে বিদ্রোহীদের কমান্ডার বলেন, সরকারী বাহিনীর বিমান হামলায় বেসামরিক নাগরিকের প্রাণহানি এড়াতে তারা শহর থেকে তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী ৩০ হাযার বেসামরিক নাগরিকের নিরাপত্তা রক্ষার্থে অবস্থান নিয়েছে। এসব বেসামরিক লোকজন নিরাপত্তার স্বার্থে শান্তিরক্ষী বাহিনীর ঘাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। জাতিসংঘ জানায়, বিগত ৬ বছর ধরে চলা দারফুর যুদ্ধে কমপক্ষে ৩ লাখ লোক নিহত এবং ২২ লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বিদ্রোহী জাস্টিস এন্ড ইক্যুয়েলিটি মুভমেন্ট (জেম) ৩ বছর আগে মুহজিরাইয়া দখল করে নিলে এই এলাকার সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে গত ১লা ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহীদের উপর হামলার ইঙ্গিত দিয়ে সুদান সরকার জাতিসংঘ ও আফ্রিকান ইউনিয়নের শান্তিরক্ষী বাহিনীকে মুহাজিরাইয়া ত্যাগের আহ্বান জানান।

শেখ শরীফ সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

সোমালিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সেদেশের সব বিরোধী গোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি ঐকমত্যের সরকার গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ কারণেই বিরোধী দলের নেতা শেখ শরীফ শেখ আহমাদ সেদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। সোমালিয়ায় অস্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকায় প্রতিবেশী দেশ জিবুতে সোমালিয়ার পার্লামেন্টের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এ অধিবেশনে ভোটাভুটির মাধ্যমে শেখ শরীফকে নয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়। গত ৩১ জানুয়ারী দ্বিতীয় দফা ভোটাভুটিতে প্রয়োজনীয় ২৯৩টি ভোট লাভ করায় তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তিনি অ্যালায়ান্স ফর দ্যা রি-লিবারেশন অব সোমালিয়ার চেয়ারম্যান এবং ইসলামিক কোর্টস ইউনিয়নের নেতা। নয়া প্রেসিডেন্ট সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সোমালিয়া শাসন করেন। সে সময় রাজধানী মোগাদিসু এবং সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইথিওপিয়ার সেনাবাহিনী সোমালিয়ার আগ্রাসন চালিয়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শেখ শরীফের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মাসলাহ মুহাম্মদ সাঈদ। তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ সাঈদ বারীর পুত্র। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কমিশনের প্রধান হোসেন মুহাম্মদ জামা বলেন, শরীফ শেখ আহমাদ ২৯৩ ভোট এবং মাসলাহ মুহাম্মদ সাঈদ পেয়েছেন ১২৬ ভোট। পার্লামেন্টের স্পীকার আদেল মুহাম্মাদ নূর দেশের নয়া প্রেসিডেন্ট হিসাবে শরীফ শেখ আহমাদের নাম ঘোষণা করেন। নয়া প্রেসিডেন্ট শেখ শরীফ একট ব্যাপক ভিত্তিক সরকার গঠনের অঙ্গীকার করেছেন এবং জাতিসংঘ পরিচালিত সমঝোতা প্রচেষ্টায় যোগদানের জন্য তিনি সব সশস্ত্র গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানান। সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি সাবেক অন্তবর্তী সরকার এবং ইসলামিক কোর্ট ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও সমন্বয় রেখে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, খুব শিগগির আমি এমন একটি সরকার গঠনে সক্ষম হব, যা সোমালী জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল হবে। আমরা পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করব এবং আমরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাই।

পাকিস্তানে মার্কিন হামলা আরো বাড়বে

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে আমেরিকা। তাই ওবামা প্রশাসন পাকিস্তানে তাদের অভিযানের এলাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি পাক-আফগান সীমান্ত এলাকায় তালেবান কমাণ্ডার বায়াতুল্লাহ মাস'উদের জঙ্গি শিবিরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে মার্কিন বাহিনী সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিন্টনও বলেছেন, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান একই সুতোয় বাঁধা। দু'দেশের সমস্যাকে তাই একইভাবে দেখছে ওয়াশিংটন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসন পাকিস্তান সরকারকে উৎখাত করতে সক্রিয় একটি জঙ্গি নেটওয়ার্কের উপর হামলা চালানোর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সিআইএ'র টার্গেটকৃত মৌলবাদী গ্রুপের সংখ্যা আরো বাড়িয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমসের খবরে একথা বলা হয়।

সূদভিত্তিক ব্যাংকিং চলমান বিশ্ব মন্দার জন্য দায়ী

-পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি।

'ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থা' বিষয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারী '০৯ আয়োজিত ও রাজধানীর হোটেল শেরাটনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে 'অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কান্ট্রিজ' (ওআইসি)-এর ফিকাহ একাডেমির ভাইস প্রেসিডেন্ট পাকিস্তান শরী'আ এফিলিয়েট বেঞ্চের বিচারপতি বিশিষ্ট ইসলামিক অর্থনীতিবিদ মুফতি মুহাম্মাদ ত্বাকি ওছমানি প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, কম্পিউটারের অদৃশ্য অর্থায়নের ফলে লাগামহীন চাহিদা বেড়েছে। ভোগ-বিলাসের জন্য সবাই কেবল কিনতে চায়। এ কারণে সূদি ব্যাংকগুলোতে ঋণ চাহিদা বেড়েছে। ফলে বেড়েছে মূল্যস্ফীতি। আর এ কারণে সৃষ্টি হয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সংকট। এছাড়া সুবিচারবিহীন পুঁজিবাজারের সংক্ষিপ্ত ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা এবং লেনদেনের ভারসাম্যহীনতাও বিশ্বব্যাপী চলমান অর্থনৈতিক সংকটের কারণ। এ ঘটনাকে সতর্কসংকেত হিসাবে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, বিশ্ব বাজারে বর্তমানে মাত্র ৩ ভাগ মুদ্রা আর বাকি ৯৭ ভাগ কম্পিউটারে সৃষ্ট অদৃশ্য সূদের অর্থ। সূদি ব্যাংকিং এবং অর্থ ব্যবস্থা পশ্চিমা বিশ্ব হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। এ কারণে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, সামাজিক অস্থিরতা ও পারস্পরিক আস্থাহীনতা বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী বর্তমান সংকট প্রমাণ করে পুঁজি কিংবা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। একমাত্র ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাই অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের রোবট গাড়ি তৈরী

রোবট গাড়ি তৈরী করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র মানবিন্দু বিশ্বাস। বিভাগীয় শিক্ষক মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীরের তত্ত্বাবধানে এবং দুই সহপাঠী মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসেন (গাড়ি চালক, সফটওয়ার তৈরী করেছেন) এবং এস.এ.এম. আরীফুল হকের সার্বিক সহযোগিতায় এমএসসি শ্রেণীর প্রজেক্ট ওয়ার্কের অংশ হিসাবে তৈরী এ চালকহীন রোবট গাড়িটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার অভিযানে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়াও তৈরীকৃত রোবট গাড়িটি প্রতিরক্ষা বাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী এবং সীমান্ত এলাকায় চালকহীন টহল গাড়ি হিসাবেও ব্যবহার করা যাবে। তৈরীকৃত রোবট গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ করা হবে কন্ট্রোল রুম থেকে, যাতে থাকবে একটি কম্পিউটার, একটি অডিও জেনারেটর, সুইচিংয়ের জন্য কম্পিউটার সফটওয়ার, একটি মোবাইল ফোন এবং অডিও-ভিডিও রিসিভার। গাড়ি থেকে পাঠানো ভিডিও চিত্র দেখে সুইচিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে গাড়ির গতি ও দিক পরিবর্তন করা যাবে। গাড়িতে থাকবে অডিও-ভিডিও ট্রান্সমিটার, সুইচিং সিগনাল গ্রহণের জন্য একটি সেলুলার মোবাইল ফোন। এই সুইচিং সিগনাল অনুসারে গাড়িটি চলবে। থ্রিজি টেকনোলজির সেলুলার মোবাইল ব্যবহার করলে গাড়ির কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

স্মৃতি বিধ্বংসী পিল

দুঃস্বপ্ন দেখে বা ভয়ঙ্কর কোন অভিজ্ঞতা মানুষের স্মৃতি থেকে সহজে যায় না। এই স্মৃতি বারবার মানুষকে বিব্রত করে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে রাখে। সম্প্রতি চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন সাধারণ হার্টের ওষুধ ব্যবহার করে এই দুঃসহ স্মৃতি একেবারে মুছে ফেলা যায়। নেদারল্যান্ডের একদল গবেষকের মতে হার্টের পিল বিটা ব্লাকার খেলে মস্তিষ্ক থেকে ভয়ঙ্কর স্মৃতি মুছে যায়। পরীক্ষা করতে গিয়ে গবেষকরা ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবককে একই সঙ্গে বিষাক্ত মাকড়শার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে দেন। পরে অর্ধেককে বিটা ব্লাকার জাতীয় প্রপানল পিল খেতে দেন। বাকি অর্ধেককে খেতে দেওয়া হয় সাধারণ ডামি পিল। পরে আবার ঐ ভয়ঙ্কর মাকড়শার স্মৃতি তাদের মাঝে আছে কি-না পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায়, যারা আসল ওষুধ খেয়েছে তাদের সেই স্মৃতি মনে নেই। আর যারা নকল ওষুধ খেয়েছে তারাই সেসব মনে করতে পারছে। তবে এই স্মৃতি বিধ্বংসী পিল মানুষের মন থেকে ভাল স্মৃতিও মুছে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন দাতব্য প্রতিষ্ঠান মাইন্ডের প্রধান নির্বাহী পল ফারমান। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এ ধরনের পিল বেশী খেলে খারাপ স্মৃতির পাশাপাশি ভাল স্মৃতিগুলোও মুছে যেতে পারে। এমনকি আলঝেইমারেও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নিয়মিত চিপস খেলে ক্যান্সার ঠেকানো যাবে

জাঙ্ক ফুড বলে 'চিপস'কে এখন আর অবহেলার নয়। কারণ সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় জানা গেছে, চিপস খেলে দুরারোগ্য ক্যান্সারও ঠেকিয়ে দেওয়া যায়। ডেইলি স্টার এ প্রকাশিত একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, এই রোগের সঙ্গে লড়াই করতে প্রয়োজন ভিটামিন সি, যা কি-না চিপসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। একগোছা আঙুরের মধ্যে যত ভিটামিন সি রয়েছে, তার থেকে পাঁচগুণ বেশী চিপস থেকে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, ১৭৫ গ্রাম আলুর চিপসে একটি আপেলের থেকে তিনগুণ এবং একটি পিৎজার থেকে নয়গুণ বেশী ভিটামিন সি আছে বলেও জানা গেছে। গবেষকরা আরো জানিয়েছেন, যাঁরা ইতিমধ্যে ক্যান্সারে আক্রান্ত, তাঁরা যদি নিয়মিত চিপস খান, তাহ'লে টিউমারের আকার পর্যন্ত কমে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞ ফিওনা হান্টার দাবি করেছেন, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেলে কিছু কিছু ক্যান্সার ঠেকানো যায়। চিপস খেলে তাতে বিদ্যমান ভিটমিন সি খাদ্যনালী, পাকস্থলী এবং স্তনের ক্যান্সার ঠেকিয়ে দিতে পারে।

বিশ লাখ মুক্তা বসানো গালিচা

সোনা-মুক্তো-হীরা আর জহরতে আগাগোড়া মোড়া, শরীর জুড়ে মুঘল শিল্পকলার চোখ ধাঁধানো শৈলীর মুক্তো-গালিচা প্রায় দেড়শ' বছর আগে বড়দরার মহারাজা কান্ডেরাও গায়কোয়াড় তৈরী করেছিলেন। অপূর্ব এই শিল্পকর্মটি তিনি দান করতে চেয়েছিলেন মদীনায়। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। তার আগেই তিনি মারা যান। তখন থেকেই এটির নাম ঘুরছে শিল্প রসিকদের মুখে মুখে। শেষবার এটিকে প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছিল ১৯০৩ সালে। মহারাজা সয়াজি রাও গায়কোয়াড এই রাজ সম্পদটি দেখানোর জন্য নিয়ে যান দিল্লির দরবারে। সে সময় ব্রিটিশ শিল্পমোদীরা অনেকে এটির ছবিও তোলেন। তারপরেই ফের লোক চক্ষুর আড়ালে চলে যায় মুক্তো গালিচা। এটি আগামী ১৯ মার্চ দোহায় ইসলামী শিল্পকলার বিশ্ব নিলামে উঠবে বলে জানা গেছে।

পরিবেশ দূষণে কৃত্রিম আলোর ভূমিকা

পরিবেশ দূষণে আলোরও ভূমিকা রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আলোর দূষণে আজকাল জীববৈচিত্র্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এ কারণে অনেক প্রাণীর জীবনচক্র স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারছে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। প্রকৃতিতে অনেক পাখি, মাছ, সরিসৃপ ও পোকামাকড় আছে যারা প্রাকৃতিক আলোর দীপ্তিকে ব্যবহার করে চলাফেরা করে। রাতের বেলা জলজ প্রাণীরা পানিতে যে চাঁদের বা তারার আলোর প্রতিফলন ঘটে তার উপর ভিত্তি করে শিকার ধরা বা নিজেদের চলার পথ ঠিক করা ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে। বিজ্ঞানীরা একে বলছেন পোলারাইজ আলো। পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার জীব এই আলোতে অভ্যস্ত। কিন্তু এর পাশাপাশি ইদানীং আধুনিক শিল্পায়নের প্রভাবে বড় বড় কাচের অট্টালিকা, সুপ্রশস্ত এসফল্টের মহাসড়ক এবং উজ্জ্বল সড়কে লাইটের কারণে পোলারাইজড লাইটের সমান্তরাল কৃত্রিম আলোর প্রভা সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলে প্রাণীরা ইকো ট্র্যাপে পড়ছে অহরহ। তাদের জীবন স্বাভাবিক পরিবেশে কৃত্রিম আলোকপ্রভায় ব্যাহত হচ্ছে। প্রাণীরা কৃত্রিম আলোতে বিভ্রান্ত হয়ে জীবন-যাপনে পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। দিক যেমন হারিয়ে ফেলছে, তেমনি খাদ্য সংগ্রহেও বিপত্তি দেখা দিয়েছে। প্রায় ৩০০ প্রজাতির পোকামাকড় রয়েছে যারা রাতে চাঁদের আলো বা তারার আলোতে চলাফেরা করে। কিন্তু কৃত্রিম আলোকপ্রভা তাদেরকে দিকভ্রান্ত করছে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৯

রাজশাহী ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিন ব্যাপী ১৯তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে গত ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারী রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। দীর্ঘ চার বছর পর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এবারের তাবলীগী ইজতেমায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাযার হাযার কর্মী ও সুধীর বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ইজতেমাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। জনসমুদ্রে পরিণত হয় ইজতেমা ময়দান ও আশপাশ এলাকা। উল্লেখ্য যে, বিগত জোট সরকার কর্তৃক মিথ্যা মামলায় ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন হাজতের নামে কারা নির্যাতন ভোগের পর গত ২৮ আগষ্ট'০৮ তারিখে তিনি মুক্তি লাভ করেন। মুক্তিলাভের পর এটিই ছিল তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম তাবলীগী ইজতেমা।

এবারের তাবলীগী ইজতেমা ছিল বিগত সকল ইজতেমার চাইতে ব্যতিক্রমধর্মী। ইজতেমা ময়দান ছিল কানায় কানায় পূর্ণ এবং রাস্তা ও আশপাশ ছিল পরিপূর্ণ। হাযার হাযার মানুষের পদচারণায় নওদাপাড়া ছিল কম্পিত। অথচ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে ছিল মর্যাদা মণ্ডিত। পূর্বরাতের ঝড় ও বৃষ্টি বিঘ্নিত উন্মুক্ত প্যাণ্ডেলের নীচে শীতের প্রকোপেও কারো মুখে কোন অভিযোগ ছিল না। আল্লাহ প্রেরিত ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে উন্মুখ যেন সবাই। রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব ও দুনিয়াবী হিসাব-নিকাশ ভুলে দু'দিনের জন্য হ'লেও মানুষ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল ইজতেমা ময়দানে এসে। পারস্পরিক হিংসায় হতাশাগ্রস্ত মানুষ পরকালীন মুক্তির পথ খুঁজতে ছুটে আসে এখানে বছরে একবার বিপুল আবেগ ও আকাংখা নিয়ে, যার পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্মেলন ও সমাবেশ সর্বদা হচ্ছে। কিন্তু অত্র তাবলীগী ইজতেমার সাথে সেসবের পার্থক্য তো কেবল একটাই যে, এখানে পরকালীন মুক্তির জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ দেখানো হয়। উল্লেখ্য যে, চারটি বস্তু একত্রিত হ'লেই তবে পরকালীন মুক্তি সম্ভব হয়। ছহীহ আক্বীদা, ছহীহ তরীকা, ছহীহ আমল ও ইখলাছে নিয়ত। প্রথম তিনটি থাকলেও যদি শেষেরটা না থাকে, তবে সবই বরবাদ হবে। আবার যদি কেবল শেষেরটা থাকে আর আগের তিনটি না থাকে, তাহ'লেও সবকিছু ব্যর্থ হবে।

এবারের ইজতেমায় বিভিন্ন যেলা থেকে হাযার হাযার কর্মী ও সুধী রিজার্ভ বাস ও অন্যান্য যানবাহনে করে যোগদান করেন। তার মধ্যে সাতক্ষীরা হ'তে ৭০টি, বগুড়া ৩০টি, মেহেরপুর ১০টি, যশোর ৬টি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৬টি, কুষ্টিয়া-পশ্চিম ৫টি, কুমিল্লা ৪টি, বাগেরহাট ৪টি, সিরাজগঞ্জ ৪টি, ঢাকা ৩টি, নরসিংদী ৩টি, খুলনা ১টি ও ঝিনাইদহ হ'তে ১টি সহ মোট প্রায় দেড় শতাধিক রিজার্ভ বাসে করে এবং উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী ভটভটি, সাইকেল, বাস ও ট্রেনযোগে ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন।

১ম দিন বাদ আছর (৪-১৫ মিঃ) মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে অর্থসহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।

উদ্বোধনী ভাষণঃ

মুহতারাম আমীরে জামা'আত উদ্বোধনী ভাষণের শুরুতে দীর্ঘদিন পর পুনরায় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করতে পারায় মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী ১৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার আগের দিন গভীর রাতে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কেন্দ্রীয় ৪ নেতার গ্রেফতার ও ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারাভোগের স্মৃতি চারণ করেন এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া তাবলীগী ইজতেমার কথা দুঃখের সাথে স্মরণ করেন। সাথে সাথে তারপর থেকে বিভিন্ন যেলার প্রায় ৪০ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলা দিয়ে কারা নির্যাতনের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, কেবল আমার উপরেই ৬টি যেলায় মোট ১০টি মিথ্যা মামলা চাপানো হয়। যার ৪টি আজও বিচারাধীন। যারা সেদিনের সেই আতংকময় পরিবেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের সংগঠন ও আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আমাদের কারামুক্তির জন্য অসংখ্য মিটিং, মিছিল, মানববন্ধন, বক্তৃতা-বিবৃতি ও সভা-সম্মেলন করে যুলুমের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং দেশের ও প্রবাসের যে সকল ভাই ও বোনেরা আমাদের উপর চাপানো মিথ্যা মামলা সমূহ পরিচালনার জন্য অকাতরে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার প্রতি আমি কারা নির্যাতিত সকলের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আমরা বিশেষভাবে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি সে সকল হিতাকাংখী ভাই ও বোনেদের প্রতি, যারা আমাদের জন্য নীরবে চোখের পানি ফেলেছেন, নফল ছালাত ও ছিয়াম পালন করেছেন, ঢাকায়, নওগাঁয় ও সিরাজগঞ্জে ১মাস রিমান্ডে থাকাকালীন সময়ে ও আদালতে হাযিরার দিনে কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন এবং আমাদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আকুতিভরা প্রার্থনা করেছেন, তাদের সবার প্রতি রইল আমাদের প্রাণভরা কৃতজ্ঞতা।

আমরা শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ও 'সোনামণি' সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীদের প্রতি, যাদের অকুতোভয় আন্দোলন-সংগ্রাম আমাদেরকে জেলখানায় থেকেও উৎসাহ দান করেছে ও সাহস জুগিয়েছে।

Contents

আমরা শুকরিয়া জানাচ্ছি সংগঠনের মুখপত্র মাসিক আত-তাহরীক-এর স্নেহাস্পদ সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, সহকর্মীবৃন্দ, সম্মানিত লেখকবৃন্দ ও অন্যান্য সকলের প্রতি, যাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় আত-তাহরীক আমাদের অবর্তমানে দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরের মধ্যে একটি সংখ্যাও বন্ধ হয়নি। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। বরং শত বাধা ডিঙ্গিয়ে **আত-তাহরীক** তার আদর্শকে সমুন্নত রেখে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং জনমত সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মুহতারাম আমীর জামা'আত বলেন, আমরা হৃদয়ভরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেই সকল ইসলামী নেতৃবৃন্দের প্রতি, যারা আমাদের মুক্তির জন্য সরকারের কাছে দাবি পেশ করেছেন, আমাদের সম্মেলনে এসে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন এবং আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে প্রাণভরা দো'আ করেছেন।

শুকরিয়া জানাচ্ছি বিভিন্ন প্রেস ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বন্ধুদের প্রতি ও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক, কলামিষ্টগণের প্রতি, যারা আমাদের বক্তব্যগুলো প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের উপরে সরকারী যুলুমের প্রতিবাদ করেছেন। তবে দুঃখ প্রকাশ করছি বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যমের ভাইদের প্রতি, যারা অলীক ও মিথ্যা কল্প-কাহিনী ছেপে আমাদের উপরে কালিমা লেপন করেছেন। আল্লাহ আমাদের সবার গুনাহ-খাতা মাফ করুন এবং সদা সত্য কথা বলার ও সর্বদা সত্য পথে চলার তাওফীক দান করুন- আমীন!

আমরা শুকরিয়া জানাচ্ছি দেশের ও বিদেশের সেই সব মুসলিম-অমুসলিম বিবেকবান ভাই ও বোনেদের প্রতি যারা আমাদের সংগঠনভুক্ত না হয়েও আমাদের উপর সরকারের নির্মম নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন ও আমাদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছিলেন। দেশী-বিদেশী ও প্রবাসী যেসকল ভাই ও বোন আমাদের বিপদের সময় নিঃস্বার্থ ভালবাসা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং সহযোগিতা করেছেন, এখলাছের সাথে দো'আ করেছেন তাদের সকলের জন্য আমরা ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন নাজাতের দো'আ করছি।

যে সকল দায়িত্বশীল ও কর্মী আমার সাড়ে তিন বছর কারা নির্যাতনের সময় মৃত্যুবরণ করেছেন, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান (জয়পুরহাট), কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও ঢাকা যেলা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও বাগেরহাট যেলা সভাপতি জনাব ইসরাফীল হুসায়েন, সাধারণ পরিষদ সদস্য ও সাতক্ষীরা দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়াহ্ মাদরাসার সেক্রেটারী জনাব এমদাদুল হক, সাধারণ পরিষদ সদস্য ও যশোর যেলা আন্দোলনের সেক্রেটারী জনাব আতাউল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট জান্নাতুল ফেরদাউস প্রার্থনা করছি।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আজকের তাবলীগী ইজতেমায় আসতে চেয়েও যারা অসুস্থতা বা অন্য কোন শারঈ ওযর বশতঃ আসতে পারেননি, কিন্তু তাদের অন্তরটা পড়ে আছে এখানে, আল্লাহ যেন তাদের এখলাছের বিনিময়ে পূর্ণ নেকী দান করেন। যারা ইজতেমা সফল করার জন্য সময়-শ্রম, অর্থ, মেধা ও পরামর্শ দিয়ে এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ যেন তাদের নেক আমল সমূহ কবূল করেন এবং তাঁদের নেক মাকছুদ সমূহ পূর্ণ করেন- আমীন!

অতঃপর তিনি উপস্থিত সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা স্ব স্ব বাড়ী ও কর্মস্থল থেকে ইজতেমার ময়দানে এসেছি আবার ইজতেমা শেষে স্ব স্ব বাড়ী বা কর্মস্থলে ফিরে যাব এটাই আমাদের এখনকার মত সাময়িক সফরসূচী। কিন্তু আমাদের জীবনের সফরসূচী কি কখনো ভেবে দেখেছি? আমরা সবাই এসেছি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে, ফিরে যাব তাঁরই কাছে। আমাদের প্রাণহীন নিথর দেহ পড়ে থাকবে এই মাটিতে। সঙ্গে যাবে স্রেফ আমাদের আমল সমূহ। তাই আমাদের জন্য এই পৃথিবীটা কেবল পরীক্ষাগার মাত্র। অতএব দুনিয়ার স্বার্থ-দ্বন্দ্ব পরিহার করে আখেরাতের পথে ফিরে চলুন! আখেরাতের মূল ঠিকানার কথা স্মরণ করুন! দুনিয়ার এ মুসাফিরখানায় থেকে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করুন! আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন সকল কথা ও কর্ম থেকে বিরত হৌন!

পরিশেষে তিনি ইজতেমা ময়দানে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখা ও ইজতেমার পরিবেশ সুনস্থ রাখার জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং আজকের ন্যায় শেষ বিচারের দিন যেন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ছায়াতলে সকলে সমবেত হ'তে পারি সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আল্লাহ্‌র নামে দু'দিন ব্যাপী **১৯তম** বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা-র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর বক্তাগণ দলীলভিত্তিক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য সমূহ পেশ করেন। এছাড়া অতিথি বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা যশোর সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ভাইস প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, এনটিভির ইসলামী অনুষ্ঠান বিভাগের পরিচালক ও মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এডভান্সমেন্ট-এর চেয়ারম্যান মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতা-র সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ও মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, কুমিল্লা যেলা আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-হাদীছ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড: মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল আলী, ঢাকার মাওলানা আকরামুয যামান বিন আব্দুস সালাম, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড: মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ, 'সোনামণি' সংগঠনের পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, আল-মারকাযুল ইসলামী

Contents

আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী, মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (গাযীপুর)। এতদ্ব্যতীত বক্তব্য রাখেন মাওলানা রফীকুল ইসলাম (রাজশাহী), মাওলানা আবুবকর (রাজশাহী), নরসিংদী যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামুন, মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ), মাওলানা বদরুযযামান (সাতক্ষীরা) প্রমুখ।

দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমা বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা), খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকার ও সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট) ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আমীরে জামা'আতের অন্যান্য বক্তব্য:

১ম দিন: উদ্বোধনী ভাষণের পর প্রথম দিনে বাদ এশা রাত ৯-টায় প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ নেই, যার পুরাপুরি মুখস্তকারী কোন ভক্ত অনুসারী দুনিয়ায় আছে। একমাত্র পবিত্র কুরআনেরই লক্ষ লক্ষ হাফেয পৃথিবীতে সকল যুগে ছিলেন ও আছেন। এটা কুরআনেরই প্রভাব ও জীবন্ত মু'জিযা। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন এমন এক মহাগ্রন্থ, যার শুরু হয়েছে 'পড়' শব্দের মাধ্যমে। কেননা পড়া ব্যতীত জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে সেটা ঐ জ্ঞান নয়, যা খালেক থেকে মাখলূককে সম্পর্কহীন করে দেয়। বরং ঐ জ্ঞান, যা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি ও বিধান সমূহকে জানতে সাহায্য করে।

তিনি বলেন, পৃথিবীতে যারাই কুরআন নিয়ে গবেষণা করেছেন তাদের নিকটেই এর প্রভাব সুস্পষ্ট। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যথার্থই বলেছেন যে, 'আমাকে পৃথিবীর সকল জ্ঞানী মানুষকে একত্রিত করতে দাও, আমি পৃথিবীকে কেবল কুরআন দিয়েই শাসন করব'।

তিনি বলেন, মুসলিম জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন সুযোগ নেই। কুরআনে ধর্মীয় জীবন ও বৈষয়িক জীবন আলাদা করে দেখা হয়নি। তিনি বলেন, ইসলামী সমাজের মূল স্তম্ভ হ'ল তিনটিঃ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত। এখানে তাওহীদ বলতে তিন প্রকার তাওহীদই শামিল। তিনি বলেন, সমাজে যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়তে হবে। কেননা কুরআন ও হাদীছ মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে।

ভাষণের শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদাত্ত আহ্বান ছিল 'হে মানুষ! তোমার দেহের চক্ষু-কর্ণ, চর্ম ইত্যাদি অবিচ্ছেদ্য সাক্ষীসমূহ থেকে সাবধান হও। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ এদের কথা বলার শক্তি দিবেন এবং তারা আমাদের জীবনের ভাল-মন্দ সকল কাজের খুঁটিনাটি সাক্ষ্য পেশ করবে। যার বিরুদ্ধে কিছুই বলার ক্ষমতা সেদিন আমাদের হবে না। অতএব এসো আমরা তওবা করি ও নতুনভাবে নতুন প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাত্রা শুরু করি'।

২য় দিন: ২য় দিনে রাত ১০-টায় প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আল্লাহ পাক মাঝে-মধ্যে পরীক্ষা নেয়ার জন্য বান্দার প্রতি বিপদ নাযিল করে থাকেন। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় যে, বদর যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে যুদ্ধের পূর্বরাতে শুরু হয় মুষল ধারে বৃষ্টি। আরবের লোকেরা বৃষ্টির সাথে খুব বেশী পরিচিত ছিল না। তাই ঘাবড়ে যাওয়ারই কথা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! আজ যদি এই ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়, তাহ'লে পৃথিবীতে তোমার নাম নেয়ার আর কেউ থাকবে না'। রাসূল (ছাঃ)-এর এই দো'আ আল্লাহ কবূল করেছিলেন। আল্লাহ্র সাহায্য নেমে এসেছিল। মুসলমানদের বিজয় হয়েছিল। তিনি বলেন, গত রাতে ঝড়-বৃষ্টিতে ইজতেমা প্যান্ডেলের ব্যাপক ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও আপনারা কষ্ট করে এসেছেন, হাসি মুখে সব কষ্ট বরণ করে নিয়েছেন, আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেছেন। বদর যুদ্ধে ভেজা মাঠে পরের দিন আল্লাহ বিজয় দান করেছিলেন। আল্লাহপাক দয়া করে আপনাদেরকেও দ্বীনে হক-এর প্রচার ও প্রসারের সুযোগ দান করেছেন। ফলিল্লা-হিল হাম্দ।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আল্লাহ জৌলুসের দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন। ইসলাম গরীবের নিকট আশ্রয় পেয়েছে। যে সংগঠনে গরীব লোকের সংখ্যা বেশী, সে সংগঠন তত বেশী শক্তিশালী। ইসলাম তার বাস্তব প্রমাণ। আমাদের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়।

তিনি বলেন, আপনি দ্বীনে হক-এর পথে যখন কাজ শুরু করবেন তখন আপনার উপরে বিভিন্নমুখী বাধা আসবে। প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়াবে আপনার পিতা-মাতা। প্রত্যেক নবীকেই এ বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। দ্বিতীয় বাধা হবে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। অর্থাৎ সমাজের গোত্রনেতা ও রাজনৈতিক নেতাগণ। নবীদেরকেও এই বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। তৃতীয় বাধা আসবে একশ্রেণীর আলেম ও ধর্মনেতাদের কাছ থেকে। চতুর্থ বাধা হ'ল সরকারী বাধা, যার সাম্প্রতিক শিকার হ'ল স্বয়ং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, এই চতুর্মুখী বাধা মুকাবিলা করেই আমাকে-আপনাকে দ্বীনে হক-এর প্রচার ও প্রসারে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ১৯৮০ সালে মেহেরপুর শহরের একটি মসজিদে ছালাতে এক ব্যক্তি 'আমীন' জোরে বলার অপরাধে (?) তাকে একাকী কুয়া থেকে পানি তুলে মসজিদ ধুয়ে দিতে হয়েছিল। এই ইতিহাস ভোলার নয়। আপনিও হয়তো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে পারেন। তবে তাতে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। বরং ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সঠিক ইসলাম মানুষের নিকটে তুলে ধরতে হবে।

তিনি বলেন, ইসলাম শুধু রাজনীতি নয়। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম। সর্বাগ্রে নিজের ব্যক্তি জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারপর বঙ্গভবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে হবে। তিনি বলেন, ইসলাম মানুষকে রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিয়েছিল। হযরত ওমরের মাত্র দশ বছরের খেলাফতকালে আরবে যাকাত নেওয়ার মত কোন হকদার খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ আজ গরীবের ভোটে নেতা নির্বাচিত হয়ে গরীবরাই না খেয়ে মরছে। ডাস্টবিনে কুকুরের সাথে মানুষ খাবার খুঁজছে। অথচ নেতারা আখের গোছানোর কাজে ব্যস্ত। নানা তন্ত্র-মন্ত্রের নামে জাতির সাথে এ ধরনের জঘন্য প্রতারণার অবসান হওয়া উচিত। তিনি নেতাদেরকে সূদ, ঘুষ, মদ-জুয়া, মুনাফাখোরী, মওজুদদারী ও যাবতীয় প্রতারণা বন্ধ করার বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি এক পর্যায়ে বলেন, আপনারা দেখেছেন, যে পোশাকে আমি জেলখানায় গিয়েছিলাম গতকাল সে পোশাকেই আমি উদ্বোধনী ভাষণে আপনাদের সামনে হাযির হয়েছিলাম। আমাদের উপর যারা অত্যাচার করেছিল আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমাদের বের হওয়ার আগেই তারা জেলখানায় প্রবেশ করেছেন। অতএব হে নেতারা! সাবধান হয়ে যাও। আল্লাহ্কে ভয় করো। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। তবে আমরা এটাকে ঈমানের পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছি। তাই কারু প্রতি আমাদের কোন অভিযোগ নেই।

সরকারী বাধা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আল্লাহ পাক আহলেহাদীছ আন্দোলনকে কবুল করে নিয়েছেন এটি তার ইঙ্গিত বলে মনে হয়। তিনি বলেন, আমরা স্রেফ আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য নির্যাতিত হয়েছি। দুনিয়াবী কোন স্বার্থ আমাদের মধ্যে ছিল না। আজও নেই। আমরা সরকারের সকল এজেন্সি ও ব্রাঞ্চকে চ্যালেঞ্জ করছি, সারা জীবন চেষ্টা করেও আমাদের বিরুদ্ধে একটি ব্লেম প্রমাণ করতে পারবেন না, যদি না মিথ্যার আশ্রয় নেন। আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জঘন্য অপবাদ মাত্র। স্রেফ কল্পকাহিনীর উপর ভিত্তি করে আমাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্র আরশ কেঁপে গেছে এবং যালেমরা ধ্বংস হয়েছে। আবার যদি অত্যাচার করা হয়, তবে আবারো আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ধ্বংস নেমে আসবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্র গায়েবী মদদের উপর ভরসা করেই এ আন্দোলন এগিয়ে যাবে আল্লাহ্র পথে। তিনি বলেন, সংখ্যা কখনোই সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী হাযারো মানুষের বিপরীতে হক্বের উপর একজন মানুষ থাকলে তিনিই ঠিক। অন্যেরা সব বেঠিক।

তিনি বলেন, ইসলাম দাওয়াতের মাধ্যমে আর ইমারত বায়'আতের মাধ্যমে আসে। আজকের ইজতেমা দাওয়াতের জন্যই। আপনাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক দুনিয়াবী নয় বরং আখেরাতের সম্পর্ক। যদি কেউ দুনিয়াবী স্বার্থের নিরিখে আমাদের আন্দোলনকে বিচার করেন, তবে তিনি নিরাশ হবেন। তিনি হিজরতের পূর্বে ঐতিহাসিক বায়'আতে আক্বাবার সাতটি শপথের বিষয় উল্লেখ করেন। যথা: ১. শিরক করব না, ২. চুরি করব না, ৩. যেনা করব না, ৪. সন্তান হত্যা করব না, ৫. কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিব না, ৬. শরী'আতের বিষয়ে অবাধ্য হব না, ৭. নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করব না। উপরোক্ত সাতটি বিষয়ে উপস্থিত সকলের নিকট থেকে তিনি বায়'আত ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। পরিশেষে তিনি শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ কায়েমের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তাঁর দ্বিতীয় দিনের ভাষণ শেষ করেন।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ:

মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এডভান্সম্যান্ট এর চেয়ারম্যান ও এনটিভির ইসলামী অনুষ্ঠান বিভাগের পরিচালক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমি বিশ্বাস করি আপনারা ঐ সকল মানুষের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন। আপনাদের সাহচর্য লাভ করতে পারলে সেটি আমার জন্য সৌভাগ্য হবে মনে করে আমি এখানে অংশগ্রহণ করেছি। আমি মনে করি সর্বাগ্রে আক্বীদার সংশোধন প্রয়োজন। কারণ আক্বীদাই হ'ল মানব জীবনের প্রকৃত ফাউণ্ডেশন। তিনি বলেন, আপনারাই শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ছহীহ আক্বীদার উপরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। আমি নিজেও টেলিভেশনে ছহীহ আক্বীদা ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর দেয়ার চেষ্টা করি।

তিনি বলেন, যারা 'আহলেহাদীছ' বলে পরিচিত, তারা শিরক ও বিদ'আত হ'তে মুক্ত মানুষ। অন্য কারো মধ্যে এটা প্রতিরোধের সুন্দর ব্যবস্থা নেই যেমনটি আহলেহাদীছদের মধ্যে রয়েছে। তাই আপনাদের দায়িত্ব হবে এদেশের ১৪ কোটি মানুষের কাছে ছহীহ আক্বীদার দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। তবে এর জন্য প্রয়োজন ইতিবাচক মানসিকতা। দাওয়াতের ভাষা হ'তে হবে ইতিবাচক। কখনো যেন তা আক্রমণাত্মক না হয় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। তবেই সমাজে অধিক প্রভাব পড়বে। এ কারণে আপনারা কখনো কখনো যুলুমের শিকারেও পরিণত হ'তে পারেন। এ বিষয়ে আমরা মূসা ও হারুণ (আঃ)-এর নীতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। দেখুন মহানবী (ছাঃ) মাক্কী জীবনে বায়তুল্লাহ্র ৩৬০টি মূর্তির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কথা বলেননি। অথচ পরে তাদেরকে নিয়েই সেসব মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছেন।

তিনি বলেন, মানব জাতিকে দেয়ার মত সুযোগ সবচেয়ে বেশী আপনাদেরই আছে। আপনারা যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করেন, তারাই সর্বোত্তম পরিবেশে আছেন। এ আলো আপনাদের ছড়িয়ে দিতে হবে।

তিনি রাজনীতি সম্পর্কে বলেন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আজকে অনেকাংশেই মানুষের শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের কাছে মনে হচ্ছে না যে রাজনীতিবিদরা বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষকে কল্যাণ দিতে পারবে। এখনো এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়নি, হয়তোবা ভবিষ্যতেও হবে না। এ ধারণা থেকে সারা পৃথিবীতে রাজনীতির উপর মানুষের শ্রদ্ধা কমে গেছে। যদি মনে করা হয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মানুষের হেফাযত ও অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্যই, তাহ'লে মুহাম্মাদ (ছাঃ) এ কাজের সবচেয়ে বেশী হকদার ছিলেন। তিনি এ কাজের সবচেয়ে বড় আদর্শও বটে। কিন্তু এই জিনিসটা আজকে মানুষের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেছে নানাভাবে। সুতরাং আমি আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ করব, আপনারা যেন মেহেরবানী করে নিজেদেরকে কখনো রাজনীতিক হিসাবে পরিচিত করার চেষ্টা করবেন না। এটা আমার বড় রকমের অনুরোধ আপনাদের কাছে থাকবে। এজন্য যে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যারা রাজনীতিতে যায় তাদের কি অবস্থা হয়। আমাদের সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলনকে প্রচার প্রসার করতে হবে। সেজন্য আল্লাহ আপনাদেরকে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন।

আর যোগ্য নেতৃত্ব হচ্ছে আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় নে'মত। সেটি কালে-ভদ্রে মানুষ পেয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই পায় না। সেটি আল্লাহ আপনাদের উপহার দিয়েছেন। এটি যাতে কলুষিত না হয়, সে জন্য আপনাদের শক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে। কেউ যদি মনে করেন, তিনি আমাদের পলিটিক্যাল লীডার হ'লে আমরা বিরাট কিছু অর্জন করতে পারব। সে কথা সত্য নয়, সে কথা সত্য নয়, সে কথা সত্য নয়। সুতরাং ভুল পদক্ষেপ নিবেন না। তাঁর নেতৃত্বে সঠিক ও ইতিবাচক আন্দোলন গড়ে তুলুন। তবেই কামিয়াব হ'তে পারবেন।

আমি আপনাদের সামাজিক আন্দোলন হিসাবে সামনে এগোতে বলছি। আজ থেকে ৩০ বছর আগে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ একমাত্র জ্ঞানের উৎস বলা মুশকিল ছিল। কিন্তু আজ তা বলা সম্ভব। আমি বলি, লায়তুল কদরের ফযীলত কুরআনে ও হাদীছে আছে। কিন্তু লায়লাতুল বরাতের নাম কুরআনে নেই, হাদীছেও নেই। সেকারণ এটা কুরআন-হাদীছ সম্মত নয়। রাসূলের প্রতি দরূদ পড়া সুন্নাত কিন্তু মীলাদ নামের অনুষ্ঠান কুরআন-হাদীছে নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল বদনাম থেকে হেফাযত করুন।

তিনি বলেন, আমাদের দেশের অল্প শিক্ষিত কিছু মানুষ বোমা দ্বারা ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে, যা সন্ত্রাসের শামিল। কিন্তু মুহতারাম আমীরে জামা'আত দীর্ঘদিন থেকে মাসিক আত-তাহরীক-এর মাধ্যমে এমনকি পৃথক পুস্তক রচনার মাধ্যমে এসবের প্রতিবাদ করেছেন। যদিও তাঁকে এরই মিথ্যা অভিযোগে নির্যাতিত হ'তে হয়েছে। দীর্ঘদিন কারাভোগ করতে হয়েছে। এটা হয়ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঈমানী পরীক্ষা।

শেখ রফীকুল ইসলাম:

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও খুলনার পাইকগাছা ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম হাম্দ ও ছানার পর 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, খেলাফত আরবী শব্দ, যার বাংলা অর্থ প্রতিনিধিত্ব। 'খলীফা' হন জনগণের প্রতিনিধি ও আল্লাহ্র প্রতিনিধি। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করাকে খেলাফত বলে।

খলীফা বা আমীর ও তার মজলিসে শূরা ও পুরা প্রশাসন যন্ত্র আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান বাস্তবায়নকারী মাত্র। তাই খেলাফত প্রতিষ্ঠা ব্যতীত দুনিয়ায় শান্তি আসতে পারে না।

তিনি বলেন, শাসক শ্রেণী ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন করে মানুষকে শাসন করতে পারে না। মৌলিক আইন রচনার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র। ছহীহ হাদীছের আলোকে মানুষ তার ব্যাখ্যাতা ও বাস্তবায়নকারী মাত্র। তিনি বলেন, ইসলামী খেলাফতই পারে মানুষের পারস্পরিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে। অন্য কোন পন্থায় তা সম্ভব নয়। তাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। আর খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াত ও আন্দোলন অত্যন্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত: যে বিষয়টা দরকার সেটা হ'ল যোগ্য নেতৃত্ব। যোগ্য নেতৃত্ব বিহীন কোন জাতি উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে না। দুনিয়াদার ও অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে জাতীয় জীবনে নেমে আসে সীমাহীন দুর্গতি। নেতৃত্ব আল্লাহ প্রদত্ত একটি নৈতিক ও চারিত্রিক মহৎ গুণ, যা সহজে পাওয়া যায় না। ইসলামী রাজনীতিতে সংখ্যার চেয়ে গুণের কদর বেশী। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন উচ্চতর পদের জন্য প্রার্থী হওয়া, ক্ষমতা লাভের জন্য লালায়িত হওয়া বা নিজস্বভাবে চেষ্টা-তদবীর করা ও পদলোভী হওয়ার কোন অবকাশ নেই। তিনি বলেন, দুনিয়াতে সমস্ত অশান্তির মূল কারণ হ'ল ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি ও দলাদলি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়োনা। কেননা চেয়ে নিলে তুমি তাতেই পতিত হবে (অর্থাৎ আল্লাহ্র সাহায্য সেখানে আসবে না)। আর না চেয়ে পেলে তাতে আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্ত হবে' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

তিনি বলেন, নেতার মধ্যে অবশ্যই নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকতে হবে। যেমন- (১) ন্যায় নিষ্ঠা (২) জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া (৩) দূরদর্শিতা ও রায় দানের ক্ষমতা থাকা (৪) কান, চোখ ও জিহ্বা ঠিক থাকার মাধ্যমে দৈহিক অনুভূতি সম্পন্ন হওয়া (৫) দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকা (৬) প্রজ্ঞা ও সাহসিকতা। ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, (১) ন্যায়পরায়ণতা (২) বুদ্ধিমত্তা (৩) ধৈর্যশীলতা (৪) বিনয়। এ চারটি গুণ নেতার মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে। সাথে সাথে চারটি বিষয় তাকে বর্জন করতে হবে। (১) পরশ্রীকাতরতা (২) অহমিকা (৩) সংকীর্ণ মানসিকতা ও (৪) অন্যের অমঙ্গল করার ইচ্ছা।

তিনি বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও একজন রিক্সাচালকের ভোটের মূল্য সমান। যা ইসলাম অনুমোদন করে না। তাই নির্বাচক মণ্ডলীকে সৎ, দক্ষ ও সচেতন হ'তে হবে। অযোগ্য নির্বাচকমণ্ডলী দিয়ে যোগ্য নেতা নির্বাচন কখনোই সম্ভব নয়।

অধ্যাপক নযরুল ইসলাম:

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ও যশোর সরকারী কলেজের সাবেক ভাইস প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম বলেন, সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা দু'শ কোটির অধিক হওয়া সত্ত্বেও আমরা আজ অবহেলিত-লাঞ্ছিত। কারণ আমরা নামে মুসলমান, আদর্শগত দিক দিয়ে আমরা প্রকৃত মুসলিম থাকতে পারিনি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মাটিতে আমরা আহলেহাদীছরা সংখ্যায় কম নই। তথাপি আমরা নিজ দেশেই বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার। কারণ একটাই আমরা আহলেহাদীছ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়েছি। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য।

তিনি বলেন, লোনা পানি ও মিঠা পানি সমুদ্রে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলেও মিশে যায় না। আহলেহাদীছগণও তেমনি অন্য কারো সাথে মিশে যেতে পারে না। আমরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি দল। আমাদের স্বকীয়তা নিয়েই মানুষের নিকট আমাদের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম:

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, যুগে যুগে যারা বড় হয়েছেন তাদের সকলকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। স্বয়ং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও পরীক্ষা দিতে হয়েছে। সে সময় পরীক্ষা এতই কঠিন হয়েছিল যে, ছাহাবীগণ ধৈর্যহারা হয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্র সাহায্য

কখন আসবে? আল্লাহ বললেন, আল্লাহ্র সাহায্য অতি নিকটে'। মনে রাখতে হবে বিজয় আসে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। মুসলিম ব্যক্তির জীবনে অনেক পরীক্ষা আসবে যেখানে ধৈর্য ধরে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করতে হবে।

তিনি বলেন, বদর যুদ্ধ সহ সবক'টি যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিজয় লাভ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্র সাহায্যের মাধ্যমে। তাই আমাদের সকলকে পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কেননা বড় পরীক্ষাতেই বড় পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন-আমীন!

ওলামা সমাবেশঃ

ইজতেমার ২য় দিন সকাল ৯-টায় দারুল ইমারত আহলেহাদীছ নওদাপাড়া বড় জামে মসজিদে এক ওলামা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল বৃন্দ। সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল প্রমুখ। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে উপস্থিত আলেমদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আলেমগণ জাতির দিক নির্দেশক। তাঁরা যদি জাতিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে নির্দেশনা দান করেন, তাহ'লে সমাজের দ্রুত সংস্কার সাধন সম্ভব। তিনি বলেন, আলেমদের মধ্যে তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীরুতা থাকতে হবে। সেই সাথে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অনুভূতি সদা জাগরুক থাকতে হবে। তারা যেন সমাজে বিভক্তির কারণ না হন, সেবিষয়ে সাবধান থাকতে হবে।

অন্যান্য বিষয়ঃ

এবারের ইজতেমায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষ হ'তে ইজতেমায় আগত ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে দু'টি বস্তু ব্যানারে ও কাগজে লিখে প্রেরণ করা হয়। একটিতে ছিল ১০ দফা 'নির্দেশিকা' এবং আরেকটিতে ছিল, 'জীবনের সফরসূচী'। আরেকটি হৃদয়গ্রাহী বিষয় ছিল অর্থসহ দেশব্যাপী কুরআন ও হাদীছ প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা, যা বিগত চার বছর যাবত বন্ধ ছিল। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কোনরূপ বিব্রত হ'তে দেখা যায়নি কিংবা তাদের বাড়তি কোন তৎপরতাও চোখে পড়েনি। কেননা সবাই তো এসেছেন পরকালীন মুক্তির অন্বেষায়। এখানে তো শয়তানী তৎপরতার সুযোগ একেবারেই কম।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আঃ

৩য় দিন শনিবার ফজরের জামা'আতে যোগদানের পর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইজতেমায় আগত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ দেন ও দো'আ করেন। অতঃপর ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ হ'তে সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম সবাইকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে মজলিস ভঙ্গের সুন্নাতী দো'আ পাঠের মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বিদায়কালে উপস্থিত মুছল্লীবৃন্দ আবেগভরা মনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে বিদায়ী মুছাফাহা করে যান।

মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনাঃ

তাবলীগী ইজতেমা হ'তে ফেরার পথে ১৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার সকাল পৌনে ৭-টায় পুঠিয়া থানাধীন ঝলমলিয়ার নিকটে সেনবাগ নামক স্থানে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয় সাতক্ষীরার মুছল্লীবাহী ৫৬ নং গাড়ীটি। সকাল বেলার ঘনকুয়াশায় বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী ট্রাকের সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষে ঘটে যায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই নিহত হয় বাসের চালক কালিগঞ্জের সাতপুর গ্রামের হাফীযুল ইসলাম ওরফে রিপন (৩০)। এছাড়া পুঠিয়া থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পর মৃত্যুবরণ করেন বাঁকালের মুহাম্মাদ মুযাফফর ঢালী (৫৫) এবং রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনার পথে মারা যান তার স্ত্রী রাবেয়া খাতুন (৪৫)।

গুরুতর আহত হন ২১ জন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। তারা হ'লেন, মুহাম্মাদ আব্দুল বারী (৪৮), আনারুল ইসলাম (৫৮), ফরীদুর রহমান (৫৬), আবুবকর ছিদ্দীক (৬০), আব্দুছ ছামাদ (৩৯), মুসাম্মাৎ রহীমা খাতুন (৪৫), খাদীজা বেগম (৬০), মাকছূদ আলী মুহাম্মাদী (৬৪), কাযী মারযানুল হক্ব (১২), কাযী এমদাদুল হক্ব (৪৪), মুসাম্মাৎ আরেফাহ বেগম (৮), মঈনুদ্দীন (৫৫), আখতারুযযামান (১৮), সোনা গাযী (৭২), হাফেয ইউনুস আলী (৪৫), আবুল কাসেম (৩৮), বদরুযযামান (৪০), শামসুল হক (৪৫), মোহেব্বুল্লাহ (৩৫), আজিবর রহমান (৪৫) ও আব্দুল মজীদ (৭০)। সকলেই সাতক্ষীরা পৌর এলাকার অধিবাসী এবং সকলকে রাজশাহী মেডিকেলে ভর্তি করা হয়।

উল্লেখ্য যে, দুর্ঘটনার সংবাদ শোনার সাথে সাথেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে মুছল্লীদের বিদায় দান রত মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (২৪) ও নওদাপাড়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক ডাঃ সিরাজুল হককে সাথে নিয়ে সিরাজগঞ্জের মুছল্লীবাহী একটি রিজার্ভ বাসে করে দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছে দুর্ঘটনার বীভৎস চিত্র দেখে তিনি হত-বিহ্বল হয়ে পড়েন। অতঃপর তাৎক্ষণিকভাবে ৫টি মাইক্রো ভাড়া করে মারাত্মক আহতদের পুঠিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। অন্যান্যদের দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সাতক্ষীরার অন্য একটি বাসে করে পাঠিয়ে দেন। আমীরে জামা'আত সারাদিন সেখানে অবস্থান করে সার্বিক বিষয় তদারকী করেন। স্থানীয় পুঠিয়া বাজারের নিকটে কাঁঠালবাড়িয়া বায়তুস সালাম জামে মসজিদের সম্মুখে মৃত মোযাফফর ঢালীর গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম রহমান ও তাবলীগ সম্পাদক আলতাফ হোসায়েন এসে সার্বিক সহযোগিতা করেন। স্থানীয় আল-মাহদী ইসলামী হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ মনছুর রহমান ও স্থানীয় জনগণ আন্তরিকভাবে সর্বক্ষণ তদারকী কাজে সাহায্য করেন।

বিকেলে রাজশাহী মেডিকেল থেকে রাবেয়া খাতুনের লাশ সেখানে পৌঁছলে উভয়ের জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। জানাযায় অংশ নেন এলাকার মুছল্লীবৃন্দ এবং আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, সহ-সভাপতি কাবীরুল ইসলাম ও অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। জানাযা শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সদ্য বাপ-মা হারা সন্তানদের সান্ত্বনা দেন এবং

দ্বীনের পথে মৃত্যুবরণকারী তাদের পিতা-মাতাকে যেন আল্লাহ শহীদের মর্যাদা দান করেন, সেই দো'আ করেন। জানাযা শেষে আমীরে জামা'আত সেখান থেকে সন্ধ্যার পর রাজশাহী মেডিকেলে যান। তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে আহতদের চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেন। এ সময়ে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব খায়রুযযামান লিটনও আহত রোগীদের দেখতে যান এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও সেবাদানের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দান করেন।

অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত সারাদিন আহতদের সেবাদান শেষে রাত্রি সাড়ে ৯-টায় বাসায় ফেরেন।

এদিকে দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী রাজশাহী মেডিকেলে আহত রোগীদের দেখতে যান এবং সন্ধ্যার পর তিনি পুঠিয়ায় জানাযা স্থলে রাত সাড়ে ৭-টায় সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে লাশবাহী গাড়ী বিদায় দেন। লাশের সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা ছাড়াও ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সেক্রেটারী ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আলতাফ হোসায়েন, অর্থ সম্পাদক মোযাফফর রহমান ও অন্যান্যগণ। ড্রাইভারের লাশ তাদের সমিতির নেতারা পৃথকভাবে বাড়ীতে পৌঁছে দেয়।

উল্লেখ্য যে, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহতদের ভর্তি ও সার্বিক দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় হিসাব রক্ষক জনাব মোফাক্কার হোসায়েন, আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুবসংঘের সভাপতি এ.এস.এম আযীযুল্লাহ, সহ-সভাপতি কাবীরুল ইসলাম ও তাদের সাথীবৃন্দ। আহতদের সার্বক্ষণিক সেবাদানের জন্য যুবসংঘের সদস্যরা দিনরাত ডিউটি ভাগ করে নেয়। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। তারা তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের জন্য নিজেদের রক্ত দান করে। আল্লাহ তাদের উত্তম জাযা প্রদান করুন- আমীন!

উল্লেখ্য যে, একই দিন বিকাল চারটায় ইজতেমা থেকে সাইকেলে বাড়ী যাওয়ার পথে আন্দোলনের কর্মী চারঘাট থানার চক মুক্তারপুর গ্রামের মৌলবী আতাউর রহমান (৭৫) কাপাসিয়া মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় হঠাৎ পিছন থেকে একটি মাইক্রো তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায় ও সাথে সাথে সেখানেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। *[আল্লাহ মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন, আমীন- সম্পাদক]*

সাতক্ষীরায় জানাযা: এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য

রাত্রি আড়াইটায় স্বামী-স্ত্রীর লাশবাহী গাড়ী সাতক্ষীরা পৌঁছলে সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। পরদিন সকাল ১০-টায় অনুষ্ঠিত জানাযায় শত শত মানুষের ঢল নামে। সদ্য পিতা-মাতা হারা সন্তানদের চোখের পানি ও করুণ চাহনি দেখে কেউ চোখে পানি ধরে রাখতে পারেনি। ঐ দিন ঐ সময় দাখিল পরীক্ষার্থী সন্তান ঈমান আলী (১৬) তার পরীক্ষা বাদ দিয়ে পিতা-মাতার জানাযায় ইমামতি করে। এ দৃশ্য যেমন মর্মান্তিক তেমনি সান্ত্বনাদায়ক। ধন্য পিতা-মাতার ধন্য সন্তান। বহু কোটিপতি পিতা যা পান না, নিঃস্ব পিতা-মাতা আজ তাই পেলেন। রক্তের সন্তানের ইমামতি ও প্রাণের আকুতিভরা দো'আ নিয়ে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। সন্তান পেল সান্ত্বনা। এই মৃত্যু ও জানাযা তাকে যোগাবে দ্বীনের পথে এগিয়ে যাবার দৃঢ় প্রেরণা।

উক্ত জানাযায় সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' 'সোনামণি' সংগঠন, দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ্‌র ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ এবং পৌরসভা ও যেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দু'হাযার মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

[আল্লাহ দ্বীনের পথে নিহত দুই স্বামী-স্ত্রীকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন এবং তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন- আমীন!! -সম্পাদক]

আহত ও নিহতদের বাসায় নেতৃবৃন্দ:

সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও গুরুতর আহত ও হাসপাতালে চিকিৎসারত প্রত্যেকের বাড়ীতে বাড়ীতে গমন করেন ও তাদের পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেন। তারা ড্রাইভারের বাড়ী কালিগঞ্জ শহরতলীর সাতপুর গ্রামে গমন করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

যুবসংঘ

রাজশাহী ১৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার: অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় নওদাপাড়া রাজশাহীতে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দালন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। সম্মেলনে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ২০০৯-২০১১ সেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। নব মনোনীত কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ হ'লেন-

নাম	পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	সাংগঠনিক মান	যেলা
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম	সভাপতি	এম.এ	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য	গোপালগঞ্জ
মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন	সহ-সভাপতি	এম.এ.	ঐ	যশোর
মুযাফফর বিন মুহসিন	সাধারণ সম্পাদক	এম.এ (শেষ বর্ষ)	ঐ	রাজশাহী
নূরুল ইসলাম	সাংগঠনিক সম্পাদক	এম.এ. শেষ বর্ষ	ঐ	রাজশাহী
শেখ আব্দুছ ছামাদ	অর্থ সম্পাদক	এম.এ (শেষ বর্ষ)	ঐ	সাতক্ষীরা
আব্দুর রশীদ আখতার	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	কামিল	ঐ	কুষ্টিয়া
মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম	তাবলীগ সম্পাদক	এম.এ. (শেষবর্ষ)	ঐ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব	সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক	এম.এ. (শেষবর্ষ)	ঐ	সাতক্ষীরা
মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ	দফতর সম্পাদক	বি.এ (অনার্স ২য় বর্ষ)	অনুমোদিত কর্মী	ঝিনাইদহ

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদ দায়ী নন

পিলখানা ট্র্যাজেডি ঃ কিছু প্রশ্ন

*আবদুল্লাহ**

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার বিডিআর সদর দপ্তরে ঘটে গেল এক বর্বরোচিত ঘটনা। বাংলাদেশের সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী বিডিআর এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর এদেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে ঘটল এ পৈশাচিক ঘটনা। পিলখানায় সংঘটিত এই অনাকাংখিত ঘটনা দেশবাসীকে করেছে স্তম্ভিত, শঙ্কিত ও চিন্তিত। শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের সর্বত্র। এই ঘটনায় জাতি তাদের চৌকস ও দুঃসাহসী ৭০ জন সেনা অফিসারকে হারিয়েছে। একই সাথে সেনাকর্মকর্তাদের ইস্পাত কঠিন সমঝোতা ও সমন্বয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে এবং বহু ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে গড়ে উঠা বিডিআর বাহিনীর চেইন অব কমান্ড ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা দীর্ঘ ৯ মাসে মাত্র ৫৬ জন সেনা আফিসারকে হারিয়েছি তাও আবার বিভিন্ন স্থানে এবং যুদ্ধের কারণে। কিন্তু গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী পিলখানায় মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে বিনা যুদ্ধে আমরা হারিয়েছি এমন অর্ধশতাধিক সেনা অফিসারকে, যারা দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ যেকোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম। তবে জাতির এই রত্ন সন্তানদের কি কারণে জীবন দিতে হ'ল? এই মহা ট্র্যাজেডী কি শুধুই নিছক বিদ্রোহের কারণে সূত্রপাত হয়েছে তাও আবার ডাল-ভাতের মত খাবারের কর্মসূচী নিয়ে? এ রকম হাযারো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে জনমনে।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ বিদ্রোহের আগের দিন বিডিআর সপ্তাহ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সে সময় জওয়ানরা নিরস্ত্র ছিলেন। তাদের বিদ্রোহের মাত্রা যদি এতই তীব্র হয়ে থাকে তাহ'লে সেদিনই কেউ দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর সামনে তাদের অভিযোগ তুলে ধরতে পারতেন। যেই 'সাহসী' বিডিআররা তাদের আফিসারদের পাশবিক কায়দায় হত্যা করতে পারেন সেই বিডিআররা প্রধানমন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের বঞ্চনার কথা বলতে সাহসী হ'লেন না কেন? ইস্যুটি তাহ'লে কি ছিল? কোন ইস্যুতে এই রক্তের হোলিখেলা হ'ল? কে দেবে এই জবাব? জবাব দেয়ার মত কেউ নেই। তবে দল মত নির্বিশেষে সবাই বলেছেন, এর পিছনে এক মহা ষড়যন্ত্র কাজ করছে। বর্তমান সরকার, বিরোধী দল এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ সহ অনেকেই উক্ত মন্তব্য করেছেন।

পিলখানা থেকে ফেরত একজন সেনা কর্মকর্তা জানান গোলাগুলী শুরু হবার পরেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিডিআর দরবার হলের পাশে এস দাঁড়িয়েছিল একটি ছাই রঙ্গের গাড়ি। বিডিআরের পোশাক পরিহিত কিছু লোক মুখে লাল কাল কাপড় বেধে কিলিং মিশনে অংশ নিয়েছিল। আমাদের প্রশ্ন এই লোকগুলি কারা? এরা কি আদৌ বিডিআর সদস্য। দরবার হলে হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে দরবার হল থেকে কিছু লোক বের হয়ে যায় এবং তাদের বের হওয়ার পরেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। তাহ'লে কি বাইরে বের হয়ে যাওয়া লোকেরা আগে থেকেই ঘটনার কথা জানত। যেসব সদস্য কিলিং মিশনে অংশ নিয়েছিল তাদের মুখে বিভিন্ন রঙ্গের কাপড় বাধা ছিল। তাদের এই কাপড়গুলি কে সরবরাহ করে? সকলের মনে প্রশ্ন কিভাবে বিডিআরের একার পক্ষে এই নৃশংসতা সম্ভব হ'ল? বিদ্রোহের নামে বিডিআর জওয়ানদের একত্রিত করা, অস্ত্রাগার লুট, একসাথে এত সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা এবং বেছে বেছে শুধু অফিসারদের হত্যা, লাশ স্যুয়ারেজ লাইনে ফেলে দেয়া, নির্মমভাবে পুড়ানো, মৃতদেহের ওপর পৈশাচিকতা, কয়েকটি গণকবর খুড়ে সেখানে মৃতদের মাটি চাপা দেয়া, কিলিং মিশনের পর সেনাকর্মকর্তাদের পরিবারের উপর অত্যাচার-নির্যাতন-লুণ্ঠন এসব কিছুই ঐ প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসছে। বুঝাই যাচ্ছে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী অত্যন্ত সুচিন্তিত ও ঠান্ডা মাথায় হত্যাকান্ড ঘটানো হয়েছে। তাহ'লে কি আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এতই ব্যর্থ যে, এত বড় একটি পরিকল্পিত ঘটনার আগাম সংবাদ দিতে পারল না?

ঘটনার সময় বিডিআর বিদ্রোহীদের ১৪ জন কর্মকর্তা সমঝোতার জন্য সরকারের সাথে দফায় দফায় বৈঠক করেন এবং তাদের সাথে বৈঠকের পরেই সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং তাদের অস্ত্র সমর্পণের র্নিদেশ দেন। এই নির্দেশের পর মাত্র কিছু সদস্য অস্ত্র সর্মপণ করে এবং এক পর্যায়ে অস্ত্র সর্মপণও বন্ধ হয়ে যায়। বিরোধীদল দাবী করেছে অস্ত্র সমর্পণের সময় সরকার এক গোপন ম্যাসেজের ভিত্তিতে অস্ত্র সমর্পণ বন্ধ করে দেয় এবং এ সুযোগেই তারা গণকবর খুঁড়ে। যাই হোক এখানে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ১৪ জন বিডিআর কর্মকর্তা সরকারের সাথে বৈঠকে বসেছিল তারা কারা এবং এখন তারা নিখোঁজ কেন? সর্বশেষ খবর অনুযায়ী ডিএডি তৌহিদকে সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, ঘটনার সময় বিডিআর সদর দফতরের ৫নং গেটের সামনে বিডিআরের সমর্থনে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই সময় বিডিআরের সর্মথনে তাদেরকে বিভিন্ন মুখরোচক স্লোগান দিতে দেখা যায় এবং বিডিআররা সেই সময় আনন্দে ফাকা গুলি ছুড়ে। এই ছবিগুলো বিভিন্ন বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত হয়। বিরোধীদল সহ অনেকে দাবী করেন যে, আসল হত্যাকারীরা বিডিআরের পোশাক খুলে ফেলে এই মিছিলের সাথে মিশে পালিয়ে যায়। যাইহোক আমাদের প্রশ্ন এই মিছিলের আয়োজক কারা? খুঁজে বের করা হউক।

পিলখানার ঘটনার দ্বিতীয় দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন সেনা কর্মকর্তাদের নিরীহ পরিবারকে সদর দফতর থেকে বের করে আনেন যা সারা দেশের মানুষ টিভির পর্দায় প্রত্যক্ষ করেছে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এ সময়ে সাহারা খাতুন কেন সেনা কর্মকর্তাদের খোঁজ নিলেন না? কেনইবা তাদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করলেন না? এই ভয়াবহ গণহত্যার পর ঘাতকরা পালিয়ে গেল কিভাবে? কেনইবা সেখানে ২০ ঘন্টা যাবত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রাখা হ'ল? এ নিয়ে গত ১ মার্চ সংসদে উত্তপ্ত আলোচনা হয়। বিরোধী দল সরকারের রাজনৈতিক সমাধানের পথকে কৌশলগত ভুল বলে উল্লেখ করেছে। তাদের দাবী পিলখানার ঘটনার সময় যদি সেনাবাহিনীকে মুভ করার নির্দেশ দেয়া হ'ত তাহ'লে এত সেনা অফিসার নিহত হ'তেন না। এই ধরণের একই দাবী তুলেছেন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা যা প্রধানমন্ত্রী গত সোমবার সেনাকুঞ্জ থেকে নিজ কানে শুনে এসেছেন। তাহ'লে কেন সেনাবহিনীকে বিডিআরের হামলা প্রতিরোধের নির্দেশ দেয়া

** আলিম ১ম বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

Contents

হ'ল না? এখন আমাদের প্রশ্ন যেই ষড়যন্ত্রকারীরা বিডিআর জওয়ানদের অভিযোগ ও অনুযোগের আড়ালে অত্যন্ত সুচতুরভাবে বিডিআরের চেইন অব কমান্ডকে পঙ্গু করেছে তারা কারা? কি উদ্দেশ্যে তারা এই নারকীয় হত্যাকান্ড চালাল? এই ধরণের প্রশ্নের উত্তরে আমরা বিভিন্ন মন্তব্য পাচ্ছি। ভারতের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও পত্রিকা এর জন্য ইসলামপন্থী কিছু দল ও জেএমবিকে দায়ী করেছে। অন্যদিকে বিরোধী দলীয় নেত্রী সরাসরি ভারতের কিছু গোয়েন্দা সংস্থা ও টিভি চ্যানেলকে দায়ী করেছেন। এছাড়া অন্য কেউ নির্দিষ্টভাবে কারো প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেননি।

স্মর্তব্য যে, ঐতিহ্যবাহী বিডিআরের সব সদস্যই এর সাথে জড়িত নয়। অনেকেই বহিরাগত শক্তিশালী গোষ্ঠী ও উচ্ছৃংখল বিডিআরের চাপে অস্ত্র হাতে উঠাতে বাধ্য হয়। এখানে একটি বিষয় সত্য যে, এই ঘটনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিডিআরা ও সরকারের কারো কোন লাভ হয়নি বরং এক অপূরণীয় ও অতুলনীয় ক্ষতি হয়েছে, যে ক্ষতি পূরণ করতে বাংলাদেশের দুই দশক লেগে যাবে। একথা নিশ্চিত যে, যারা এই ষড়যন্ত্র করেছে এবং এই হত্যাকান্ডে ইন্ধন যুগিয়েছে তারা নিশ্চয়ই নিজের লাভের বিষয়টা খেয়াল রেখেই করেছে। তাহ'লে এই নির্মম হত্যকান্ডে লাভ হ'ল কার? মূলতঃ যারা বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর, ভঙ্গুর, দুর্বল ও পরমুখাপেক্ষী জাতি ও রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চায় তাদের ইন্ধনেই এই হত্যাকান্ড ঘটেছে। এখন পাঠকদের কাছেই আমাদের জিজ্ঞাসা আপনারাই বলুন অভ্যন্তরীণ জঙ্গী গোষ্ঠী না বহিরাগত প্রতিবেশী শত্রু বাংলাদশেকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চায়। উত্তর নিশ্চয়ই আসবে বহিরাগত শত্রু। কেননা এটাও তো হ'তে পারে যে, যারা ২০০১ সালে রৌমারীতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল এবং সেই সময় বাংলাদেশের চৌকস বিডিআর বাহিনী সেই দেশের শতাধিক কমান্ডো অফিসারকে হত্যা করে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিল তার প্রতিশোধ হিসাবে তারা এই হত্যাকান্ড ঘটাল।

তাছাড়া প্রাথমিকভাবে ভারতের প্রতিক্রিয়াও প্রণিধানযোগ্য। ভারত উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যেকোন ধরণের সহায়তার প্রস্তাব দেয়। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি প্রস্তাব দেন যে, আর্থিক বৈষম্যের কারণে যদি বিডিআর এই বিদ্রোহ করে থাকে তাহ'লে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দিতে পারে ভারত। যে ভারত সীমান্তে নিরীহ মানুষদের হত্যা করে, বিডিআর জওয়ানদের হত্যা করে সেই ভারত বিডিআরকে অর্থ সাহায্য দিবে! ভারতের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি আরো সাংঘাতিক। এ ক্ষেত্রে সে কোন রাখ ঢাক না রেখেই বলে ফেলেছে যে, উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভারত বাংলাদেশে তাদের আধা সামরিক বাহিনী, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ, রেলওয়ে নিরাপত্তা পুলিশ এমনকি বাংলাদেশ চাইলে ভারত তাদের বিএসএফকে বাংলাদেশে পাঠাতে পারে! ভারতের এই মনবাসনা ভারতের ডেইলী টেলিগ্রাফ নয়াদিল্লীর অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের সূত্রের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছে, যা বাংলাদেশের দৈনিক নয়াদিগন্তে ২৮ ফেব্রুয়ারী রোজ শনিবার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বিডিআর হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী এবং ভারত সীমান্তের প্রহরী হচ্ছে বিএসএফ। এখন ভারতের প্রস্তাব হচ্ছে ভারতের সীমান্ত প্রহরা দিবে বিএসএফ এবং বাংলাদেশের সীমান্তও প্রহরা দিবে বিএসএফ। ভারত বাংলাদেশ একাকার! কি চমৎকার প্রস্তাব!

এদিকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিডিআর বিদ্রোহের আগের দিন হটাৎ করেই বিএসএফ বাংলাদেশ সীমান্তে ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করে এবং আমদানি-রফতানিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আর ঘটনার পরপরই বাংলাদেশে শান্তিবাহিনী পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। তাহ'লে কি তাদের শান্তি বাহিনী আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল? তবে কি ভারত আগে থেকেই জানত যে, বাংলাদেশে আজ এরূপ ঘটনা ঘটবে? এক্ষেত্রে ভারতীয় টিভি চ্যানেলের বিভিন্ন সংবাদ প্রচার সন্দেহকে আরো ঘণীভূত করেছে। ঘটনার দিন দুপুর ১২টা ১৩ মিনিটে ভারতীয় চ্যানেল এনডিটিভি, আইবিএন সহ অনেক চ্যানল এই সংবাদ প্রচার করে যে, ডিজি শাকিল সহ ১২ জন মারা যায়। যা পরের দিন বিভিন্ন পত্রিকায় চ্যানেলগুলোর বরাতে ছাপা হয়েছে। অথচ সেই সময় আর্ন্তজাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো যেমন বিবিসি, সিএনএন, আল-জাজিরা সহ বাংলাদেশের কোন সংবাদ মাধ্যম এটা নিশ্চিত হ'তে পারেনি যে, শাকিল মারা গেছেন। তাহ'লে কিভাবে ভারতীয় চ্যানেলগুলো এটা প্রচার করতে সক্ষম হ'ল? তারা এটা কিভাবে জানল? তাহ'লে কি ঘটনার সাথে তাদের কোন যোগ সাজস আছে যে, তারা ঘটা মাত্রই সংবাদটি জানতে পারল। যাই হোক এই পর্যায়ে এসে দু'টি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করতে চাই।

১. যেহেতু সন্ত্রাসীদের ক্রসফায়ারে হত্যার সংস্কৃতিতে আমরা ইতোমধ্যেই সিদ্ধ হয়ে উঠেছি। সেই দৃষ্টিতে অপারেশন রেবেল হান্ট এর নামে যদি দোষীদের গ্রেফতার না করে ক্রসফায়ারে হত্যা করা হয়, তাহ'লে ক্রসফায়ারের এই প্রসিদ্ধ টেকনিক মূল তথ্য জানতে ও ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। অতএব এবিষয়ে সরকারকে সাবধান থাকার জন্য অনুরোধ করছি।

২. আমরা দেখেছি এই ঘটনার তদন্তের জন্য সরকার এফবিআই সহ আরো অন্যান্য মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমরা বলব, এর মাধ্যমে ঘটনার আসল তদন্ত কিছুই হবে না বরং মার্কিনীরা এটাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করবে। তাদের স্বার্থ একটাই তারা এই হামলার সাথে শুধু জঙ্গীদের সম্পৃক্ততা খুঁজে বের করার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করবে কেননা একবার প্রমাণ করতে পারলেই তারা জঙ্গী দমনের নামে তাদের সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের ভয়াল থাবা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে হানতে সক্ষম হবে। ফলে আমরা পাক-আফগানের ভাগ্য বরণ করতে বাধ্য হব এবং প্রকৃত ঘটনা আমাদের অজান্তেই থেকে যাবে।

পরিশেষে বলব, এখনো ঘটনার মূল রহস্য অস্পষ্ট ও আড়ালে রয়ে গেছে তবে আশা করব তা ইনশাআল্লাহ বেরিয়ে আসবে। আমরা এখানে শুধু আমাদের মনের কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছি। যদি আমাদের সরকার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে সক্ষম হন তাহ'লে আমরা অচিরেই প্রশ্নগুলোর জবাব জানতে পারব। তাই আমরা সরকার সহ সকলকে বলব, জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে আমাদের ইস্পাতের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং দল মত নির্বিশিষে বিজ্ঞজনদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে সর্বদলীয় তদন্ত কমিটি ও সামরিকভাবে সেনাবাহিনীর আলাদা একটি স্বতন্ত্র তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীদের আসল চেহারা উন্মোচন করতে হবে এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। আর যত দ্রুত সম্ভব বিডিআরের চেইন অব কমান্ড গঠন করতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই যেন নিরপরাধ কেউ হয়রানীর শিকার না হন সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের এই কঠিন বিপদে সহায় হৌন! আমীন!!

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২০১)ঃ সর্বপ্রথম কোথায়, কখন ও কোন অবস্থায় অহী নাযিল হয়?

-গোলাম কিবরিয়া
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ সর্বপ্রথম অহী নাযিল হয় হেরা পর্বতের গুহায় *(ফাৎহুল বারী ১/২৩)*। সময়টা ছিল হিজরতের ১৩ বছর পূর্বে রামাযান মাসের ২১ তারিখ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ৬১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট। এ সময় তিনি সেখানে ধ্যানমগ্ন ছিলেন *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬৬)*।

প্রশ্নঃ (২/২০২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিবরীল (আঃ)-কে আসল চেহারায় কতবার দেখেছেন?

- সিরাজুল ইসলাম
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিবরীল (আঃ)-কে দু'বার আসল চেহারায় দেখেছেন। একবার প্রথম অহী নাযিলের পর বিরতি শেষে *(আর-রাহীক্ব, পৃঃ ৬৯)*। আরেকবার দেখেছেন মি'রাজ রজনীতে সিদরাতুল মুনতাহায় *(সূরা নাজম ৯-১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৩/২০৩)ঃ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে ঠিক কতটা ছিয়াম পালন করতে হবে?

-মনছুর আহমাদ
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন অধিক ফযীলতের বলে ছিয়াম কিংবা অন্যান্য নেকীর কাজ করা যেতে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৬০)*। সে হিসাব ১ম থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত ছিয়াম রাখা যায়। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উক্ত ছিয়াম রাখতেন *(নাসাঈ হা/২৪১৭, সনদ ছহীহ)*। তবে আরাফার দিনের ছিয়ামের মর্যাদা আলাদা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আরাফার দিনের ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তা'আলা তার এক বছর আগের এবং এক বছর পরের গোনাহ মাফ করে দিবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪)*। উল্লেখ্য যে, মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ মুসলিমের হাদীছে এসেছে যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যিলহজ্জের ১ম দশকে কোন ছিয়াম পালন করতে দেখিনি' *(মুসলিম হা/২৭৮১-৮২)*। এ বিষয়ে ভাষ্যকার ইমাম নববী বলেন, সফর বা অন্য কোন কারণে হয়ত আয়েশা (রাঃ) এটা দেখেননি। তবে এর দ্বারা এ সময় ছিয়াম পালন অসিদ্ধ প্রমাণিত হয় না *(ঐ ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৪/২০৪)ঃ পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত কোনটি? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল মমিন
আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হ'ল, সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত *(ফাৎহুল বারী ১/২৩, হা/৩)*। সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি পাওয়া যায় (১) আয়াতুল কালালাহ *(নিসা ১৭৬)*। (২) সূদ নিষিদ্ধের আয়াত *(বাক্বারাহ ২৭৭)* (৩) বাক্বারাহ ২৮১ *(সুয়ূত্বী, আল-ইৎক্বান ১/৩৫ পৃঃ)*। শেষোক্ত আয়াত সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী বিভিন্ন বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, এটি রাসূলের মৃত্যুর ২১, ৯, ৭, ৩ দিন বা ৩ ঘণ্টা পূর্বে নাযিল হয়। এরপরে আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এটিই হ'ল সর্বাধিক পরিচিত, বহু সূত্রে বর্ণিত, সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ (أعرف وأكثر وأصح و أشهر) *(ঐ, তাফসীর)*।

প্রশ্নঃ (৫/২০৫)ঃ স্বপ্নদোষ হওয়ার পরে ইচ্ছা করে ফজরের ছালাত ক্বাযা করে যোহরের ছালাতের সময় পড়ে নিলে হবে কি? এতে গুনাহ হবে কি?

- আব্দুস সাত্তার
পাতাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ স্বপ্নদোষ হওয়ার পরে স্বেচ্ছায় অলসতা করে গোসল না করে ফজরের ছালাত ক্বাযা করলে গোনাহগার হবে। তাই সময়মত গোসল করে ফজরের ছালাত আদায় করাটাই বাঞ্ছনীয়। তবে যদি শারঈ ওযর থাকে অর্থাৎ গোসল করলে অসুস্থ হওয়ার আশংকা থাকে তাহ'লে সাধ্যানুযায়ী ওযূ বা তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে হবে *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৩৬-৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৬/২০৬)ঃ আমি তাহিইয়াতুল মসজিদ ছাড়াও আছর ও এশার ছালাতের আগে ৪ রাক'আত সুন্নাত পড়ি এবং মাগরিব ও এশার পর দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়াও আরো দু'রাক'আত করে ছালাত আদায় করি। এ ছালাত শুদ্ধ হয় কি?

-নক্বীব ইমাম কাজল
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫।

উত্তরঃ আছরের পূর্বে ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করা যায় *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭০-১১৭১)*। মাগরিবের পরে দু'রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত অতিরিক্ত যত

ছালাতের বর্ণনা আছে তার কোনটিই ছহীহ নয় *(মিশকাত হা/৩৬৫-৩৬৯, 'সুন্নাত সমূহ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। এশার পরে দু'রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত অতিরিক্ত সুন্নাতের প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না। এশার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক আযান এবং ইক্বামতের মাঝে দু'রাক'আত ছালাত আছে'। তবে তিনি বলেন, 'যে চায় তার জন্য' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২ ও হা/১১৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/২০৭)ঃ জনৈক ব্যক্তির কাছে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি দাড়ি কাটে সে যেন বিশ্বনবীর গলায় ছুরি দেয়'। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? শরী'আতে দাড়ি কাটার অনুমতি আছে কি?

-ওমর ফারূক
চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যটি সঠিক নয়। তবে ইসলামে দাড়ি রাখার ব্যাপারে কঠোর তাকীদ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো, গোঁফ ছোট কর এবং দাড়ি ছেড়ে দাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*। উল্লেখ্য, তিরমিযীতে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়ির মাথা ও পাস থেকে ছাঁটতেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(যঈফ তিরমিযী হা/২৭৬২; ফাতাওয়া ইবনে বায ৩/৩৭৩)*। যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদের দাড়ি কাটতে হবে কথাটিও সত্য নয় *(ফাতাওয়া শায়খ বিন বায ৩/৩৭৩)*। অতএব দাড়ি কাটা বা ছাঁটা থেকে বিরত থাকতে হবে। এটা সুন্নাতের অবমাননা।

প্রশ্নঃ (৮/২০৮)ঃ প্রত্যেক কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করতে হয়। কিন্তু শুধু কি 'বিসমিল্লাহ' নাকি 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম'?

-দলীলুদ্দীন
নোনাগ্রাম, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ শুধু চিঠি লেখার সময় *(সূরা নামল ৩০)* এবং কুরআন মজীদের সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পূর্ণ পড়তে হবে। অন্যান্য ভাল কাজের শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪৮০)*। তবে কেউ যদি পূর্ণ পড়ে তাহ'লে তাতে কোন দোষ নেই *(ঐ)*।

প্রশ্নঃ (৯/২০৯)ঃ চোখে অপারেশন করার কারণে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ১ ফুট উপরে থেকেই ছালাতের সিজদা করতে হয়। এভাবে ছালাত সিদ্ধ হবে কি?

-আবুল কাসেম
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। তাছাড়া অপারগ অবস্থায় শুয়ে শুয়ে ছালাত আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে *(বুখারী, আবূদাঊদ, আহমাদ)*। সিজদার জন্য সামনে বালিশ বা উঁচু অন্য কিছু রাখা যাবে না। যদি মাটিতে সিজদা করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে ইশারায় ছালাত আদায় করবে। সিজদার সময় রুকূর চেয়ে মাথা কিছুটা বেশী ঝুঁকাবে *(ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৩২৩; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৭)*।

প্রশ্নঃ (১০/২১০)ঃ সালাম ফিরানোর পর অনেকে 'আয়াতুল কুরসী' পড়ে বুকে ফুঁক দেয়। এর পক্ষে ছহীহ দলীল আছে কি?

-শিবলী
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করে বুকে ফুঁক দেওয়ার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের পরে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে তাকে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু জান্নাতে প্রবেশ করা হ'তে বাধা দিতে পারবে না' *(নাসাঈ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২)*।

প্রশ্নঃ (১১/২১১)ঃ কুরবানীর জন্য মানতকৃত পশুর গোশত নিজে খাওয়া যাবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আহার কর (কুরবানীর পশুর গোশত) এবং আহার করাও যে কিছু যাচঞা করে না তাকে এবং যে যাচঞা করে তাকে' *(হজ্জ ৩৬)*।

প্রশ্নঃ (১২/২১২)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেন, জন্ম দিনে বিবাহ করলে, মাথার চুল ও হাতের নখ কাটলে অকল্যাণ হয়। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু সাঈদ
রসুলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। এর প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৩/২১৩)ঃ জনৈক মেয়ে তার পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে মেয়ের মা উক্ত বিবাহ মেনে নেয়। কিন্তু পিতার বক্তব্য হ'ল, তুমি জামাই-মেয়ে গ্রহণ করলে তোমাকে তিন তালাকে বায়েন। এক্ষণে তাদের করণীয় কি?

- আব্দুর রহমান
কাকডাঙ্গা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মেয়ের মা উক্ত বিবাহের স্বীকৃতি প্রদান করুক আর না করুক বিবাহ শরী'আত সম্মত হবে না। কারণ মেয়ের মা অভিভাবক হ'তে পারে না। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না *(আহমাদ, আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ,*

Contents

তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৩০)। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন মহিলা নিজেকে বা অন্য মহিলাকে বিবাহ দিতে পারে না *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৮৮২ 'বিবাহে অভিভাবক' অনুচ্ছেদ)*। আর মেয়ের পিতার বক্তব্য অনুযায়ী যদি তিনি মেয়ের মাকে তিন তালাক প্রদান করেন, তবে তা এক তালাক গণ্য হবে। কারণ এক বৈঠকে একাধিক তালাক প্রদান করলে তা এক তালাক হিসাবে গণ্য হয় *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/১০৭৩-৭৪)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২১৪)ঃ জুম'আ বা সাধারণ খুৎবার মধ্যে শাহাদাতের শব্দ (أَشْهَدُ) একবচন পড়তে হবে, না (نَشْهَدُ) বহুবচন পড়তে হবে?

-হাসিবুল ইসলাম
ইংরেজী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত স্থানে একবচন ব্যবহার করতে হবে। হাদীছে এক বচনের শব্দই বর্ণিত হয়েছে *(তিরমিযী হা/১১০৫; মিশকাত হা/৩১৪৯)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২১৫)ঃ দুবাইতে দেখেছি, আযানে 'হাইয়্যা আলাছ ছালাহ' বলার সময় একবার ডান দিকে এবং একবার বাম দিকে মুখ ফেরানো হয়। 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময়ও অনুরূপ করা হয়। উক্ত পদ্ধতির দলীল আছে কি?

- রূহুল আমীন
দুবাই।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিটি সঠিক নয়। সঠিক পদ্ধতি হ'ল, 'হাইয়্যা আলাছ ছালাহ' বলার সময় ডানদিকে এবং 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময় বাম দিকে মুখ ফেরাতে হবে *(ইরওয়া ১/২৫২ হা/২৩৩-৩৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২১৬)ঃ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَنَبِيْدُ... জান্নাতে হূরগণ উক্ত গান গাইবেন মর্মে তিরমিযীতে হাদীছ এসেছে। কিন্তু কেউ বলেন হাদীছটি ছহীহ কেউ বলেন যঈফ। কোনটি সঠিক?

-আব্দুছ ছবূর
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/২৫৬৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯৮২)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২১৭)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কতজন স্ত্রী ছিলেন? তাদের নাম কী? খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভে কতজন সন্তান জন্ম নিয়েছিলেন? তাদের নাম কী ছিল? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছেলে কোন স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন।

-সখিনা খাতুন
আবরার ভিলা, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ১১ জন স্ত্রী ছিলেন। তারা হ'লেন- (১) খাদীজা (২) সাওদাহ (৩) আয়েশা (৪) হাফছাহ (৫) যায়নাব বিনতে খুযায়মাহ (৬) উম্মে সালামা (৭) যায়নাব বিনতে জাহশ (৮) জুওয়াইরিয়াহ (৯) উম্মে হাবীবাহ (১০) ছাফিয়াহ (১১) মাইমূনাহ। ইমাম বায়হাক্বী আরও ভিন্ন ভিন্ন কিছু বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন *(দালায়েলুন নবুঅত ৭/২৮৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মোট ৪ মেয়ে ও ৩ ছেলে ছিল। তন্মধ্যে খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভে ৪টি মেয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। তারা হ'লেন, (১) যায়নাব (২) উম্মে কুলছূম (৩) রুক্বাইয়াহ (৪) ফাতেমা *(যাদুল মা'আদ ১/১০২)*। খাদীজার গর্ভে ২ পুত্র জন্ম নিয়েছিলেন, কাসেম ও আব্দুল্লাহ। ৩য় পুত্র ইবরাহীম জন্ম নিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাসী মারিয়া ক্বিবতীয়ার গর্ভে *(যাদুল মা'আদ ১/১০০)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২১৮)ঃ জনৈক বক্তা বলেন যে, জমিতে তামাক চাষ করলে তামাকের টাকা হারাম হবে এবং কয়েক বছর ঐ জমিতে অন্য ফসল চাষ করলে উক্ত টাকাও হারাম হবে। তার কথা কি ঠিক?

-আযীযুল ইসলাম
গাজর্ব বাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই হারাম *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৬৫২)*। তামাক নেশাদার বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা হারাম। অতএব তামাক উৎপাদন করা এবং এর ব্যবসা করা সবই হারাম। আল্লাহ বলেন, তোমরা তাক্বওয়া ও কল্যাণকর কাজে পরস্পরকে সহায়তা কর, পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহায়তা করো না *(মায়েদাহ ২)*। তবে বক্তার শেষের কথাটুকু সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৯/২১৯)ঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার আদায়কৃত টাকা দ্বারা যদি মসজিদ তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে যদি সেই টাকা ফেরত দেওয়া হয় তাহ'লে সেই মসজিদে ছালাত ছহীহ হবে কি?

-মুশফিকুর রহমান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত টাকায় মসজিদ তৈরী করা ঠিক হয়নি। তবে সেখানে ছালাত শুদ্ধ হবে। ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার টাকা কুরআনে বর্ণিত নির্ধারিত ৮টি খাতে ব্যয় করতে হবে *(তাওবাহ ৬০)*।

প্রশ্নঃ (২০/২২০)ঃ একজন হিন্দু মৃত্যুবরণ করলে তাকে শ্মশান ঘাটে পোড়ানো হয় এবং তার পোশাকাদি রেখে যায়। উক্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত পোশাক মুসলিম ব্যক্তি নিয়ে এসে ব্যবহার করতে পারে কি?

-হারূনুর রশীদ
ঘোনা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত পোশাকগুলো যদি হিন্দুরা রেখে যায় এবং তারা কোন দাবী না রাখে তাহ'লে মুসলিম ব্যক্তি তা পাক-পবিত্র করে ব্যবহার করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুশরিকদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র ব্যবহার করেছেন *(ছহীহ তিরমিযী*

হা/১৭৯৬; তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৮)। তবে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম। যেমন আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) গুই সাপের গোশত হারাম করেননি। কিন্তু নিজে খাননি রুচির কারণে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১১০)*।

প্রশ্নঃ (২১/২২১)ঃ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ১১৪টি সূরা আছে। বাক্বারাহ অর্থ- গাভী কমবেশী সবাই জানে। কিন্তু সাধারণ মানুষ অন্যান্য সূরার নামের অর্থ জানে না। সেগুলোর অর্থ জানালে বাধিত হব।

-আবুল হোসাইন মিয়া
কেন্দুপাড়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের সূরা সমূহের নামকরণ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র হুকুমে বিশেষ উদ্দেশ্যে। ১১৪টি সূরার মধ্যে কিছু সূরার নামের অর্থ জানা যায় না। কারণ যে সূরাগুলোর حروف مقطعات বা 'খণ্ডিত বর্ণ' দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে, সেগুলোর অর্থ জানা যায় না। যেমন يس، ص ، ق ইত্যাদি। এগুলোর অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না *(আলে ইমরান ৭)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২২)ঃ ফরয ছালাতে ইমাম প্রথম রাক'আতে রুকূতে চলে গিয়েছেন। এক্ষণে ছানা পড়লে সূরা ফাতেহা পড়ে রুকূ পাব না। এমতাবস্থায় ছানা না পড়ে সূরা ফাতেহা পড়ার পর রুকূতে গেলে রাক'আত পূর্ণ হবে কি?

-আবুল হুসাইন
কেন্দুপাড়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় ইমামের ইক্বতেদা করার জন্য সরাসরি তাকবীর বলে রুকূতে যেতে হবে। কারণ ইমামকে নিযুক্ত করা হয় তার অনুসরণের জন্য *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৯; ছহীহ আবুদাউদ হা/৫০৬ 'আযান' অধ্যায়, ২৮ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২২৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়ার পরে ফজরের ছালাতের সময়ের পূর্বেই ফজরের সুন্নাত আদায় করে। এটা কি শরী'আত সম্মত হবে?

-আবুল বাশার
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত সুন্নাত ফজরের সুন্নাত হিসাবে গণ্য হবে না। কারণ সময়ের পূর্বেই তা পড়া হয়। উল্লেখ্য যে, অনেক মসজিদে ছুবহে ছাদিকের পূর্বেই আযান দেওয়া হয়। আযানের পরেও যদি ছুবহে ছাদিক না হয় এবং এর মধ্যে কেউ ফজরের সুন্নাত আদায় করে নেয় তাহ'লে ছালাত শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুমিনদের উপর প্রত্যেক ছালাতের নির্ধারিত সময় রয়েছে' *(নিসা ৪/১০৩)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২২৪)ঃ জনৈক আলেমের কাছে শুনেছি, কোন আলেমের চেহারার দিকে তাকালে সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-রাশেদ আহমাদ
ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'জাল' *(তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ২১)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২২৫)ঃ অপবিত্র অবস্থায় মুখস্থ কিংবা দেখে বা স্পর্শ করে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কুরআন পবিত্র গ্রন্থ। তা পবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা এবং পাঠ করা উত্তম। অবশ্য ওযূ বিহীন অবস্থায় পবিত্র কুরআন স্পর্শ করে পড়া যায়। তবে যে কারণে গোসল ফরয হয় সে অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করে পড়া যাবে না। স্পর্শ না করে মুখস্থ পড়া যায় *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ইরওয়াউল গালীল, হা/১২৩ ও ৪৮৫)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২২৬)ঃ স্ত্রী স্বামীকে নাম ধরে ডাকতে পারে কি?

-অহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ স্ত্রী স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আজকে আপনি আমাদের দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার নিকট অলংকার রয়েছে। আমি তা দান করতে চাই। কিন্তু (তার স্বামী) ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, তিনি এবং তার সন্তানই উক্ত সম্পদের অধিক হকদার। তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ইবনু মাস'ঊদ সত্য বলেছে। তোমার স্বামী এবং সন্তানকে তা প্রদান কর *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৬২৩)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২২৭)ঃ আমরা জানি যে, কবরে ৩টি প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু জনৈক বক্তা বলেছেন, কবরে ৪টি প্রশ্ন করা হবে। কোনটি সঠিক?

-আখতারুল ইসলাম
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ কবরে ৩টি প্রশ্ন করা হবে *(আবুদাঊদ, আহমাদ, মিশকাত হা/১৩১)*। তবে অন্য একটি হাদীছে এসেছে যে, তাকে প্রশ্ন করা হবে, 'তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ' জবাবে তিনি বলবেন, 'কারু জন্য আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়' *(ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২২৮)ঃ মেয়েদের বর পসন্দ করার অধিকার আছে কি? পিতা যদি মেয়ের মতামত না নিয়ে বিয়ে ঠিক করে এবং মেয়ে যদি তাতে সম্মত না হয় তাহ'লে কোন গুনাহ হবে কি?

-তাসনিয়া রিফাহ
কাজিপুর, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ বর পসন্দ করার অধিকার মেয়েদের অবশ্যই আছে। অভিভাবক ছাড়া মেয়ের বিবাহ যেহেতু শুদ্ধ হয় না। সেহেতু অভিভাবক তার মেয়ের মতামত নিবেন। অনুমতি নেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়ে যদি কুমারী হয় এবং চুপ থাকে,

তাহ'লে চুপ থাকাটাই হবে সম্মতির লক্ষণ। আর বিধবা হ'লে মুখে স্পষ্ট স্বীকৃতি নিতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৭)*। মেয়ে যদি সম্মত না হয়, তবে তাতে তার কোন গোনাহ হবে না।

প্রশ্নঃ (২৯/২২৯)ঃ ছালাতে সিজদা অবস্থায় বাংলায় দো'আ করা যাবে কি?

- মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলাম
বি-প্রবর্থা পূর্বপাড়া, গাযীপুর।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে সিজদা অবস্থায় আপন আপন ভাষায় নিজের তৈরীকৃত প্রার্থনা করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষের কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্র নয়। এটা কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্যই নির্দিষ্ট' *(ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৯৭৮; বলূগুল মারাম হা/২১৭)*। এমতাবস্থায় শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে 'রববানা আ-তেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযা-বান্নার' পড়াই উত্তম। (অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি দুনিয়াতে আমাদের মঙ্গল দান করুন এবং আখেরাতে মঙ্গল দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন!)। এসময় দুনিয়াবী সমস্যাগুলি নিয়তের মধ্যে আনবেন।

প্রশ্নঃ (৩০/২৩০)ঃ কোন ব্যক্তির ডান হাত ভাল থাকা অবস্থায় বাম হাত দিয়ে পানি, চা ইত্যাদি পান করে তাহ'লে গুনাহ হবে কি?

-হাসনা হেনা
বি-প্রবর্থা, গাযীপুর।

উত্তরঃ বাম হাতে খানা-পিনা করার ব্যাপারে শরী'আতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে না খায় এবং পান না করে। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় এবং পান করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৩)*। বিনা ওযরে রাসূলের নিষেধ অমান্য করলে তাকে গোনাহগার হ'তে হবে।

প্রশ্নঃ (৩১/২৩১)ঃ ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে 'আল-হামদুলিল্লাহ' নীরবে বলতে হবে না সরবে বলতে হবে?

-রাশেদুল ইসলাম
দীঘিরহাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ নীরবে 'আলহামদুল্লিাহ' বলতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৩২)ঃ যোহর ও আছর ছালাতের প্রথম দুই রাক'আতে কোন মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য সূরা না পড়লে তার ছালাত হবে কি?

-আবু সাঈদ
রসুলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য সূরা পড়া যেহেতু ফরযের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই ছালাত হয়ে যাবে। তবে ছালাত সুন্নাত অনুযায়ী হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় করো সেভাবে যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখ' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৮৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৩৩)ঃ কোন মা তার সন্তানকে গালি দিতে পারেন কি? এর পরিণাম কি হবে?

-ইসমাঈল
দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আদব শিখানোর জন্য বাপ-মা তাদের সন্তানকে গালি দিতে পারেন। ইবনু ওমর (রাঃ) তার সন্তানকে কঠোর ভাষায় গালি দিয়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৩)*। ১০ বছর বয়সের সন্তান ছালাত আদায় না করলে তাকে মারার নির্দেশও হাদীছে এসেছে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে অনেককে বকা দিতেন *(মিশকাত হা/৩৭১, ৩৭২, ১৫৭৮ প্রভৃতি)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৩৪)ঃ ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা করাতে শারঈ কোন বিধি-নিষেধ আছে কি?

-তামান্না ইয়াসমীন
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ ধোঁকা ও সূদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা করাতে শারঈ কোন বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৩৫)ঃ যে গৃহপরিচারিকা সার্বক্ষণিক মনিবের বাড়ীতে অবস্থান করে এবং খাওয়া-পরার ও থাকার ব্যবস্থা ছাড়াও মাসে মাসে নির্ধারিত বেতন নেয়, তার ফিতরা আদায়ের হক কার উপর বর্তাবে?

-মার্যিয়া বিলক্বীস
ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এমতক্ষেত্রে গৃহপরিচারিকা নিজেই তার ফিৎরা দিবে। তবে যদি তার বেতন খুবই কম হয় এবং সে নিজের ফিৎরা দিতে অক্ষম হয়, তাহ'লে মনিব তার পক্ষে তার ফিৎরা দিয়ে দিবেন *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৩৬)ঃ আমরা জানি আসমানী কিতাব ১০৪টি। এর মধ্যে ছহীফা ১০০টি। বড় চারটি কিতাব চারজন নবীর উপরে অবতীর্ণ হয়েছে। সে হিসাবে রাসূল মাত্র চারজনই হওয়ার কথা। আত-তাহরীক নভেম্বর '০৮ সংখ্যায় দেখলাম নবী-রাসূলের সর্বমোট সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাযার। যার মধ্যে ৩১৫ জন রাসূল। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল হাসান
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁ।

Contents

উত্তরঃ আসমানী কিতাবের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। সকল রাসূল নবী ছিলেন। কিন্তু সকল নবী রাসূল ছিলেন না। যাঁদের নিকটে ছোট বা বড় কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাদেরকে রাসূল বলা হয়। বর্ণিত চারজন রাসূল হ'লেন শ্রেষ্ঠ রাসূল। আত-তাহরীকে নবী-রাসূলের যে সংখ্যা বলা হয়েছে তা সঠিক।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৩৭)ঃ মাশরুম সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে কোন বক্তব্য আছে কি? কেউ কেউ বলেন, এটি মান্না ও সালওয়া থেকে এসেছে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল ওয়াদূদ
রহমতগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ মান্না এক প্রকার খাদ্য যা আল্লাহ তা'আলা বণী ইসরাঈলদের উপর আসমান থেকে অবতীর্ণ করতেন। আর তা ছিল দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। আর সালওয়া হচ্ছে আসমান থেকে আগত এক প্রকার পাখি *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ৫৭ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الكمأة من المن 'কামআহ হ'ল মান্ন-এর অন্তর্ভুক্ত' *(তিরমিযী, হাদীছ হাসান; মিশকাত হা/৪৫৬৯ 'চিকিৎসা ও মন্ত্র' অধ্যায়)*। এতে বুঝা যায় 'মান্ন' কয়েক প্রকারের ছিল। ইংরেজীতে কামআহ অর্থ করা হয়েছে মাশরূম (Mashroom)। আধুনিক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, মান্না একপ্রকার আঠা জাতীয় উপাদেয় খাদ্য। যা শুকিয়ে পিষে রুটি তৈরী করে তৃপ্তির সাথে আহার করা যায়। সালওয়া একপ্রকার চড়ুই পাখি, যা ঐসময় সিনাই এলাকায় প্রচুর পাওয়া যেত। ব্যাঙের ছাতার মত সহজলভ্য ও কাই জাতীয় হওয়ায় সম্ভবত একে মাশরূম-এর সাথে তুলনীয় মনে করা হয়েছে। তবে মাশরূম ও ব্যাঙের ছাতা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। কয়েক লাখ বনু ইসরাঈল কয়েক বছর ধরে মান্না ও সালওয়া খেয়ে বেঁচে ছিল। এতে বুঝা যায় যে, মান্ন ছিল চাউল বা গমের মত কার্বো-হাইড্রেট-এর উৎস এবং সালওয়া বা চড়ুই জাতীয় পাখির গোশত ছিল ভিটামিন ও চর্বির উৎস। সব মিলে তারা পরিপূর্ণ খাবার নিয়মিত খেয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। দক্ষিণ ইউরোপের সিসিলিতে, আরব উপদ্বীপের ইরাকে-ইরানে, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে মান্না জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয় *(বিস্তারিত দ্রঃ ডঃ ইকতেদার হোসেন ফারুকী, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কুরআনে বর্ণিত উদ্ভিদ ই,ফা,বা ২০০৮, পৃঃ ১৩-২০)*। অবাধ্য বনু ইস্রাঈলরা এগুলো সিরিয়ার তীহ প্রান্তরে ৪০ বছরের বন্দী জীবনে বিপুলভাবে পেয়েছিল আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৫৮)ঃ একাকী হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? যদি হাত উঠিয়ে মুখে মাসাহ করা না হয় তাহ'লে কোন দোষ হবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে একাকী হাত তুলে চুপে চুপে দো'আ করা যায় *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, প্রভৃতি, মিশকাত হা/২২৪৪, ২২৫৬)*। দো'আ শেষে মুখে মাসাহ না করলে কোন দোষ হবে না। কেননা মুখে মাসাহ করার বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(দ্রঃ আবুদাঊদ হা/১৪৮৫, পৃঃ ২০৯; মিশকাত হা/২২৫৫-এর টীকা- আলবানী)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৩৯)ঃ মানুষের রং ও ভাষা বিভিন্ন হওয়ার কারণ কি?

- কামালুদ্দীন
বসুরহাট, নোয়াখালী।

উত্তরঃ মানুষের রং ও ভাষা বিভিন্ন হওয়ার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম হ'লঃ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষা ও রং বিভিন্ন করা। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে বহুবিধ নিদর্শন' *(রূম ৩০/২২)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৪০)ঃ গলায় 'টাই' ঝুলানো যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই?

- যিল্লুর রহমান
ষষ্টিতলা, যশোর।

উত্তরঃ 'টাই' খৃষ্টানদের 'ক্রশ' ঝুলানোর সাথে সামঞ্জস্যশীল এক বিশেষ পোশাক বলে কথিত। যার বিরোধিতা করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা ইহুদী ও মুশরিকদের বিরোধিতা কর *(আবুদাঊদ, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৬৫, ৪৪২১)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

সংশোধনী

নভেম্বর '০৮ ৬/৪৬ নং প্রশ্নোত্তরে যাকাতের টাকা নিজ সন্তানকে দেওয়া যাবে বলা হয়েছে। সঠিক কথা হবে এই যে, সন্তান তার পিতার নিকট থেকে তার ভবণ-পোষণের অধিকারী। অতএব সন্তান গরীব হ'লে পিতা তার যাবতীয় সম্পদ দিয়ে সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবেন। তাকে যাকাত দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। পক্ষান্তরে স্ত্রী তার স্বামীর ভরণ-পোষণের দায়িত্বশীল নন। সেকারণ তিনি তার অপারগ স্বামীকে নিজের যাকাত থেকে দিতে পারেন। যেটা বর্ণিত প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন করার জন্য মাননীয় পাঠক মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটীকে অসংখ্য ধন্যবাদ রইল। আল্লাহ তাঁকে উত্তম জাযা প্রদান করুন।- *পরিচালক হা.ফা.বা।*